মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-২০০৫

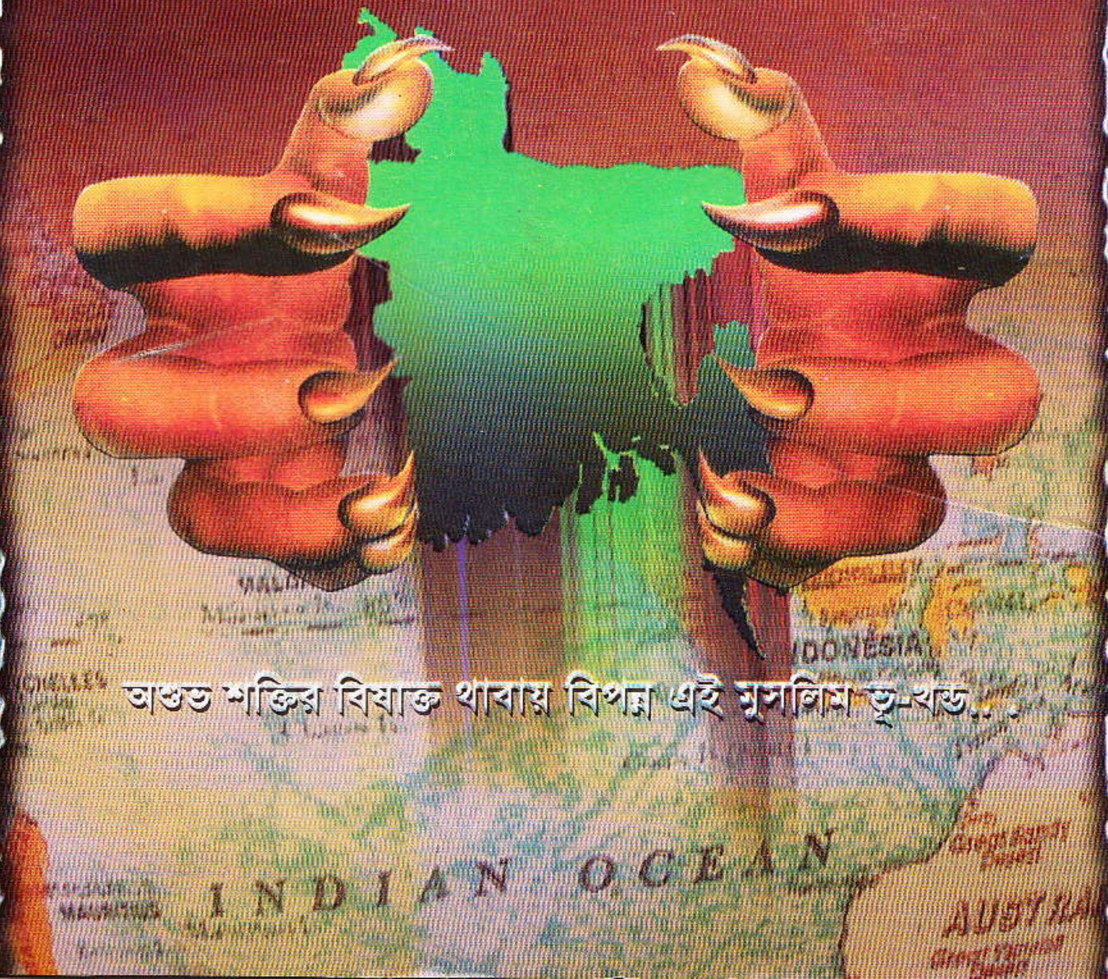

অশুভ শক্তির বিষাক্ত থাবায় বিপন্ন এই মুসলিম ভূ-খন্ড...

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ ১২তম সংখ্যা
রজব -শা'বান ১৪২৬ হিঃ
ভাদ্র -আশ্বিন ১৪১২ বাং
সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ শামসুল আলম

❊ **কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স** ❊

সার্বিক যোগাযোগঃ

❖ সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮ ফ্যাক্সঃ ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
❖ কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
❖ কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
❖ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

ঃ হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ সম্পাদকীয় ০২
✪ **প্রবন্ধঃ**
❑ ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ *(শেষ কিস্তি)* ০৩
-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
❑ ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান *(শেষ কিস্তি)* ০৮
-মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
❑ শবেবরাত ১৫
-আত-তাহরীক ডেস্ক
❑ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৭
-আত-তাহরীক ডেস্ক
✪ **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ১৯
❑ সভ্যতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছেঃ চাই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ
✪ **কবিতাঃ** ২০
(১) জবাবদিহি (২) বোমা হামলা
(৩) সালাম তোমায় (৪) হও মানবতার অধীন
✪ **সোনামণিদের পাতাঃ** ২১
✪ **স্বদেশ-বিদেশ** ২২
✪ **মুসলিম জাহান** ২৪
✪ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ২৬
✪ **সংগঠন সংবাদ** ২৭
✪ **প্রশ্নোত্তর** ২৯
✪ **বর্ষসূচী** ৩৫

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৫

দেশব্যাপী বোমা হামলাঃ বিপন্ন স্বাধীনতা, টার্গেট ইসলাম

বিশ্বইতিহাসের সর্বাধিক নজিরবিহীন ও ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে গেল গত ১৭ আগষ্ট ২০০৫ তারিখ সকালে স্বাধীন ও শান্তিপ্রিয় মুসলিম ভূখণ্ড বাংলাদেশে। অফিস-আদালতের ব্যস্ততম সময়ে সকাল ১০-টা থেকে সাড়ে ১১-টার মধ্যে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের ৬৪ যেলার মাত্র একটি (মুন্সিগঞ্জ) ব্যতীত বাকী ৬৩ যেলায় একযোগে চালানো হ'ল সর্বকালের বর্বরোচিত বোমা হামলা। মাত্র দেড় ঘন্টার ব্যবধানে বিস্ফোরিত হ'ল সর্বমোট ৫২৪টি বোমা। প্রকম্পিত হ'ল গোটা দেশ, আতঙ্কিত হ'ল দেশের আপামর জনসাধারণ। অবিস্ফোরিত অবস্থায় পাওয়া গেল আরও ৫৫টি। নিহত হ'ল ২ জন, আহত হ'ল দুই শতাধিক। হামলার টার্গেট ছিল মূলতঃ আদালতপাড়া, যেলা প্রশাসকের দফতর, অন্যান্য সরকারী অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কারা এই হামলা চালিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হ'লেও নিষিদ্ধ ঘোষিত 'জামাআতুল মুজাহেদীনে'র ইসলামী আইন ও শাসন বাস্তবায়নের আহ্বান সম্বলিত বাংলা ও আরবী লিফলেট প্রতিটি বোমার সাথেই রাখা ছিল।

পৃথিবীর এযাবতকালের বোমাবাজির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে একযোগে সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো কাদের পক্ষে সম্ভব? ভুঁইফোড় কোন সংগঠনই এর জন্য দায়ী, নাকি এর পিছনে রয়েছে বিদেশী কোন বৃহৎ শক্তি? এদের টার্গেট কি? দেশে কর্মরত বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর প্রায় আড়াই লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ পুলিশ বাহিনী ও দেশের ১৪ কোটি মানুষের চোখকে ফাকি দিয়ে কি করে এতবড় একটি নাশকতামূলক কাণ্ড ঘটানো সম্ভব হ'ল? এ রকম হাযারো প্রশ্ন এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত দেশবাসীর মনে। বোমা বিস্ফোরণের পরপরই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। সরকারী দল বিরোধী দলকে এবং বিরোধী দল সরকারী দলকে দায়ী করে। কিন্তু আগবাড়িয়ে আমাদের বন্ধুপ্রতিম (?) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাই কমিশনার সহ সেদেশের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের তাৎক্ষণিক বক্তব্য পর্যবেক্ষক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। বোমা হামলার পর ভারতীয় হাই কমিশনার বীণা সিক্রি মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশে বোমা হামলার ঘটনা তারাই ঘটিয়েছে, যারা ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়'। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, 'বাংলাদেশে মৌলবাদীরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে সরকারে, সেনাবাহিনীতে। সেখানে ইসলামিক ফাণ্ডামেন্টালিজম একটা জটিল জায়গায় চলে গেছে। বাংলাদেশ এখনো মিলিটারী থ্রেট না হ'লেও এখন একটা থ্রেট'। সিপিআই সদস্য গুরুদাস গুপ্ত বলেন, 'বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গীদের উত্থান ভারতের জন্য উদ্বেগজনক'। এতদ্ব্যতীত ভারতের টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলা হয়, 'ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীদের উত্থান নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য দাতা সংস্থাগুলোকে চাপ প্রয়োগের উপদেশ দিয়েছে'।

১৯৪৭ সালে যারা 'অখণ্ড ভারত' ফিরে পাবার আসায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের শর্তে পার্টিশন মেনে নিয়েছিল, যারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দানের নামে সাতদফা অসম চুক্তি স্বাক্ষরে প্রবাসী সরকারকে বাধ্য করেছিল, যারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গঙ্গা সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে খরা মৌসুমে শুকিয়ে এবং বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারছে তাদের মুখে উপরোক্ত বক্তব্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু এতকিছুর পরও যখন বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতিকে নস্যাৎ করা সম্ভব হয়নি তখন নতুন পন্থা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের হস্তক্ষেপ আশায় কোন গ্রুপকে যে কাজে লাগানো হচ্ছে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? যার কিছু আলামতও ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের বসিরহাটে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাতক্ষীরায় গ্রেফতারকৃত জনৈক জেএমবি সদস্য স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে, বিস্ফোরিত বোমাগুলো তৈরীর সব উপকরণ ভারত থেকে আনা হয়েছে। এছাড়া ধৃত অন্যান্যদের স্বীকারোক্তি থেকেও জানা যায় যে, ভারত থেকে বোমা তৈরীর সরঞ্জাম আসে সাতক্ষীরা ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে। বোমার সাথে সরবরাহকৃত লিফলেটও পশ্চিমবঙ্গের কোন অত্যাধুনিক প্রেসে প্রিন্ট করা বলে জানা গেছে। কথিত জেএমবি নেতা আব্দুর রহমান বছর দুয়েক আগে ভারত গমন করেন এবং সেখানে এক বছর অবস্থান করেন বলেও পত্রিকান্তরে খবর বেরিয়েছে। অতএব এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, দেশী ও বিদেশী একটি বৃহৎ শক্তি এই নাশকতার সাথে জড়িত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ইসলাম ও এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করার জন্য এরা উঠেপড়ে লেগেছে। ইসলাম ও জিহাদকে ব্যবহার করছে সাইনবোর্ড হিসাবে। মূলতঃ এরা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু। কেননা চোরাগুপ্তা হামলা বা বোমাবাজির মাধ্যমে দেশে ত্রাস সৃষ্টি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা কোন প্রকৃত মুসলমানের কাজ নয়। এরা নিঃসন্দেহে ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশীয় দোসর। এরা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর শস্য-শ্যামল ছায়াঘেরা নদীমাতৃক এই অনিন্দ্য সুন্দর ভূখণ্ডে তাদের বিদেশী প্রভুদের আগমনের পথ সুগম করতে চায়। অতএব দেশবাসী সাবধান!

১৭ আগষ্ট বোমা হামলার পর সরকার অনেকটা সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছে- সেকারণ সরকারকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও ঢালাওভাবে আলেম-ওলামাদের গ্রেফতার, বিশেষ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি সরকারের সে ভূমিকাকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সারা দেশের আহলেহাদীছদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকে আতঙ্কে বাড়ীঘর ছেড়েছেন। আহলেহাদীছ মনীষীদের রচিত বই-পুস্তক পেলে তাকে জঙ্গী বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। আমাদেরকে আরও ভাবিয়ে তুলেছে একশ্রেণীর পেশাদার পত্র-পত্রিকার গোয়েবলসীয় প্রচারণা। আহলেহাদীছ জামা'আতকে টার্গেট করে মনে হয় এরা পরিকল্পিতভাবে কলম ধরেছে। শত ব্রিফিং এবং তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনেও এদের মস্তিষ্ক পরিষ্কার করা যায় না। আমরা অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে আবারো বলছি যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নিষিদ্ধ ঘোষিত 'জামাআতুল মুজাহেদীন' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' সহ যেকোন চরমপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের ঘোর বিরোধী। এদের সাথে কোন কালেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সম্পর্ক ছিল না, বর্তমানেও নেই। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকার প্রচারণা স্রেফ মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। বিগত ২০০০ সাল থেকেই আমরা এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করে আসছি এবং এদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছি। সেকারণ ক্ষিপ্ত জঙ্গীরা ও সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত চিহ্নিত শত্রুরা একাকার হয়ে পরিকল্পিতভাবে তথাকথিত 'স্বীকারোক্তি'র মিথ্যা নাটক সাজিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**কে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। আর সরকার মিথ্যা প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে অন্যায়ভাবে তাঁকে সহ কেন্দ্রীয় সংগঠনের চারজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ সাত মাস যাবত কারাঅন্তরীন রেখে জঘন্য হয়রানি ও চরম নির্যাতন করে চলেছে। অপরদিকে প্রকৃত অপরাধীরা থেকে গেছে ধরাছোয়ার বাইরে। এক্ষণে ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার পর যখন সঠিক তথ্য উদঘাটন হ'তে শুরু করেছে তখন দেশের বিভিন্ন যেলা শহরে ঐ চিহ্নিত শত্রুরাই আমীরে জামা'আতকে জড়িয়ে পরিকল্পিতভাবে বেনামে লিফলেট বিতরণ করছে, যেন তাঁর মুক্তি আরো বিলম্বিত হয় এবং সরকারকে বিব্রত করে পুরো আহলেহাদীছ জামা'আতকে কালিমালিপ্ত করা যায়। সরকার সেদিন সঠিক পদক্ষেপ নিলে আজকে দেশবাসীকে এত বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হ'ত না, ক্ষুণ্ন হ'ত না আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি। অতএব আর ভুল পথে নয়, সঠিক পথে অগ্রসর হ'লেই মুক্তি পাবে এই দেশ, স্বস্তি পাবে জাতি, ফিরে আসবে শান্তি। নিরপরাধ আলেমদের অযথা হয়রানি ও নির্যাতন নয়, তাদের মুক্তি দিয়ে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির বিধান হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

বর্ষশেষের নিবেদনঃ চলতি সংখ্যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ শেষ করল। ফালিল্লা-হিল হামদ্। এই সুযোগে আমরা আমাদের দেশী-বিদেশী গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা সহ সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

প্রবন্ধ

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

৩য় ঘটনা ঃ সূরা 'আল-ফাত্হ' এর বিষয় বস্তুঃ

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হুদায়বিয়া থেকে মদীনা ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সূরা আল-ফাত্হ নাযিল হয়। এর আগে মক্কার মুশরিকরা তাঁর মসজিদুল হারামে যাওয়ার পথ রোধ করেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওমরাহ পালন করা। কিন্তু মুশরিকদের বাধার মুখে তা স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। শর্ত করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর ওমরাহ করতে আসবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল ছাহাবীর অমত ও অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের কথা মেনে নিয়েছিলেন। অসন্তুষ্ট ছাহাবীদের একজন ছিলেন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বেশ লম্বা। সংক্ষেপে আমাদের আলোচ্য অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু তুলে ধরা হ'লঃ

ছহীহ বুখারীতে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) সন্ধির জন্য তাঁর লেখককে ডাকলেন এবং তাকে বললেন লেখ, 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম'। তখন (অপরপক্ষের সন্ধি প্রস্তুতকারী) সুহাইল বলল, আল্লাহ্র শপথ 'রহমান' শব্দ কী তা আমি জানি না। তুমি বরং আগে যেমন লিখতে তেমনিভাবে 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' লেখ। তখন মুসলিম লেখক বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' ছাড়া লিখব না। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মাই' লেখ। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, লেখ 'এতদশর্তে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ সন্ধি করছেন'। এ কথা শোনা মাত্রই সুহাইল বলে উঠল, 'আমরা যদি তোমাকে আল্লাহ্র রাসূলই জানতাম তাহ'লে ওমরাহ করতে বাধা দেব কেন? আর যুদ্ধই বা করব কেন? তুমি বরং লেখ, 'আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ'। এতে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা মনে করছ। ঠিক আছে- 'আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ'ই লেখা হোক'। *(বুখারী হা/২৭৩১ ও ২৭৩২)*।

সন্ধির শর্তাবলীতে আরও ছিল আগামী বছর আসলে আমরা মক্কা হ'তে বের হয়ে যাব, তারপর তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবী (মক্কা থেকে) অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে তাঁর নিকট গমন করলে তিনি তাঁকে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে যারা আছেন তাঁদের কেউ মক্কায় কুরাইশদের আশ্রয়ে এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। *(আহমাদ ৪/৩৩০; ইবনু কাছীর ৪/১৯৬)*।

এ ছিল সন্ধির কিছু অংশ। এ কারণেই ওমর (রাঃ)-এর কানে যখন রাসূলের সন্ধি স্থাপনের দৃঢ় সংকল্পের কথা পৌছল, তখন তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং রাসূলের নিকট কৈফিয়ত তলবের সুরে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি মুসলিম নই? ওরা কি মুশরিক নয়? তিনি বললেন, 'অবশ্যই'। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন অপমান মেনে নেব? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আমি কখনই তাঁর আদেশের বিরোধিতা করব না আর তিনিও আমাকে শেষ করে দিবেন না *(আহমাদ ৪/৩৩০; ইবনু কাছির ৪/১৯৬)*।

এই সন্ধিকে ওমর (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে অপমানজনক বলে গণ্য করেছিলেন এবং প্রথম দৃষ্টিতে কিছু শর্ত মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। অথচ সেই সন্ধিকেই আল্লাহ তা'আলা তার সকল শর্ত সহই 'স্পষ্ট বিজয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, তোমরা তো মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে গণ্য করে থাক, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় গণ্য করে থাকি। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, তোমরা তো মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে মনে কর। অবশ্য সেটিও একটি বিজয়, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়াতে সংঘটিত বাই'আতুর রিযওয়ানকেই বিজয় মনে করি। *(বুখারী হা/৩৮৩৮)*।

মুসনাদে আহমাদে আছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

نَزَلَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ سُوْرَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا-

'আজ রাতে আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়াস্থ সমস্ত কিছুর তুলনায় প্রিয়তর' তাহ'ল 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি' *(ফাতহ ১; ইবনু কাছীর ৪/১৮২)*।

আহমাদের আরেক বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে নাযিল হয়ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

'আল্লাহ আপনার জীবনের পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করার জন্য (আপনাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছেন)' *(ফাত্হ ২)*। নবী করীম (ছাঃ) তখন বলেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট ধরাপৃষ্ঠের সমুদয় জিনিস থেকেও প্রিয়। তারপর তিনি সূরাটি পড়ে শুনান *(আহমাদ, ইবনু কাছীর ৪/১৮২)*।

আমরা এ ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার কাফির কুরাইশদের মতে মত

দিয়েছিলেন। যেমন-

১. 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম'-এর স্থলে 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' লেখায়।
২. 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর স্থলে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লেখায়।
৩. পরবর্তী বছর পর্যন্ত মক্কায় প্রবেশ পিছিয়ে দেওয়া।
৪. মুশরিকদের কেউ তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে তাদের নিকট ফেরত পাঠানোর শর্তে। যদিও মুসলমানদের কেউ মুশরিক হয়ে মক্কায় এলে তারা তাকে ফেরত দেবে না। বরং ছাহাবীদের কেউ কেউ যখন সন্ধির কিছু শর্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেছিলেন, 'তারা আমার নিকট যে কাজের কথাই বলবে তাতে যদি আল্লাহ্র মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরা হয় তবে আমি তা-ই মঞ্জুর করব'। *(বুখারী হা/২৭৩১, ২৭৩২)।*

মুশরিকদের দেয়া যে সব শর্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেনে নিয়েছিলেন আমরা যদি তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করি তাহ'লে দেখতে পাব, এগুলি না ইসলামের আক্বীদার সাথে জড়িত, না তার বুনিয়াদী নীতির সাথে জড়িত। এই ঘটনা এবং সূরা কাফিরূন ও সূরা আন'আমে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই সন্ধিতে না বাতিলের স্বীকৃতি আছে, না তাকে সম্মতি দেয়া হয়েছে। আর তা হবেই বা কী করে- যেখানে আল্লাহ ইহাকে স্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। সন্ধির চারটি দাবীকে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' লেখায় শারঈ কোন বাধা নেই। কেননা কোন মুসলিম যদি 'রহমান' ও 'রহীম' নাম দু'টি ব্যাখ্যাসূত্রে 'বিসমিকা আল্লা-হুম্মা' না পড়ে তাহ'লে সে পাপী হবে না।

আর 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' নিয়ে কথা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো প্রকৃতই আব্দুল্লাহ্র পুত্র ছিলেন। তাই তিনি একথা মেনে নিয়েছিলেন। সেই সাথে মানব স্মৃতিতে কোন বৈরি সন্দেহের অবকাশ যাতে না জন্মাতে পারে সেজন্য তিনি বলে দিয়েছিলেন- 'আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা বলছ। এভাবে কথার গোল দূর হয়ে যাওয়ায় বিষয়টির বৈধতা নিয়ে সমস্যা থাকছে না।

এছাড়া তাদের এ বছরে ফিরে গিয়ে পরবর্তী বছরে আগমনের কথা সুযোগ-সুবিধার সাথে জড়িত একটি বিষয়। সুবিধা অনুপাতে এ ধরনের শর্ত গ্রহণযোগ্য। ঐ বছর ওমরাহ না করে পরবর্তী বছর ওমরাহ করার কথা মেনে নেয়ায় নির্বিঘ্নে সন্ধিটা হ'তে পেরেছিল। এদিকে ওমরাহ করতে না পারায় ছাহাবীগণ ছিলেন আবেগতাড়িত ও ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধ আবেগে সাড়া না দেয়ায় ভালই হয়েছে। তাদের আবেগে সাড়া দিয়ে এবছরেই যেকোন মূল্যে ওমরাহ করতে হবে মর্মে মেনে নিলে বরং ক্ষতিই হ'ত। আর আবেগতাড়িত মুহূর্তে সে ক্ষতি অনুমান করা সম্ভব হয় না।

মুসলিম হয়ে আগমনকারীকে মুশরিকদের নিকট হস্তান্তরের ভেতরে তাদেরই মুছীবত রয়েছে। যেমন আবু জান্দাল (রাঃ)-এর বেলায় হয়েছিল। খোদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আবু জান্দাল! ধৈর্য ধর এবং পুণ্য লাভের নিয়ত কর। আল্লাহ তোমাকে ও তোমার সাথে জড়িত অসহায়দের মুক্তির একটা সুরাহা অবশ্যই করে দিবেন *(আহমাদ ৪/৩২৫; ইবনু কাছীর ৪/১৯৭)।*

আবু বছিরকেও আল্লাহ তা'আলা উপায় করে দিয়েছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মুসলমান হয়ে মদীনায় এলে কাফেররা তাকে সন্ধি মোতাবেক ফিরিয়ে নিতে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন দুঃখ করে বলেছিলেন,

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرِ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ-

'যে জাতি যুদ্ধ উস্কে দেয় তার জন্য বড়ই পরিতাপ! হায়, তার (আবু বছিরের) সাথে যদি কেউ হ'ত' *(আবুদাঊদ হা/২৭৬৫)।* কিন্তু এই দু'জনকে ফেরৎ দানের মধ্যমেই মুসলমানদের বিরাট বিজয়ের সূচনা হয়েছিল।*

উপরোক্ত ঘটনাগুলি ও তৎসংক্রান্ত কুরআনের মীমাংসা আলোচনার পর আমাদের শিরোনাম **'বিজয়ের প্রত্যাশায় ছাড় প্রদান'** -এর একটু জরীপ করে দেখা যাক।

'ছাড় দেয়া' কথাটির অর্থ গ্রহণে অনেক দাঈ ও ইসলামী দল তালগোল পাকিয়ে ফেলে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব সুবিধামত ছাড় প্রদান করেন এবং তার সপক্ষে দলীল দেন। সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করেন না। আমরা এক্ষেত্রে চরম ও নরম মধ্যম অবস্থানে থাকতে চাই। আমরা আগেও বলেছি যে, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সার্বিক দিক-নির্দেশক মৌলিক অধ্যয়ন। ছাড় দেয়া সংক্রান্ত বিষয়টি এমনভাবে অধ্যয়ন করতে হবে যাতে তার মাঝে সব রকম দলীল জমা হয় এবং এ সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও তাদের গতি-প্রকৃতি, হাল-অবস্থা তুলে ধরা হয়। এভাবে অগ্রসর হ'লে বিষয়টির মীমাংসা ও জটখোলায় সহযোগিতা মিলবে।

ছাড় প্রদানের বিষয়ে পূর্বে যা আলোচিত হয়েছে তাতে আমার সামনে মূলতঃ দু'টি দিক প্রতিভাত হয়েছে।

এক ঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করতে কোন ছাড় প্রদানের অবকাশ নেই। যথাঃ (১) ইসলামের মৌলিক আক্বীদা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে (২) যে সকল বিষয় ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি বলে স্বীকৃত তার যেকোন বিষয়ে (৩) কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবীদের ইজমা দ্বারা অকাট্যভাবে নির্ণীত ইসলামের আইন ও বিধি-বিধানের যে কোনটিতে।

** [আবু বছির (রাঃ) ফেরৎ যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গী দু'জন থেকে কৌশল করে মুক্তি লাভ করেন এবং লোহিত সাগর তীরবর্তী 'ঈছ' নামক স্থানে ডেরা স্থাপন করেন। এ সংবাদ পেয়ে মক্কার নির্যাতিত মুসলমানরা ঈছে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে মুসলমানদের একটি বড়-সড় জমায়েত হয়ে গেলে তাঁরা সুযোগ পেলেই ঐ পথে আগত কুরাইশ কাফেলা আক্রমণ শুরু করে। এতে কুরাইশরা যারপর নাই বিচলিত হয়ে ওঠে। তাদের জনবল, অর্থবল ক্ষয় হ'তে দেখে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সন্ধি থেকে মুসলমানদের ফেরৎ দানের শর্ত প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে আবু বছির (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণ মদীনায় ফিরে আসার সুযোগ পান (সীরাত গ্রন্থ সমূহ দ্রঃ) -অনুবাদক]*

দুই ঃ শরী'আতের সামষ্টিক ও সাধারণ বিধির আলোকে সমঝোতা করা বা ছাড় প্রদানের অবকাশ রয়েছে। যথাঃ (১) ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে যে সব সমস্যা সমাধানযোগ্য সে ক্ষেত্রে (২) ইসলাম প্রচারের কৌশল, মাধ্যম ও পর্যায়ের ক্ষেত্রে (৩) শারঈ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, শরী'আতের সামষ্টিক ও সাধারণ বিধির মধ্যে তিনটি দিক রয়েছেঃ (ক) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ।'বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ এবং কল্যাণ আনয়ন'। সুতরাং তা যদি না আসে তাহ'লে আপোষরফা অর্থহীন।

(খ) سَدُّ الذَّرَائِعِ 'অপরাধের দ্বার ও ফাঁক-ফোকর বন্ধ করা'। দেখতে হবে যে, প্রতিপক্ষকে ছাড় দিলে অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি বন্ধ হবে না বাড়বে। যদি বন্ধ হয় তাহ'লে ছাড় দিয়ে আপোষ করা যাবে।

(গ) اَلْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ وَالْاِسْتِحْسَانُ وَغَيْرُهَا। 'মাছালিহি মুরসালা' ও 'ইস্তিহ্সান' অর্থাৎ 'অন্তর্নিহিত কল্যাণের আলোকে সিদ্ধান্ত'সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ নীতিমালা। এধরনের বিধি-বিধান মেনে ছাড় প্রদান ও সমঝোতার ঝুঁকি কেবল তাঁরাই নিতে পারেন, যাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত, অভিজ্ঞ। যাঁদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে। পরিশেষে বলব, আমাদের সমস্ত কামনা ও আগ্রহ আল্লাহ্র দ্বীনকে ঘিরে। আমাদের লক্ষ্য হবে অন্যান্য দ্বীন বা জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার উপর আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। এজন্য কোনক্রমেই শারঈ কর্মনীতির বাইরে আমাদের যাওয়া চলবে না। কেননা লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে অবৈধ পন্থা কখনই বৈধ হয়ে যায় না।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারীঃ

(১) দাওয়াত দাতা যখন সাহায্যের স্বরূপ বুঝতে পারবেন, তখন দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দেওয়া, অন্যায়, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি উৎখাতে জোর তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে এবং মানুষকে সৎ পথে আনার অবিরাম চেষ্টায় কোনরূপ শিথিলতা দেখানো তার জন্য মোটেও ঠিক হবে না। কেননা শয়তানের কাজই হ'ল মানুষকে খোঁচান। সে তাকে বুঝায়- দেখ, তোমার কাজ তো প্রচার করা। ফলাফল তো আর তোমার হাতে নয়। সেটা তো আল্লাহ্র হাতে। তাহ'লে ওদের পথে না আসার জন্য তুমি কেন এত চিন্তা করছ? যে জিনিস তোমার আয়ত্তে নেই তার জন্য ক্লেশ ভোগ কর কেন? দু'একবার যা প্রচার করেছ তা-ই যথেষ্ট, আর দরকার নেই।

আবার সে এই বলেও কুমন্ত্রণা দেয় যে, এই লোকগুলির মধ্যে ভাল কিছু নেই। তুমি তাদের দু'তিনবার দাওয়াত দিয়েছই তো। এতেই যথেষ্ট হয়েছে। তাতে যদি ওরা পথে না আসে তাহ'লে তুমি তো নিরুপায়। সব সময় জোঁকের মত ওদের পেছনে লেগে থাকা কী দরকার। তাতে তোমার কেবল শক্তি ক্ষয় হবে। এসব না করে বরং অন্য কিছুতে মন দাও। তাতে তোমারও ভাল হবে, আবার সময়টাও কাজে লাগবে। এরপর থেকে দাওয়াত দাতা একটু একটু করে পিছু হটতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেয়। সে লোক সংশ্রব ত্যাগ করে এবং তাদের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামানো বাদ দেয়। একজন দাওয়াত দাতার এহেন অবস্থায় উপনীত হওয়া মোটেও কাম্য নয়।

সাহায্য ও বিজয়ের প্রকৃত অর্থ অনুভব করতে পারলে তার বরং আরও মনোবল বেড়ে যাবে। সে নিজের লক্ষ্য অর্জনে সব্যসাচীর ন্যায় তৎপরতা চালাবে। তাতে হয় দ্বীনের স্পষ্ট বিজয় অর্জিত হবে, নয় খোদ দাওয়াতদাতা বিজয়ী হবে। দাওয়াত দাতা বেদনার্ত ও আনন্দিত অবশ্যই হবে। কিন্তু এ বেদনা ও আনন্দকে অবশ্যই ইতিবাচক ও কার্যকরী হ'তে হবে। তার বেদনা যেন তাকে হতাশ না করে, বরং স্বীয় সম্প্রদায়কে দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে, জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করতে এবং মানুষকে আল্লাহ্র গোলাম বানাতে সদা তৎপর ও আগ্রহী করে তোলে।

(২) প্রত্যেক দাওয়াত দাতাকে নিজের জন্য একটি কর্মনীতি অবশ্যই এঁকে নিতে হবে। সে ঐ কর্মনীতি মেনে চলবে এবং কিছু লক্ষ্য স্থির করে তা বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ জন্য আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে সাহায্য নেবে। যে সমাজে সে বাস করে তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে এবং যে যুগে তার আগমন সেই যুগের বাস্তবতার প্রতি খেয়াল রেখে সে লক্ষ্য স্থির করবে।

কোন কোন দাওয়াত দাতাকে দেখা যায়, কিছুকাল দাওয়াতী কাজ পরিচালনার পর লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হ'ল তা পিছনে ফিরে দেখে। তারপর যখন দেখে আংশিক বা যৎসামান্য লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যের বিশাল অংশ পড়ে রয়েছে তখন তার মনে হয়, তার কর্মনীতি ব্যর্থ হয়েছে, মিশন সফল হচ্ছে না এবং সে দাওয়াতী কাজে লাভবান হ'তে পারেনি বরং লোকসানের বোঝা উঠিয়েছে। তারপর সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দাওয়াতী কাজ বন্ধ করে দেয়।

এটি একটি ভয়াবহ পদক্ষেপ। যেখানে কোন কোন নবীর হাতে একজন লোকও হেদায়াতের পথে আসেনি, তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের দাওয়াতী কাজের সফলতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি এবং থেমেও থাকেননি, সেখানে যে ব্যক্তি কোন নবী না হওয়ার পরও তার লক্ষ্য কিছুটা অর্জিত হয়েছে সে কেন সংশয়ের ঘোরে পতিত হবে? দু'একজন লোকের হেদায়াত লাভই কি কম? লক্ষ্য করুন আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কী বলেছিলেন,

فَوَ اللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ-

'আল্লাহ্র শপথ! তোমার চেষ্টায় আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করলে তা হবে তোমার জন্য অনেক লাল

উট থেকেও শ্রেষ্ঠ' *(বুখারী হা/২৯৪২; মুসলিম হা/২৪০৬)*।

এ হাদীছ মাত্র একজন লোকের হেদায়াত লাভও প্রচারকের জন্য মহাবিজয় নির্দেশ করে।

(৩) বিজয়ের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, নিজের মনের উপর বিজয়। আসলে দাওয়াত দাতা নিজের মন ও প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করার আগ পর্যন্ত অন্য কোন বিজয় অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ-

'তোমাদের উপর যখন এমন বিপদ চেপে বসল, যার দ্বিগুণ বিপদ ইতিপূর্বে তোমাদের উপর চেপেছে তখন তোমরা বললে, বিপদ কোথা থেকে এলো? আপনি বলুন, 'এ তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে এসেছে' *(আলে ইমরান ১৬৫)*। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির চলমান অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থার নিজে পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*।

এ জাতীয় আয়াত পবিত্র কুরআনে আরও আছে। এতদপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যখন সাহায্য ও বিজয় বিলম্বিত হবে তখন আমরা তার কারণ অনুসন্ধান করব প্রথমে নিজেদের মধ্যে, তারপর অন্যত্র। কেননা বিপদ বুঝেই সাবধানতা। বিপদ যদি নিজেরা ঘটাই তাহ'লে সেটা বন্ধ না করে অন্যদের পক্ষ থেকে আগত বিপদের মোকাবেলা করা কখনো সম্ভব নয়।

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দাওয়াত দাতার বিজয় ও আল্লাহ্র সাহায্য লাভের স্বরূপ নিম্নের কয়েকটি দফার সাথে যুক্ত।

(১) সকল বিষয় থেকে বিমুক্ত হয়ে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা এবং খাঁটি মনে তার কাজ করাঃ

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ-

'আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ্র জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নেই। এ কথা বলতেই আমি আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী' *(আন'আম ১৬২-১৬৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ-

'তাদেরকে (আহলে কিতাব, কাফির, মুশরিক ইত্যাকার সকল শ্রেণীর মানুষকে) কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে। আর সেটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়িনাহ ৫)*।

তাই যে আমল আল্লাহ্র জন্য খাঁটিভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালিত হয় না, তা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রাহ্য হওয়ারই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত।

(২) সদা সর্বদা নিখুঁত কর্মনীতি অবলম্বন করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন তদনুযায়ী গৃহীত কর্মনীতিই হ'ল নিখুঁত কর্মনীতি। এটাই হ'ল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কর্মনীতি, সাহায্যপ্রাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের কর্মনীতি। যাদেরকে কোন অপমান বা কোনরূপ বিরোধিতা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তারা সত্যের নির্ভীক সৈনিক হিসাবেই থেকে যাবে যতদিন না আল্লাহ্র আদেশ তথা ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ-

'এই আমার পথ, যা সরল-সোজা। সুতরাং তোমরা কেবল উহারই অনুসরণ কর। অন্য সব পথের অনুসরণ করো না। নচেৎ এরা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে' *(আন'আম ১৫৩)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ-

'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল মিল্লাত বা আদর্শের উপর রেখে যাচ্ছি, যার জন্য রাত-দিন উভয়ই সমান। আমার মৃত্যুর পর এই মিল্লাত থেকে যে দূরে সরে যাবে কেবল সেই ধ্বংসে নিপতিত'।

(৩) প্রচারক যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবেন উক্ত বিষয় নিজে পূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরা ও আমরণ তার উপর অবিচল থাকাঃ

আল্লাহ বলেন, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ-

'সুতরাং আপনার নিকট যে অহি বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথে আছেন' *(যুখরুফ ৪৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى-

'যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে সে এক মযবুত রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে' *(লোকমান ২২)*।

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ-

'তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে আর নিজেদের বেলায় ভুলে থাকবে! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তোমরা কি কিছুই বুঝ না? তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই বিনয়ীগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট উহা বড়ই কঠিন' *(বাক্বারাহ ৪৪, ৪৫)*।

সুতরাং কর্ম পদ্ধতির উপর অটল থাকা সাহায্য লাভের শক্তিশালী উপকরণ ও চিহ্ন। বরং দেখা যায়, বাতিলপন্থী কোন ব্যক্তি যখন তার বাতিল মতের উপর অনড় থাকে তখন প্রায়শঃ সে জয়লাভ করে। অথচ তার লক্ষ্য কেবল এই পৃথিবীতেই অর্জিত হয়। তাহ'লে যে সত্য পথের উপর আছে সে কেন বিজয়ী হবে না?

(৪) সত্যকে প্রকাশ্যে প্রচার করা, শিথিলতা না করা, প্রতারণা না করা এবং সর্বদা অকুতোভয় থাকাঃ

আল্লাহ বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ-

'অনন্তর আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আমিই যথেষ্ট' *(হিজর ৯৪-৯৫)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ-

'আপনি বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কাফির থাকুক' *(কাহ্ফ ২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ-

'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন' *(মায়েদা ৬৭)*।

(৫) ধৈর্যধারণ, হতাশ না হওয়া এবং আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুত সাহায্য লাভের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখাঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ-

'আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা আগে স্থির হয়ে আছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী' *(ছফফাত ১৭১-১৭৩)*। অন্যত্র বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ-

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে ও মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব' *(মুমিন ৫১)*। আল্লাহ আরো বলেন,

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا-

'এমনকি যখন রাসূলগণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এমনি সময় তাঁদের নিকট আমাদের সাহায্য এসে পৌঁছল' *(ইউনুস ১১০)*।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَتَسْتَعْجِلْ لَهُمْ،

'সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন করে ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়চেতা রাসূলগণ এবং তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না' *(আহকাফ ৩৫)*।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَيَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَيُوْقِنُوْنَ-

'সুতরাং আপনি ধৈর্যধরুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা অবিশ্বাসী তারা যেন আপনাকে অস্থিরমতি না ভাবে' *(রূম ৬০)*। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর, অটল-স্থির থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে' *(আলে ইমরান ২০০)*।

উক্ত দফাগুলি যখন প্রচারকগণের মধ্যে এক সাথে বর্তমান থাকবে ইনশাআল্লাহ তখনই সাহায্য নিশ্চিত হবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি কখনই লংঘিত হ'তে পারে না। বরং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এই দফাগুলি বাস্তবে ফুটে উঠলে সেটাই হবে মহাবিজয়। তারপর যে সাহায্য আসবে তা হবে এই বিজয়েরই স্মারক বা চিহ্নবাহী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রচারক ও ইসলামী দলকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাহায্য ও বিজয়ের স্বরূপ বুঝার তাওফীক্ব দান করুন এবং তাঁর দ্বীনকে সর্বত্র বিজয়ী করুন- আমীন!!

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(শেষ কিস্তি)

চরমপন্থীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কারণঃ

ইসলামের সোনালি যুগ থেকে চরমপন্থীরা ইসলামের শাশ্বত বিধান ও মুসলমানদের যে মর্মান্তিক ক্ষতি সাধন করে আসছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সালাফী বিদ্বানগণ বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহ্‌র মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। এ জন্যই তারা ঐশী জ্ঞানের মূল চেতনা হ'তে ছিটকে পড়ে নিজেরা নতুন করে ভ্রান্ত দর্শনের জন্ম দিয়েছে। অসংখ্য বিদ'আতী আমল সৃষ্টি করে কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রকৃত রূপ বিকৃত করার দুঃসাহস তারাই সর্বপ্রথম দেখিয়েছে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পথভ্রষ্টও হয়েছে। এজন্য পূর্বসূরী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন, إن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء فى الأقوال والأفعال 'ঐ সমস্ত লোকেরাই পথভ্রষ্ট মূর্খ, কথা ও কর্মের ক্ষেত্রসমূহে চরম হতভাগ্য'।[১২০]

ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ)ও (৭০১-৭৭৪ হিঃ) তাদের দলীয় হিংস্রতা এবং ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ হওয়ার জন্য অজ্ঞতাকেই দায়ী করেছেন। অতঃপর তাদের ভালোর নামে পালন করে আসা কতিপয় শরী'আত বিরোধী অপকর্মের সমালোচনা করার পর বলেন,

يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضى رب الارض والسموات ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود... والله المسئول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات.

'তাদের মূর্খতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ কর্মকাণ্ড আসমান-যমীনের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে। অথচ তারা জানে না যে, এটা কাবীরা গোনাহ্ সমূহের মধ্যে বড় ধ্বংসাত্মক ও বড় মারাত্মক অন্যায়। বহিষ্কৃতি-বিতাড়িত ইবলীস শয়তান এ কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদেরকে সজ্জিত-উৎসাহিত করে। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন তাঁর মহাশক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা সেই কুমন্ত্রণা হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করেন। তিনিই প্রার্থনা মঞ্জুরকারী'।[১২১]

আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর বলেন,

ومن سوء الفهم فى الدين ما حصل للخوا رج الذين خرجوا على على رضى الله عنه وقاتلوه فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضى الله عنهم.

'তাদের পথভ্রষ্টের কারণ হ'ল- দ্বীন সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখা, যা খারেজীদের ধারণা থেকে অর্জিত হয়েছে। যারা আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করেছিল। তারা শারঈ দলীল সমূহকে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে বুঝত, যা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের বুঝের সম্পূর্ণ বিরোধী'।

দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ। মনুষ্য অন্তকরণ যখনই অহি-র বিধানের আলোক মুক্ত হয় তখনই মনোবৃত্তি তাকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে। তখন অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণাই হয় তার চলার একমাত্র পাথেয়। অনুরূপ চরমপন্থীরা তাদের মনস্কামনাকেই শরী'আত মনে করে কিংবা তাকে শারঈ বিধানের সঙ্গে মিশ্রিত করে মনমত নতুন বিধান প্রণয়ন করে এবং তাকেই জীবন চলার চূড়ান্ত পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে। ঐদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে আব্দুল মুহসিন বলেন,

ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم فى الدين ويزهدهم فى الرجوع إلى أهل العلم لئلايبصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا فى غيهم وضلالهم.

'শয়তানের অনন্ত কুমন্ত্রণাই এই সমস্ত চূড়ান্ত সীমালংঘনকারীদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি, ঔদ্ধত্যের চরমে আরোহণ এবং দ্বীন সম্পর্কে নোংরা ধারণার দিকে সজ্জিত করেছে। এছাড়া শয়তানের কুমন্ত্রণাই তাদেরকে বিজ্ঞ আলেমগণের দিকে প্রত্যাবর্তন থেকে বিমুখ করে, যেন আলেমগণ তাদেরকে স্বচ্ছ জ্ঞান ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে না পারে; তারা যেন তাদের ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির মধ্যেই থেকে যায়'।[১২২]

আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের মহা উৎস অহি-র বিধান অক্ষত থাকতে নিজস্ব খেয়াল-খুশী ও ইবলীসী প্রতারণার অনুসরণ করে কেউ কি কখনো মুক্তি পেতে পারে? স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ، 'আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কারণ তা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে' *(ছোয়াদ ২৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

১২০. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/২৯৬-৯৭ পৃঃ।*
১২১. *আলোচনা দ্রঃ আল-বিদায়াহ ৭/২৯৭ পৃঃ।*
১২২. *ঐ, পৃঃ ৫-৬।*

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ،

'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে হ'তে পারে? *(ক্বাছাছ ৫০)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ،

'যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকেও বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(মায়েদাহ ৭৭)*।

আল্লাহ তা'আলা শয়তানের অনুসরণের বিরুদ্ধেও চূড়ান্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ-

'তিনি বলেন, ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোমার দ্বারা এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব' *(ছোয়াদ ৮৪-৮৫)*।

দুর্ভাগ্য যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে মূর্খতার যেমন পরিব্যাপ্তি ঘটেছে তেমনি মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তিও চরমে উঠেছে। মহান স্রষ্টার জ্ঞানের উপর আজ সৃষ্টির জ্ঞান জয় লাভ করেছে। চরমপন্থীরা নিজেরা যেমন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও সেদিকে ধাবিত করছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদের মূর্খতা সম্পর্কে উম্মতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আমরা তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি!

চরমপন্থী আক্বীদার অনুসারীদের পরিচিতি ও উগ্রমূর্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎ হুঁশিয়ারীঃ

চরমপন্থী খারেজীরা যে ইসলাম ও মুসলমানদের জাতশত্রু সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারংবার সতর্ক করে দিয়েছেন। তাদের সম্পর্কে তিনি এত অধিকবার ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যাধিক্য মুতাওয়াত্বির পর্যায়ে পৌঁছেছে।[১২৩]

(১) আবুযার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِىْ أَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ أُمَّتِىْ قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ حَلَاقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَايَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ.

১২৩. *আল-বিদায়াহ ৭/৩০১ পৃঃ।*

'নিশ্চয়ই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে অথবা বলেছেন, অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট ফের্কা'।[১২৪]

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ... يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

'তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। তোমরা তাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে অতি তুচ্ছ মনে করবে, তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমন তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। .. তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম তাহ'লে 'আদ' সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করে সমূলে উৎখাত করে দিতাম'।[১২৫]

(৩) আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَأْتِىْ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২৪. *ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৬, ১/৩৪৩ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়, 'খারেজী চরমপন্থীরা সর্বনিকৃষ্ট' অনুচ্ছেদ।*

১২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫০৫৮ , ২/৭৫৬ পৃঃ, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় ও হা/৩৩৪৪ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৫৩ ও ২৪৪৮, ১/৩৪০-৪১, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১১ খণ্ড, হা/৫৬৪২ 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'মু'জিযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ،

'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে হ'তে পারে? *(ক্বাছাছ ৫০)*। তিনি আরো বলেন,

وَلاَ تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ،

'যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকেও বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না' *(মায়েদাহ ৭৭)*।

আল্লাহ তা'আলা শয়তানের অনুসরণের বিরুদ্ধেও চূড়ান্ত বাণী উল্লেখ করে বলেন,

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ-

'তিনি বলেন, ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোমার দ্বারা এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের দ্বারা আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব' *(ছোয়াদ ৮৪-৮৫)*।

দুর্ভাগ্য যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে মূর্খতার যেমন পরিব্যাপ্তি ঘটেছে তেমনি মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তিও চরমে উঠেছে। মহান স্রষ্টার জ্ঞানের উপর আজ সৃষ্টির জ্ঞান জয় লাভ করেছে। চরমপন্থীরা নিজেরা যেমন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও সেদিকে ধাবিত করছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাদের মূর্খতা সম্পর্কে উম্মতকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আমরা তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি!

চরমপন্থী আক্বীদার অনুসারীদের পরিচিতি ও উগ্রমূর্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎ হুঁশিয়ারীঃ

চরমপন্থী খারেজীরা যে ইসলাম ও মুসলমানদের জাতশত্রু সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারংবার সতর্ক করে দিয়েছেন। তাদের সম্পর্কে তিনি এত অধিকবার ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যাধিক্য মুতাওয়াত্বির পর্যায়ে পৌঁছেছে।[১২৩]

(১) আবুযার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ بَعْدِيْ مِنْ أُمَّتِيْ أَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ مِنْ أُمَّتِيْ قَوْمٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لاَيُجَاوِزُ حَلاَقِيْمَهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَيَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ.

১২৩. *আল-বিদায়াহ ৭/৩০১ পৃঃ।*

'নিশ্চয়ই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে অথবা বলেছেন, অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট ফের্কা'।[১২৪]

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ... يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدْعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

'তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। তোমরা তাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে অতি তুচ্ছ মনে করবে, তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমন তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। .. তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম তাহ'লে 'আদ' সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করে সমূলে উৎখাত করে দিতাম'।[১২৫]

(৩) আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَيُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১২৪. *ছহীহ মুসলিম হা/২৪৬৬, ১/৩৪৩ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়, 'খারেজী চরমপন্থীরা সর্বনিকৃষ্ট' অনুচ্ছেদ।*

১২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫০৫৮ , ২/৭৫৬ পৃঃ, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় ও হা/৩৩৪৪ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৫৩ ও ২৪৪৮, ১/৩৪০-৪১, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১১ খণ্ড, হা/৫৬৪২ 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'মু'জিযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

‘শেষ যামানায় একদল তরুণ বয়সী নির্বোধদের আবির্ভাব হবে, যারা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কারণ যে তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট অশেষ নেকী রয়েছে’।[১২৬]

ইসলাম বনাম জঙ্গীবাদঃ

আত্মবিশ্বাস, কর্মসাধন ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরস্পরের সাদৃশ্য ফুটে ওঠে। সে অনুযায়ী পূর্ব যুগের চরমপন্থী খারেজীদের সাথে আজকের কথিত জঙ্গীদের পুরোপুরি সাদৃশ্য বিদ্যমান। যদিও বর্তমানে ‘ইসলামী জঙ্গী’ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। প্রবন্ধের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, চরমপন্থীদের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তাই চরমপন্থী খারেজীদেরকে মুসলিম বিদ্বানগণ ইসলাম বহির্ভূত ফের্কা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য থাকায় আজকের জঙ্গীদেরকেও অনুরূপ আখ্যা দিলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ তারা যে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরই যেমন সেই বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনি শেষ যামানার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন তাও আজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারা দ্বীন কায়েমের ধুয়া তুলে জিহাদের নামে মিথ্যা প্রতারণা করে সেদিনের ন্যায় ইসলামকে যেমন কলুষিত করছে, তেমনি মুসলমানদেরকে এবং মুসলিম বিদ্বানদেরকে কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে হত্যা করছে, হুমকি দিচ্ছে। যদিও তাদের কোনই অপরাধ নেই। অপরাধ হ’ল- আলী (রাঃ)-এর ন্যায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা, ভুল সংশোধন করে দেয়া। পক্ষান্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু, কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, এমনকি ইসলামের মূলোৎপাটনকারী কোন বিধর্মী, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধেও তাদের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। এদের নিয়ে কোন মাথা ব্যথাও নেই। বর্তমান প্রেক্ষাপটই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাসূলের রেখে যাওয়া বাণীর সাথে কি চমৎকার মিল। তাই জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই উঠে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানও জঙ্গী হ’তে পারে না। সুতরাং ‘ইসলামী জঙ্গী’ বা ‘মুসলিম জঙ্গী’ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করাও নিঃসন্দেহে ইসলামকে কলঙ্কিত করার চক্রান্ত। কারণ যে জঙ্গী সে তো জঙ্গীই। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে এর কেমন করে যোগসূত্র থাকতে পারে?

জিহাদ বনাম জঙ্গী তৎপরতাঃ

জিহাদ হ’ল মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত চির শাশ্বত অভ্রান্ত বিধান। যা সকল মুসলমানের উপরই ফরয। এর অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আল্লাহ্‌র অহি বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিহত করে এলাহী বিধানকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার চেষ্টা-সাধনার নাম ‘জিহাদ’। জিহাদ ব্যাপক অর্থবোধক একটি আরবী পরিভাষা। কখনো বাকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা যায়। কখনো লেখনি শক্তি আবার কখনো ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির কঠোর প্রতিরোধের মাধ্যমে এই হুকুম পালনীয়। আবার কখনো দেশ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ’লে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে ইসলাম ও দেশের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জিহাদের মহান দায়িত্ব পালন করা। আর এটাই ক্বিতাল বা জিহাদের সর্বোচ্চ চূড়া বা স্তর। অবশ্য এ দায়িত্ব বিশেষ করে দেশের সরকারের। তবে দেশের সরকার প্রয়োজনে সমগ্র জনতার মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিহত করবে। জিহাদের উপরোক্ত স্তর সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূল অর্থনৈতিক শক্তিকেও জিহাদের অন্যতম মাধ্যম বলেছেন।[১২৭] জিহাদের এই ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে, কখনো মনোবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে এবং শাসকের নিকট হক্ব কথা বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে ইত্যাদি।[১২৮] মোটকথা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জিহাদের পদ্ধতিই মুসলমানদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পদ্ধতি।

পক্ষান্তরে জঙ্গী তৎপরতা হ’ল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। জিহাদের নামে বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ধুয়া তুলে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলাম ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর বিশ্ববিজয়ী মৌলিক আদর্শের উপর কালিমা লেপনের অতি সূক্ষ্ম চক্রান্ত। এ তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীতে কথিত জিহাদের নামে আকস্মাৎ বোমাবাজি করে মানুষের প্রাণ হরণ করা, ত্রাসের রাজ্য কায়েম করা, বুলেটের আঘাতে পাখির মত আদম হত্যা করা। এটি স্রেফ গোপনে মানুষ হত্যার নতুন কৌশল। ইসলাম বা ইসলামের কোন নবী এই শিক্ষা দেননি। অতএব জঙ্গী তৎপরতার সাথে জিহাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, বরং প্রশ্নই উঠে না। উল্লেখ্য, যে সমস্ত মুসলিম দেশে মুসলমানরা নিজেদের জান-মাল-সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রকৃত জিহাদই করছে তাদেরকেও আজ জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এটাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্ব সন্ত্রাসী চক্রের গভীর ষড়যন্ত্র। অথচ যারা দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ

---

১২৬. *বুখারী হা/৩৬১১, ১/৫১০ পৃঃ ও হা/৬৯৩০, ২/১০২৪ পৃঃ; মুসলিম হা/২৪৫৯, ১/৩৪২ পৃঃ।*

১২৭. *তওবাহ ৪১, ছফ ১১ প্রভৃতি; আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮২১, ‘জিহাদ’ অধ্যায়।*

১২৮. *আনকাবূত ৬; ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭২ ও ৬৪৯৪ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়; তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/১৬৭১ ‘জিহাদের ফযীলত’ অধ্যায়; তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭০৫।*

মুসলমানকে পাখির মত গুলী করে, বোমা মেরে হত্যা করছে, ঐ সমস্ত প্রকৃত সন্ত্রাসীদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, বলে আখ্যায়িত করা হয় না।

আজকের কথিত জঙ্গী তৎপরতা ঃ টার্গেট ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম ভূখণ্ড

ইসলামে যেহেতু জঙ্গীবাদ বা জঙ্গী তৎপরতার স্থান নেই সেহেতু অবশ্যই অন্য কোন ইসলাম বিধ্বংসী শক্তি ইসলামের নামে আড়ালে থেকে একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে। যেমন- ইসলাম ও তার মূল উত্তরসূরী ছাহাবায়ে কেরামকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদীদের চক্রান্তে সেদিন মুসলিম নামের চরমপন্থীদের আবির্ভাব হয়েছিল। মুসলিম ঐক্যে বিনষ্ট করা, দু'জন মহান খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবীদেরকেও তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আজকেও গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা হিসাবে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি কথিত জঙ্গীগোষ্ঠী তৈরী করেছে। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই, কারণ রাসূলের দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী মওজুদ রয়েছে। এজন্যই তারা সেই আগ্রাসী শক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমান ও মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ নাশকতামূলক সবকিছুই নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এই দোসররা বিশেষ করে যারা কুরআন-সুন্নাহর মূল রক্ষাকবচ বা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী তাদেরকেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

জানা আবশ্যক যে, বিশ্বের ঐ আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর মূল টার্গেট ইসলামের আসল রূহকে হরণ করা। অর্থাৎ ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও আমলকে নিশ্চিহ্ন করা। কারণ সর্ব শান্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মূল আদর্শ অবশিষ্ট থাকলে যেকোন আদর্শ ও শক্তি একদিন পরাজিত হ'তে বাধ্য। তাছাড়া ঐ আদর্শের নিকটে সবকিছুই যে পর্যদুস্ত, তা সোনালী যুগেই তুলনাহীনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই বিশ্ববিজয়ী সেই মৌলিক আদর্শকে উৎখাত করতে হ'লে যারা এর প্রতিপালনকারী সেই গুণসম্পন্ন 'আহলেহাদীছদের'কে সর্বাগ্রে ধরাশায়ী করতে হবে। যেমন- আলী (রা)-এর খেলাফত কালে খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া নামে বিভিন্ন দল ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত থেকে বের হয়ে গেলেও খারেজী চরমপন্থীদের টার্গেট ছিল কেবল আলী (রাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম। এছাড়া অভ্রান্ত সত্যের চির অজেয় কাফেলা হিসাবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অসম সাহসিকতার সাথে আহলেহাদীছরা যে আপোষহীন নেতৃত্ব দিয়েছিল সে সম্পর্কেও ঐ সন্ত্রাসী মোড়লরা পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। সেদিন তারা অন্যদেরকে কব্জা করতে পারলেও আহলেহাদীছদেরকে পারেনি। তাই তারা আজ সর্বাগ্রে আহলেহাদীছদেরকে দমন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বলা বাহুল্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। মুসলিম বিশ্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা আহলেহাদীছরাই নির্ভেজাল ইসলামের অনুসারী। তারা সেই অভ্রান্ত অহি-র বিধানকে সকল প্রকার বিদ'আতী আগ্রাসন ও যাবতীয় ভ্রান্ত দর্শনের নগ্ন আক্রমণ থেকে রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কুরআন-সুন্নাহর সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখতে তারা সারাক্ষণ অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- পৃথিবীর সকল হক্বপন্থী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের ন্যায় ইমাম আবুদাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন, لَوْلاَ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَنْدَرَسَ الْإِسْلاَمُ يَعْنِي أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ

'আহলেহাদীছ জামা'আত যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[১২৯] এখানে ইমাম আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ)-এর সেই চূড়ান্ত বাণী উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি। তিনি বলেন,

فَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُوْرَةَ حُرَّاسَ الدِّيْنِ .. وَكَمْ مِنْ مُلْحِدٍ يَرُوْمُ أَنْ يَخْلِطَ بِالشَّرِيْعَةِ مَالَيْسَ مِنْهَا وَاللهُ تَعَالَى يَذُبُّ بِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ عَنْهَا فَهُمُ الْحُفَّاظُ لِأَرْكَانِهَا وَالْقَوَّامُوْنَ بِأَمْرِهَا وَشَانِهَا.. أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'বিশ্বপ্রভু সাহায্যপ্রাপ্ত কাফেলাকে দ্বীনের পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন।.. যত দুষ্কৃতকারী শরী'আতে অনুপস্থিত এমন বিষয় যখনই তার সাথে মিশ্রিত করতে চেয়েছে তখনই আল্লাহ তা'আলা 'আহলেহাদীছদের' দ্বারাই তা প্রতিহত করেছেন। মূলতঃ তারাই শরী'আতের রুকন সমূহের সংরক্ষণকারী এবং তার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার তত্ত্বাবধানকারী। ..তারাই আল্লাহর সেনাবাহিনী। নিশ্চয়ই আল্লাহর সেনাদলই সফলকাম'।[১৩০]

ইহাই আহলেহাদীছদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তারা বিশ্ববিজয়ী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সেই মৌলিক আদর্শকে নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালায় এবং তাঁরই দাওয়াতী নীতির আলোকে তারা মানুষের আক্বীদা সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা এমপি-মন্ত্রী হওয়া তাদের লক্ষ্য নয়। তারা কেবল শাসকবর্গের সংশোধন চায়। রাষ্ট্রকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানায়। তারা শাসকের যেকোন শারঈ কাজের আনুগত্য করে এবং অন্যায় কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে।

উল্লেখ্য, 'আহলেহাদীছরা' কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হিসাবে সর্বমহলেই পরিচিত। তাদের আক্বীদা ও আমল এক

---

১২৯. *আবুবকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৯।*
১৩০. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫।*

হ'লেও এদেশে আহলেহাদীছদের কয়েকটি সংগঠন রয়েছে এবং অনেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন বস্তুবাদী ও ইসলামী দলের সাথেও জড়িত। কিন্তু সেখানেও তো কোনদিন ধর্মের নামে কোন জঙ্গী তৎপরতার স্থান ছিল না, এখনো নেই। আর একমাত্র নির্ভেজাল ও স্বচ্ছ দল হিসাবে তাদের উপর ইসলাম বহির্ভূত এই জঘন্য জঙ্গী তৎপরতার অভিযোগ তো প্রকৃতপক্ষেই অযৌক্তিক। এক্ষণে কেউ যদি কোন কারণে অপরাধী হয় তাহ'লে কি তার জন্য অন্যান্য সকল আহলেহাদীছ দোষী হ'তে পারে? অনুরূপ অপরিণামদর্শী কোন ঘাতক যদি শত্রুদের বশংবদ সেজে আহলেহাদীছদেরকে ধ্বংস করার জন্য আজকের তথাকথিত 'জামা'আতুল মুজাহেদীন'-এর নামে ইসলাম ও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, তাহ'লেও সমস্ত আহলেহাদীছ কখনো দোষী হ'তে পারে না। এরপরও কেউ বা কোন গোষ্ঠী যদি আহলেহাদীছদেরকে দায়ী করে তাহ'লে তাদের নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এখানে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব যুগের চরমপন্থী খারেজীরা মুসলমানদের অভ্যন্তরে থেকেই ইহুদীদের যোগসাজশে ওছমান (রাঃ)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। অতঃপর ছাহাবীদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীদেরকেও হত্যা করেছিল, কাফের, মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছিল, মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করেছিল। তাই বলে কি ছাহাবায়ে কেরামকে দোষী করা যাবে? না খলীফা হিসাবে ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর উপর দোষ চাপানো যাবে? কখনই না। আরো উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছরা যেমন ইসলামকে কখনো অপব্যবহার করতে জানে না, তেমনি দেশ বিরোধী কোনরূপ ষড়যন্ত্রের সাথেও মিতালী গড়তে জানে না। বরং এগুলির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করাই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার জাজ্বল্য প্রমাণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন।

দুর্ভাগ্য, আজকে সেই চরমপন্থী অভিযোগে ইহুদী, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির কোপানলে পড়েছে আহলেহাদীছরা ও তাদের নেতৃবৃন্দ। বিশেষ করে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নেতৃত্বে পরিচালিত **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও তার নেতা-কর্মীগণ। 'কাউকে ধ্বংস করতে চাইলে নিজের লোক দ্বারাই কর' এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে আহলেহাদীছ বংশোদ্ভূত অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল-উন্মাদ কিছু অল্প বয়সী তরুণদেরকে অর্থ দিয়ে আজ আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশী অপশক্তির এক এজেন্ট ছদ্মবেশী দীর্ঘদিন উক্ত সংগঠনে থেকে উচ্চ পদে আসীন হয় এবং সংগঠনকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করার পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করে। এই নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক-বেনিয়া ২০০১ সালের ২৩ জুন সংগঠনের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে উক্ত সংগঠন ও তার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শত্রুগোষ্ঠী একযোগে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে নেমে পড়ে। এরপরও যখন ডঃ গালিবের জঙ্গী বিরোধী ক্ষুরধার লেখনী, বক্তব্যের আঘাতে কথিত জঙ্গীরা ধরাশায়ী এবং বহিষ্কৃত প্রেতাত্মাদের গভীর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সংগঠন যখন আরো গতিশীল, তখন তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করে। মুসলিম দেশটিকে অস্থিতিশীল, অকার্যকর করার জন্য বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলাসহ নানা রক্তক্ষয়ী তৎপরতা চালায় এবং যেখানে যেই গ্রেফতার হয় সেখানেই তাদের নেতা হিসাবে ডঃ গালিবের নাম বলে। দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো নাটক কেবল মঞ্চস্থ করা শুরু করে।

অতঃপর হিংস্র পশুর মত এগিয়ে আসে একই সূত্রে গাঁথা ওঁত পেতে থাকা এদেশীয় ঠাণ্ডা মাথার দোসররা। যারা দেশের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক প্রচারণা চালায়। যারা যাবতীয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে এই ছোট্ট স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে অস্থিতিশীল ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আফগান-ইরাকের মত যারা এদেশটিকে কথিত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে হায়েনার মত সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশীয় এক শ্রেণীর চিহ্নিত সংবাদ মাধ্যম, যাদের কাজই হ'ল দেশ, জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে থাকা। অবশেষে গ্রেফতার হন তিনি সহ তাঁর সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় ৪ নেতা। সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মীদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। গোটা আহলেহাদীছ সমাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়। পাঁচ মাস নিম্ন-উচ্চ আদালতে যামিন না পেয়ে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর যখন সঠিক বিচারের মহান প্রত্যাশায় ৭/৮টি মামলা হাইকোর্টে শুনানি অব্যাহত, ঠিক সেই মুহূর্তেই ১৭ আগষ্ট একযোগে দেশব্যাপী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। কোন প্রকার তথ্য-তদন্ত ছাড়াই আবারো কালো শক্তির মদদ পুষ্ট ঐ কুখ্যাত সংবাদ মোড়লরা দোষ চাপায় আহলেহাদীছদের উপর। এবার তারা কাউকে নির্দিষ্ট না করে সরাসরি সকল আহলেহাদীছকেই দায়ী করে।

অথচ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, এদেশের অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী আপোষহীন ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও তাঁর সংগঠনই সর্বপ্রথম এই জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এদেরকে ইসলাম, দেশ ও স্বাধীনতা বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে। এছাড়া অসংখ্য বক্তব্য, লেখনি, প্রতিবাদ, বিবৃতি তো আছেই। অতঃপর সরাসরি ডঃ গালিব নিজেই ২০০৩ সালের জুলাই মাসে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে মাসিক 'আত-তাহরীকে' বিশাল প্রবন্ধ লিখেন, যা পরবর্তীতে ২০০৪ সালের মার্চে বই আকারে প্রকাশিত হয়। নবোদ্ভাবিত সন্ত্রাসী জোট তথাকথিত 'জামা'আতুল মুজাহেদীন' ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'-এর সাথে যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোনরূপ সম্পর্ক নেই, ঐ দু'দলের কুখ্যাত বশংবদ নেতাদের সাথে যে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তারা যে কোন দিনই উক্ত সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল না, তা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে অসংখ্যবার। তারা যে ইসলামের শত্রু, দেশের শত্রু এবং ইহুদী-খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির নীলনকশা বাস্তবায়নে

Contents

কাজ করছে তাও বলা হয়েছে হাযার বার। এজন্য সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে, লেখনি, বক্তব্য, বই-পুস্তক সবই উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু তথাকথিত ঐ চিহ্নিত সাংবাদিকরা রিপোর্ট করেছে সম্পূর্ণ উল্টা।

আজও তাদের সেই নোংরা কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। ইহুদী-খ্রীষ্টানী রসদ সমুদ্রের অতলগহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে এই গোষ্ঠী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। সঠিক জানা-বোঝা, যাচাই-বাছাই করা যেন তাদের নীতি বহির্ভূত। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যা আর কুৎসা রটিয়ে ব্যক্তি চরিত্র হননে খুবই পারঙ্গম। পত্রিকার পাতায় যখন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পাশে কুখ্যাত কোন কুচক্রীর ছবি আর নোংরা শিরোনাম দেখা যায়, তখনই তাদের যোগ্যতা ও সম্মানবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তখনই হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করা যায় সেই পবিত্র সাংবাদিকতা আজ কোথায় ছিটকে পড়েছে, কেনইবা ঐ চিহ্নিত পত্রিকাগুলিকে দেশপ্রেমিক মাত্রই নাকসিটকানী দেয়।

এছাড়া তথাকথিত কিছু ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বস্ব ত্যাগ করতে খুবই সোচ্চার। তারা যেন ইসলামকে একেবারে গলাধঃকরণের জন্যই চির উন্মত্ত। তাদেরই দলভুক্ত জনৈক বিচারপতি ইসলামের প্রকৃত অনুসারী 'সালাফীদের' বিরুদ্ধে এখন নগ্ন গবেষণায় নেমেছেন। তাঁদের সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা থাকলে তিনি একে জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করতেন না বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এগুলির প্রতিবাদে আমাদের মাতৃভাষাকে ব্যবহার করতেও চরম ঘৃণাবোধ করি। আমাদের বোধগম্য নয় যে, মুসলিম ভূখণ্ডে জন্ম নিয়ে, ইসলামী নাম নিয়ে, মুসলমানদের সমাজে বসবাস করে ইসলাম, দেশ, জাতি, ইসলাম ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভুদের পক্ষে কিভাবে তারা ওকালতী করতে পারেন। এরাই কি সেদিনের ইংরেজ লর্ড মেকলের আশার প্রদীপ নয়? উপমহাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ১৯৩৬ সালে নিজেদের আজ্ঞাবহ তৈরি করার জন্য বলেছিল, 'We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in openion, in morals and intellect' 'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'। কিন্তু সরকার কি এই বেনিয়া মুনাফিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে?

আজ সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হ'ল, কথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঐ অপশক্তিকে প্রতিহত না করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র নেতা-কর্মী সহ সমস্ত আহলেহাদীছের উপর আজ সাঁড়াশী অভিযান চালাচ্ছে। প্রশাসন ও গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আহলেহাদীছ মাদরাসা, মসজিদ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অপারেশন চালিয়ে প্রতিষ্ঠান ফাঁকা করছে। গ্রামে-শহরে দেশের প্রত্যেকটি স্থানে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। সমাজে এক ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছে। অথচ প্রকৃত জঙ্গী-সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের গ্রেফতার করছে না। কোথাও দু'একজন ধরলেও দু'দিন পর ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু নিরীহ, নিরপরাধ আহলেহাদীছদেরকে নিজেদের বাসা-বাড়ী থেকে গ্রেফতার করছে এবং অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। আর কথিত বাহবা কুড়াচ্ছে। আজকে দীর্ঘ সাড়ে ছয়মাস অবধি এদেশের মহা মূল্যবান সম্পদ, বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসরকে এবং সংগঠনের বয়োবৃদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে সরকার আজ কারাগারে আটকিয়ে রেখেছে। এখনও সেই লোমহর্ষক যুলুম-নির্যাতন ও গ্রেফতারী হয়রানি বন্ধ হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বশীল সহ সাধারণ মানুষকেও গ্রেফতার করছে। নিঃসন্দেহে এর পরিণাম কখনো শুভ হবে না।

দেশের তিন কোটি অসহায় আহলেহাদীছ আজ হতবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে, যারা ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে শত্রুদের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে আজীবন মরণপণ সংগ্রাম করে, যাদের রক্তস্রোত এখনও উপমহাদেশের ঐতিহাসিক প্রান্তর সমূহে প্রবাহিত হচ্ছে, শাহ ইসমাঈল, সৈয়দ আহমাদ, তিতুমীরের রক্তের ছাপ এখনো যাদের বক্ষ থেকে মুছে যায়নি। এমনকি গত ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে গ্রেফতার হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেও ঐ সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীদের তল্পীবাহকদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী উপহার দিয়েছেন। যা দৈনিক ইনকিলাব ২৫শে ডিসেম্বর পৃঃ ১৭ ও মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী 'সম্পাদকীয়' কলাম সহ অন্যান্য দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ সেই আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে শত্রুরা যখন সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন সরকারও তার আপনজনকে গলাধাক্কা দিয়ে শত্রুদের সাথে মিতালী গড়েছে।

আমরা দীপ্ত কণ্ঠে সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে, ক্ষমতার মসনদ খুবই ক্ষণস্থায়ী। সময় আসলে কেবল জনশক্তির কারণেই সেই মসনদ অতলতলে তলিয়ে যাবে, আবার জনগণের কাতারে একাকার হয়ে যেতে হবে। তাই পূর্বের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়াই সমীচীন হবে। সাথে সাথে ঘাপটি মেরে থাকা ক্ষমতাসীন কোন গোষ্ঠীও যদি আহলেহাদীছদের উপর এই মিথ্যা অভিযোগ আরোপের চেষ্টা করে থাকে, তাহ'লে তারাও একদিন ঘাতক, দালাল বলেই চিহ্নিত হবে এবং স্বজাতির নিকট থেকেও তারা চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সবকিছুই সোপর্দ করছি। কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলন ও আজকের অসহায় আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে স্বয়ং আল্লাহই যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন। তাঁর পক্ষ থেকে ফায়ছালা নেমে আসলে ইনশাআল্লাহ যেকোন শত্রু শ্রেণীর অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না।

উপসংহারঃ

নিবন্ধের সমাপ্তিতে বলা যায়, ইসলাম মহান আল্লাহ প্রেরিত বিশ্ববিজয়ী একক জীবন বিধান। তিনিই এর একমাত্র রক্ষাকবচ। প্রাথমিক যুগ থেকে বিভিন্ন কলা-কৌশলে ইসলামকে সমূলে উৎখাতের প্রাণবন্ত ষড়যন্ত্র চললেও আল্লাহ্র অক্ষুণ্ন প্রতিশ্রুতির কারণে কোন শক্তিই চিরদিনের মত বিদায় করতে পারেনি। কিছু সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছে। বরং জিঘাংসু ঐ নরাধম ঘাতকরাই আল্লাহ্র গযবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজকেও যারা হেজাযের সেই নির্ভেজাল স্বচ্ছ ইসলামকে এবং তার অল্পসংখ্যক অনুসারীদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত করবে তারাই একদিন নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত জঘন্য পশুর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মূলোৎপাটিত হবে এবং ঐ দুর্দমনীয় অজেয় কাফেলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিহাস কোনদিনই এর ব্যতিক্রম বলে না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অদ্বৈত কণ্ঠে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন,

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ.

'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবেই থাকবে'।[১৩১]

অতএব ইহুদী-খ্রীষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সৃষ্ট তল্পীবাহক খুদে রাক্ষসগুলি, কথিত জঙ্গীগোষ্ঠী, রসদক্লিষ্ট মিডিয়া সন্ত্রাসীরা এবং বিশ্বাসঘাতক ন্যাড়ামুণ্ড এজেন্টরা তাদের প্রভুদের ভিক্ষানুড়ির মহান প্রত্যাশায় ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা হরণের জন্য নির্লজ্জের ন্যায় যতই তৎপরতা চালাতে থাক, কোনদিকেই তারা সফল হ'তে পারবে না। ঐ খুদেগোষ্ঠী অন্তহীন গ্লানির মহাসাগরে অধঃপতিত হবে। এক সময় আজকের খুদকুঁড়োদাতাদেরও পদধূলিতে পরিণত হতে থাকবে। আর স্বজাতি ও ইতিহাসের পাতায় কেমন থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আল্লাহ্র অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য, অন্তহীন।

পক্ষান্তরে যারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী ও দেশপ্রেমিক তাদের ইহজীবন-পরজীবন উভয়ই হয় ফুলের মত সুবাসময়। যুগের পর যুগ তারা অনুকরণীয়, অনুস্মরণীয় হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তারা সর্বশ্রদ্ধার উচ্চ আসনটি দখল করে নেয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে যেকোন প্রকারের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফলে যায়। এমনকি দেশের শাসকগোষ্ঠীও যদি তাদের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার পরিচালনা করে বিনিময়ে শাসকরাই চিরকাল ঘৃণিত থেকে যায়, কিন্তু তাদের সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিশ্ববাসী তাদেরকেই বিভিন্ন মহা সম্মানী উপাধিতে ভূষিত করে এবং সেই সুগন্ধিযুক্ত উপাধি যুগের পর যুগ সমগ্র জনতার মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হয়। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, বুখারী, ইবনু তায়মিয়া ইত্যাদি নামগুলিই তার দীপ্তোজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। সকল হকপন্থীদের অবস্থা এ রকমই। কারণ তাদের মাঝে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ আছে, মাতৃত্ববোধে সর্বদা তারা ভরপুর। নির্যাতনের শিকার হয়ে যুগ যুগ ধরে কারারুদ্ধ থাকা, লোমহর্ষক অত্যাচার ভোগ করা, দীপান্তরের ভাগ্যবরণ করা, ফাঁসির কাষ্টে ঝুলন্ত থাকা আর বুলেট-বোমা, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ উৎসর্গ করা ইত্যাদিকে তারা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য মনে করে। পৃথিবীতে তারা নিজেদেরকে এভাবেই সৌভাগ্যবান করে রাখে। কারণ তাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া একই সমান। তাদের সবকিছুই আল্লাহ্র জন্য। তাদের ভাষ্য-

إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

'নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ১৬২)*। তাদের কণ্ঠে হাস্যোজ্জ্বল জান্নাতী চেহেরায় সমস্বরে ধ্বনিত হয় সেই চির অজেয় সুর যা মহা সাফল্যের প্রতীক ফাঁসির মঞ্চে ধ্বনিত হয়েছিল খোবায়ের (রাঃ)-এর দ্বীপ্ত কণ্ঠে-

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا × عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِيْ اللهِ مَصْرَعِيْ
وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَّشَأْ × يُبَارِكْ فِيْ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ.

'আমি কোন কিছুরই পরোয়া করিনা যখন আমাকে একজন মুসলমান হিসাবে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্র রাহে আমাকে যেভাবেই ক্ষতবিক্ষত করা হোক, তা কেবল মহান আল্লাহ্র জন্যই। তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন'!![১৩২]

অনুরূপ তাদের শিরা-উপশিরায়, বক্ষপঞ্জরে উদ্বেলিত হয় জগদ্বিখ্যাত সেনা নায়ক ইবনু তায়মিয়ার বিপদভঞ্জন মহান উত্তাল তরঙ্গমালা-

مَاذَا يَنْقِمُ مِنِّيْ أَعْدَائِيْ؟ أَنَا جَنَّتِيْ وَبُسْتَانِيْ فِيْ
صَدْرِيْ، قَتْلِيْ شَهَادَةٌ، وَنَفْيِيْ سِيَاحَةٌ وَسِجْنِيْ خَلْوَةٌ.

'আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কিসের প্রতিশোধ নিবে? আমার জান্নাত, আমার বাসস্থান তো আমারই বক্ষে। আমাকে হত্যা করা হ'লে আমি শাহাদতের স্বর্গীয় সুধা পান করব, আমাকে দেশ হ'তে বহিষ্কার করা হ'লে আমি অন্যত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব, আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখলে তা হবে আমার জন্য নির্জন বাসস্থান'!!

আমরা আজকের নির্যাতিত, কারারুদ্ধ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট আকুল ফরিয়াদ জানাবো- তিনি যেন তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বসূরীদের কাতারে শামিল করে নেন, এই অকথ্য নির্যাতনকে তাঁদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের পাথেয় হিসাবে কবুল করে নেন এবং এর বিনিময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এই স্বাধীন মাতৃভূমি ছোট্ট মুসলিম দেশটিকে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেন- আমীন!!

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ لَسْتُ مِنْهُمْ × لَعَلَّهُ اللهُ يَرْزُقُنِيْ صَلاَحًا

১৩১. *ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৩; ছহীহ বুখারী হা/৭১ 'ইলম' অধ্যায়।*

১৩২. *ছহীহ বুখারী হা/৩৯৮৯, ২/৫৬৯ পৃঃ।*

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রুযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১- ঐ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২- ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপঃ ১- সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থঃ (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছে এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রুযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্‌হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ-

অর্থঃ 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ اللّٰهُ مَقاديرَ الخَلاَئِقِ قبلَ أن يَخْلُقَ السماوات و الارضَ بخمسينَ ألفِ سنَةٍ..

'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ

বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

১- হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

إذا كانت ليلةُ النصفِ من شعبانَ فقوموا ليلَهَا وصوموا نهارَها الخ-

'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২- মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩- ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন।'

জমহুর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাতঃ

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমনঃ

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি (ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯) যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি।

এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫ নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয়ঃ

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[1]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌কে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[2]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ-মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা চলে।[3]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[4]

৪. তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[5] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[6]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[7] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।

জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেণ বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ

ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[৯]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দুই ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[১০]

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১১]

(খ) তিনি প্রতি দুই রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১২]

(গ) ছাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১৩] উক্ত বর্ণনার শেষ দিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১৪]

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুন 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়ার শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী (রহঃ) একথা বলেন।[১৮]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৯] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[২০]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[২১]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২২]

(গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২৩] ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন।[২৪]

(ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদ্ইয়া দিবেন।[২৫]

---

৮. নায়ল ২/১১৯।
৯. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১০. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১১. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১২. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক (সনদ ছহীহ), মিশকাত হা/১৩০২।
১৪. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহ্ক্বীক্ব-আলবানী।
১৫. মিশকাত হা/১৩০২।
১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৮. ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।
১৯. আহমদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
২০. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
২১. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২২. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২৪. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৫. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সভ্যতা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছেঃ চাই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা

*আব্দুল ওয়াদূদ**

১৭ই আগষ্ট '০৫ সকাল ৯-টা থেকে ১১-টার মধ্যে বাংলাদেশের ৬৪ যেলার মধ্যে ৬৩ যেলায় বোমা বিস্ফোরণের যে ঘটনাটি ঘটল, তাকে নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। মানুষ যখন তার স্তরে থাকে না, তখনই এমন ঘটনা ঘটাতে পারে। একই সময়ে প্রায় ৫০০ বোমা বিস্ফোরিত হ'ল। প্রাণহানি দু'জনের হ'লেও দেশের জন্য এটি সত্যিই এক অশনি সংকেত। বিবেকবান মানুষ মাত্রই এ ঘটনার দূরদর্শী ক্রমধারা কি হ'তে পারে, তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত। কালেভদ্রেও পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের কিছু ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু দেশবিরোধী চক্রটাকে চিহ্নিত না করে পারস্পরিক দোষারোপ ও দায়িত্বহীন বক্তব্য দিয়ে যখন প্রকৃত হামলাকারী ও তাদের মদদদাতাদের বাঁচানোর বিবৃতি পড়ি, তখন সত্যিই খারাপ লাগে। বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে যে তথ্যগুলি পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে এই কর্মের পিছনে একটি আন্তর্জাতিক চক্র কিংবা বাংলাদেশের প্রথম সারির কোন একটি রাজনৈতিক দল নিয়োজিত ছিল। আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামায়াতকে, বিএনপি-জামায়াত আওয়ামী লীগকে, বামপন্থীরা জামায়াতকে, ইসলামী ঐক্যজোট আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী চক্রকে, বামপন্থী পত্রিকাগুলি জামা'আতুল মুজাহিদীনকে ঘটনার জন্য দায়ী বলে দাবী জানিয়েছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে তারা যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে অনেক দল বিভিন্নমুখী কর্মসূচীও পালন করেছে। প্রতিবাদ করা ভাল। কিন্তু না দেখে তদন্তহীনভাবে কাউকে দায়ী করা সত্যিই দুঃখজনক। জাতির দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের যদি এই অবস্থা হয়, আর গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মতৎপরতা যদি এমন হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে এর চেয়ে বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী ঘটনা ঘটবে এবং প্রকৃত দোষীরা পার পেয়ে যাবে- এটাই স্বাভাবিক।

এই ঘটনাকে যদি আমি একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি, তাহ'লে দাঁড়াত- ধরুন, আপনি দেশের জনগণের একজন প্রীতিভাজন লোক। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ। আতঙ্কিত হয়েছে দেশবাসী। দেশীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে অনেকখানি। দেশের অর্জিত সুনাম ও গড়ে ওঠা সভ্যতাকে কেন এত আঘাত করা হয়? কেনইবা এলোমেলো তথ্য পরিবেশন করে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করা হচ্ছে? কেনইবা প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত না করে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে মনের মাধুরী মিশিয়ে বিবৃতি দেন?

বোমা হামলা কারা করেছে এটা বের করার দায়িত্ব গোয়েন্দা সংস্থাসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। কিন্তু কিছু কিছু চিহ্নিত পত্রিকা আগ বেড়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য উপস্থাপন করে তদন্তকে বিঘ্নিত করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করছে সাধারণ মানুষকে। যদি লেখা হয়, অমুক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ গা ঢাকা দিয়েছে, গোয়েন্দারা তাদের খুঁজবে। আর সত্যি ঘটনা যদি এ রকম না হয়, তাহ'লে এটা বোমা হামলার চেয়ে কম সন্ত্রাস নয়। এই ধরনের তথ্য সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

কিছু কিছু লোক ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে চাপা দেয়ার জন্য আদা জল খেয়ে রিপোর্ট করছেন। তাদের উদ্দেশ্য কি সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশও পেয়ে যায়। ইসলামকে দু'টা গালি দিতে পারলে বোধ হয় তাদের প্রভুরা খুব খুশী হন। সাংবাদিক বন্ধুরা আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। কেউ কিছু বলে দিলে তা পত্রিকার পাতায় লিখে পাঠিয়ে দেয়া দায়িত্বশীল সাংবাদিকের কাজ নয়। আপনার "Code of Conduct 2002" একটু পড়ে দেখুন তো আপনার রিপোর্টগুলি দায়িত্বশীলতার সীমা অতিক্রম করল কি-না?

আমরা যারা কয়েকটি পত্রিকা পড়ি, যখন একই ক্ষেত্রে কয়েক রকম রিপোর্ট পাই, তখন তো বিভ্রান্ত হ'তে বাধ্য। আমাদের বিভ্রান্ত করে আপনাদের লাভটা কি? এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে ঢালাওভাবে বিশাল এক নিউজ পত্রিকায় ছেপে দিলেই বড় সাংবাদিক হওয়া যায় কি? বিচক্ষণ মানুষ কি আপনার ভাষাজ্ঞান ও তথ্য মূল্যায়ন করছেন না? এতে কি আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না?

বিশেষ করে জামা'আতুল মুজাহিদীন বিষয়ক তথ্যগুলি যখন একেক পত্রিকায় একেক রকম উপস্থাপিত হয়েছে, তখন আমরা সাংবাদিকতার আদর্শ নিয়ে অপমানিত বোধ করি। এদের প্রকৃত নেতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা জাতির জন্য আশাপ্রদ। কিন্তু এজন্য বহু কষ্টে গড়ে ওঠা আহলেহাদীছ সমাজ ও সভ্যতাকে আক্রমণ করলে সত্যিই সুন্দর হয় না। অথচ আপনারা প্রতিনিয়ত এটাই করে যাচ্ছেন। ১৯৭৮সাল থেকে চলে আসা ড. গালিবের সংগঠনের সাথে আবদুর রহমানের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। আর দল থেকে বহিষ্কৃত এক নেতার কথা শুনে ইনিয়ে বিনিয়ে এটাকে জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত করতে চাচ্ছেন কেন?

আপনারা কি কচি খোকা? আজকে বি. চৌধুরী ছাহেব বিএনপি সম্পর্কে যা বলেন তা কতটা সত্যি হবে- এটা আপনারা বোঝেন না? বি. চৌধুরী ছাহেবের নিকট থেকে বিএনপি সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে তা তুলে ধরা বৈধ কিন্তু তা সচেতন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি করে- একথা আজকে কেন? আগে কেন হয়নি? সূত্রে নাম উল্লেখ আপনারা করেন না। এটা ঠিক আছে। কিন্তু এর চেয়ে ভাল হ'ত, যদি তাকে বলতেন আপনি নিজে বিবৃতি দিন, তাহ'লে আহলেহাদীছ সমাজের বদ দো'আ ও কু-ধারণা থেকে তো অন্ততঃ আপনি বাঁচতে পারতেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি ফেঁসে যাওয়ায় লাভ কি? এই প্রশ্ন এখন আপনাদের করতে মন চাইছে।

সাংবাদিক বন্ধুরা! ড. গালিব যদি সত্যিই অপরাধী হয়ে থাকেন, তবে তার শাস্তির দাবী আমরাও করি। কিন্তু ক'দিন আগে বললেন, তাঁকে গ্রেফতারের ফলে দেশে আর বোমা হামলা হয় না। আর আজকে বলছেন, তিনিও জড়িত থাকতে পারেন। এতে কিন্তু সুশীল সমাজ থেকে আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে আসবে অনেকখানি। ড. গালিব সম্পর্কে সেই সোর্স থেকে তথ্য না নিয়ে তাঁর সংগঠনের দায়িত্বশীল মহলের সাথে অন্ততঃ কথা বলে রিপোর্ট করলে দেশবাসী উপকৃত হ'ত। ১৯৭৮ সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ড. গালিব ও তার সংগঠন ৬০০ মসজিদ, অনেকগুলি ইয়াতীমখানা, মাদরাসা, মক্তব করেছেন। বন্যায় ত্রাণ বিতরণ, আর্ত-পীড়িতদের মধ্যে অর্থ ও IGA (Income Generation Activities) খাতে বহু সমাজ সেবামূলক কাজ করেছেন। একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে। নিজের ২৩টি বইয়ের হাযার হাযার কপি পড়ে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ তো তাঁর নেই। দ্বীনী খেদমতে পরিচালিত তাঁর সংগঠনও সমাজ সংস্কারমূলক। যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা, শিল্পী, লেখকদের জন্য আলাদা আলাদা গঠনমূলক সংগঠন আছে। এগুলি মূল্যায়ন করুন। মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করুন। হাযার বার গোয়েন্দা নযরদারী করেও তো আপত্তিকর কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ তারা জঙ্গীবাদকে ঘৃণা করে এবং এসবের বিরুদ্ধে ড. গালিব ছিলেন আপোষহীন। সেজন্য জঙ্গীদের ষড়যন্ত্রেই হয়তো আজ তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। রাজধানীর বুকে অনেকগুলি সম্মেলন-সমাবেশ করে তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। কানাডা সহ বহির্বিশ্বে বিচার পেশ করতে চাইলে বাদীকে আগে জিজ্ঞেস করা হয়, কেন বিচার দিচ্ছ, তোমার লাভ কি? যেন বিনা অপরাধে কাউকে হয়রানি করতে না হয়। এই ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে খুবই যরূরী। কারণ মানুষ যেহেতু দোষে-গুণে সৃষ্টি সুতরাং তার শত্রু থাকবেই। তাকে ফাঁসানোর জন্য শত্রুপক্ষ যে কোন তথ্য দিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

সুতরাং কারো উপর সন্দেহপ্রবণ হয়ে মানহানি না ঘটিয়ে প্রকৃত ও নিশ্চিত সত্যটি উপস্থাপন করতে হবে। যেন আহলেহাদীছ সমাজের সভ্যতাকে ধ্বংস করা না হয়। আর্থিক বিষয়াদির স্বচ্ছতা প্রমাণের জন্য গোয়েন্দা বাহিনী ঐসব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিরীক্ষা করতে পারেন। কেউ বলে দিলেই তা আর্থিক কেলেংকারীর জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলির সংবাদমান নিশ্চিত করতে যাচাই-বাছাই নিত্য যরূরী। নচেৎ তাও সভ্যতা ধ্বংসের পায়তারা বলে সচেতন মানুষ ধরে নেবে।

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

কবিতা

জবাবদিহি

- *মুহাম্মাদ আজীবুর রহমান*
পান্নাপাড়া বি.এম. কলেজ, চারঘাট, রাজশাহী।

জবাব দাও হে মুসলিম জাতি ঈমান লয়ে বুকে
বীরের জাতি হয়েও কেন মরছ ধুকে ধুকে?
সিংহ শাবক হয়েও কেন মেষ শাবকের দলে
নির্যাতিত হচ্ছ কেন নিজ গতিপথ ভুলে?
চোখ খুলে আজ চেয়ে দেখ ঐ ইরাক ফিলিস্তীন
প্রতিক্ষণে কেন বাজিছে ডংকা, মৃত্যু নামের বীন।
দেশে দেশে আজ বাড়ছে কেন ব্যভিচার, ঘুষ, সূদ,
জুম'আর ছালাতে ইমাম কেন আমিনা ওয়াদূদ?
চলিতেছে কেন মুসলিম নিধন এ কেমন কারসাজি,
মানুষের জীবন নিয়ে কেন ওরা, খেলছে ভেলকিবাজি?
ধরণী মাঝে তোমরা কি আজ খেয়ে যাবে শুধু মার,
ইহুদীচক্রের দাবানলে কি পুড়ে হবে সব ছারখার?
বন্দী নির্যাতন চলছে কেন ইরাকের কারাগারে,
বিধর্মীরা কেন আজ কুরআন অবমাননা করে?
কান পেতে তুমি শুন, স্বজনদের আহাজারি,
নিষ্পাপ শিশুর ক্রন্দন রোলে বাতাস হয়েছে ভারি।
সকল অন্যায় পায়ে দলে যারা চলছে সরল পথে,
ষড়যন্ত্রে হাত কড়া কেন পরায় তাদের হাতে?
প্রভাব বিস্তার করছে কেন, লোভী ও মুখোশধারী,
নির্যাতনের স্বীকার কেন সত্যের অনুসারী?
সারাটি জীবন হকের পথে দেয় যারা দাওয়াত,
লৌহ শিকলে আবদ্ধ কেন তাদের পবিত্র হাত?
শয়নে-জাগরণে পাপ ও সন্ত্রাসকে করে চলে যাঁরা ঘৃণা,
তাঁদেরকে সন্ত্রাসী বলে এ কেমন হায়েনা?
কোথায় তোমার রাসূলের সুন্নাত আল্লাহ্‌র অমিয় বাণী,
ফেরকা মাযহাব ও ব্যক্তিস্বার্থে কর কেন টানাটানি?
মানব রচিত সব পথ ছেড়ে এসো হে অহির পথে,
মুক্তি পেতে শেষ বিচারে রাসূলের শাফা'আতে।

বোমা হামলা

-*আবু রায়হান*
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

একি আমার বাংলাদেশ!
প্রাণের প্রিয় স্বাধীন দেশ?
দেশবাসীর আজ কত প্রশ্ন
প্রশ্নের যেন নাইরে শেষ।
আফগান, ইরাক, কাশ্মীরে
বোমা ফাটে নিত্য।
মোদের শান্ত দেশে বোমা হামলা
এ আবার কোন কৃত্য?
একই সাথে সারা দেশে
বোমা হামলা হায়রে হায়!
আতংকিত দেশবাসী
শান্তি কোথাও নাইরে নাই।
বিশ্বসেরা দেশ প্রেমিকরা
জেল-হাজতে বন্দী
সেই সুবাদে কারা যেন
আঁটছে কেবল ফন্দি।
আহলেহাদীছ যুবসংঘের
আমার সোনার যুবক ভাই।
জেগে ওঠো, হুংকার ছাড়ো
বোমাবাজদের রক্ষা নাই।
হে সরকার অন্যায়ভাবে
দোষ দিও না কারো
বদ অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়ে
সুষ্ঠু তদন্ত কর।

সালাম তোমায়

-*আব্দুল ওয়াকীল*
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

ক্বায়েম করতে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন বিধান
হিমাদ্রীর চাইতেও দৃপ্ত শপথে হয়ে বলীয়ান,
দুর্বার গতিতে চলেছ তুমি, রেখেছ জীবন বাজি
বাতিল উৎখাতে তোমার বড়ই প্রয়োজন আজি।
সামনে শুধু রিযামন্দী আল্লাহ্‌র, নাই কোন পিছুটান,
আল্লাহ্‌র দ্বীন করতে গালিব সবকিছু কুরবান।
নও তুমি সন্ত্রাসী হীনমনা, তুমিতো উদার
তুমিই হ'লে মুক্তির দূত বিশ্ব মানবতার।
তাইতো তোমায় লাখো সালাম হে মুজতাহিদ!
লোভ-লালসা পদানত করে হয়েছে তোমার জিত।
দুনিয়ার মোহ পঙ্কিলতা করতে পারেনি তব গ্রাস,
দু'নয়নে স্বপ্ন তোমার চিরতরে ত্বাগূত্ব করতে নাশ।
পশুর মত জাবর কাটা নয় তো তোমার অভিলাষ,
হৃদয় জুড়ে শাহাদতের তামান্না আর অগাধ বিশ্বাস।
ভয় কি তোমার! বুকে যে আল্লাহ্‌র কালাম,
তাইতো নিভৃত পল্লী হ'তে আবারো তোমায় লাখো সালাম।

হও মানবতার অধীন

-*এফ.এম. নাছরুল্লাহ (লিটন)*
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জঙ্গীবাদের সন্দেহে আজ বন্দী গালিব স্যার,
বাংলা জুড়ে বইছে আজি বিষাদ হাহাকার।
শিক্ষক যিনি মহান তিনি গুরু বিশ্ব জুড়ে
সেই মনীষী কারাগারে বন্দী কেমন করে,
ভাবতে সবার অবাক লাগে জোট সরকারের কথা
ইসলামটাকে বন্দী করে দেখায় মানবতা?
জেল-হাজতে বন্দী আজি শ্রেষ্ঠ আলেমগণ
এটাই কি ছিল জোটের ক্ষমতায় আসার পণ?
এজন্যই কি তোমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছি তুলে,
হকপন্থী আলেমদেরকে পাঠাবে তোমরা জেলে?
এটা তোমাদের কেমন নীতি কেমন অবিচার
সন্দেহেতে বন্দী হ'ল মোদের গালিব স্যার।
ইংরেজদের নীল নকশায় ফের আহলেহাদীছ করতে চাও নিধন
বাংলার ইতিহাস খুলে দেখ, তাদের হাল হয়েছিল কি তখন।
এদেশকে মোরা স্বাধীন করেছি
বুকের তাজা তপ্ত লহু ঢেলে,
দেশের জন্য শহীদ হয়েছে সে দিন
মোদের লক্ষ লক্ষ ছেলে।
থাকব কি আজও সেই বন্দী খানায়
দেশকি হয়নি স্বাধীন?
এখনো সময় আছে মুক্তি দাও মোদের
হও মানবতার অধীন।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। উট।

২। উটপাখিকে। কারণ এটা পাখি হ'লেও উড়তে পারে না। তবে দৌড়ে এর সাথে অন্য কোন প্রাণী পারে না। এর বিরাট ফুটবলের আকৃতির ডিমের উপর মানুষ দাঁড়ালেও ভাঙ্গে না।

৩। ঘাস-পাতা, ফলমূল ও শস্যকণা খাওয়ার পর হজমের জন্য পাথর ও লোহার টুকরা খায়।

৪। (ক) সাপের বিষ অনেক কঠিন রোগের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (খ) ফসলী জমিতে ইঁদুরের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করে (গ) সাপের চামড়া ও বিষ মূল্যবান। ১ গ্রাম সাপের বিষের মূল্য ১৫০-২০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৯০০০-১২০০০ টাকা।

৫। কস্তুরী বা মৃগনাভি জনপ্রিয় এক প্রকার সুগন্ধির নাম। আরবীতে 'মিসক' ও হিন্দীতে 'কস্তুরী' বলে। হরিণের নাভিতে কস্তুরী পাওয়া যায়।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। মিসর ২। বেলজিয়াম ৩। নাটাল
৪। অষ্ট্রেলিয়া ৫। গ্রেট ব্রিটেন।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)

১। কোন্ প্রাণী দিনের বেলায় দেখতে পায় না?

২। কোন্ জন্তু পিছন দিকে সাঁতার কাটে?

৩। কোন্ প্রাণীর চারটি পাকস্থলী আছে?

৪। কোন্ মাছ উড়তে পারে?

৫। কোন্ প্রাণী চোখ-কান দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে?

❐ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)

১। কোন্ মহাদেশকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলে?

২। কোন্ দেশকে 'মুক্তার দ্বীপ' বলে?

৩। কোন্ নগরীকে 'পবিত্র ভূমি' বলে?

৪। কোন্ দেশকে 'হাযার দ্বীপের দেশ' বলে?

৫। কোন্ স্থানকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলে?

❐ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বাঘা, রাজশাহী ২১ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান বিন আব্দুল জলীল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেয মাহবূবুর রহমান। এতে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুশ শাকূর এবং জাগরণী পরিবেশন করে রুবিনা খাতুন।

বাঘা, রাজশাহী ২২ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় স্থানীয় হরিরামপুর (রামশাপুর) ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান, অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীকী ও উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আবু ত্বালিব সরকার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ ইয়ার উদ্দীন ও আলহাজ্জ ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ। এতে কুরআন তেলাওয়াত করে মুসাম্মাৎ নাজমা আখতার ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ যাকির হুসাইন।

বাঘা, রাজশাহী ২২ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য দুপুর ২-টায় স্থানীয় মণীগ্রাম ও গঙ্গারামপুর ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার প্রচার সম্পাদক হাফেয হাবীবুর রহমান বিন আব্দুল জলীল, বাঘা উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীকী ও উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ত্বালিব সরকার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ ফিরোযুর রহমান, কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তানজিলা খাতুন এবং জাগরণী পেশ করে মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

পুঠিয়া, রাজশাহী ৫ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যিল্লুর রহমান সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ দেলওয়ার হুসাইন। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান। এতে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল্লাহ ও জাগরণী পরিবেশন করে যায়েদ বিন যিল্লুর রহমান।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সাড়ে পাঁচ বছরে বিএসএফ ও ভারতীয় ঘাতকদের হাতে ৪শ' ৬ বাংলাদেশী নিহত

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও ভারতীয় ঘাতকদের হাতে গত সাড়ে পাঁচ বছরে মোট ৪শ' ৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে শুধু বিএসএফ-এর হাতেই নিহত হয়েছে ৩শ' ২৮ জন। গত ৫ আগষ্ট মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। 'অধিকারে'র এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৫ সালের ৩১ জুলাই ৫ বছর ৭ মাসে বিএসএফ ও ভারতীয় ঘাতকদের হাতে ৪শ' ৬ জন নিহত হওয়া ছাড়াও আহত হয়েছে ৪শ' ৮৪ জন, গ্রেফতার হয়েছে ৪শ' ৭১ জন, অপহৃত হয়েছে ৫শ' ১ জন, ৮ শিশুসহ ৪৩ বাংলাদেশী নিখোঁজ এবং ৮ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

বছরে ৯০ হাযার শিশু ক্যান্সারে মারা যায়

গত ১৬ আগষ্ট জাতীয় প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক, প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ এম,আর, খান বলেন, প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাযারের বেশী শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এই আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৯০ হাযার মারা যায়। অথচ যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে শৈশব ক্যান্সারকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশসমূহে শিশুদের ক্যান্সার নিরূপণের ক্ষেত্রে বেশী দেরী হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এই দরিদ্র দেশগুলিতে বসবাস করছে। প্রফেসর খান বলেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদেরকে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আরো বেশী সক্রিয় হ'তে হবে। রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা, প্রতিরোধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সামাজিক আচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

টেংরাটিলায় বিস্ফোরণঃ নাইকোই দায়ী

ছাতক গ্যাস ফিল্ডের টেংরাটিলায় গ্যাসকূপে দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণে সরকার গঠিত সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গত ১৩ আগষ্ট দেয়া রিপোর্টে এ অভিমত ব্যক্ত করেছে। প্রথম দফা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৭ জানুয়ারী। এরপর ঐ একই স্থানে একটি রিলিফ কূপ খনন করতে গিয়ে পুনরায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটে। রিলিফ কূপ খননে আনাড়ি, অদক্ষ, অনভিজ্ঞ লোকজনকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে কমিটির কাছে। দুর্ঘটনার মুখোমুখি হ'লে কি করতে হয় বা পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিতে হয় সে ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না ড্রিলিং কাজে নিয়োজিতদের। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, নাইকো জয়েন্টভেঞ্চার চুক্তি অনুযায়ী কাজ করেনি। চুক্তির বরখেলাফ করায় নাইকোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছে তদন্ত কমিটি। দ্বিতীয়তঃ যে নকশা অনুযায়ী কূপ খনন করা হয়, তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হ'লেও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয়তঃ চুক্তিতে খননকার্য পর্যবেক্ষণ করার কোন এখতিয়ার অন্য কারো নেই। এ দায়িত্ব এককভাবেই ছিল নাইকোর। দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে বাপেক্সের কোন দায় খুঁজে পায়নি তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণে বিশেষভাবে এই তথ্যটি বেরিয়ে এসেছে যে, নাইকো তার সকল যন্ত্র এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বীমা করলেও গ্যাস সম্পদের জন্য কোন বীমা করেনি। এক্ষেত্রে নাইকো যে রীতিমত অবহেলা করেছে তা স্পষ্ট।

৩শ' কোটি ঘনফুট গ্যাস পুড়েছেঃ

ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের টেংরাটিলায় কূপ খননকালে দু'দফা অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৩ বিসিএফ বা ৩০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস পুড়ে গেছে, যার বাজার মূল্য ৩৯ কোটি টাকা। অগ্নিকাণ্ডে গ্যাসক্ষেত্রের মূল মজুদের কোন ক্ষতি হয়নি। স্বল্প গভীরতায় থাকা গ্যাসই পুড়েছে অগ্নিকাণ্ডে। টেংরাটিলায় দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণের পর ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে এ কথা উল্লেখ করেছে। কমিটির প্রধান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম তামীম গত ২৮ আগষ্ট দুপুরে জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমূদুর রহমানের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করেন।

প্রতিবেদনে পুড়ে যাওয়া গ্যাসের মূল্য উল্লেখ করা হয়নি। প্রতি হাযার ঘনফুট গ্যাসের দাম ২ মার্কিন ডলার ধরা হ'লে পুড়ে যাওয়া এই গ্যাসের দাম হয় ৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথমবারের দুর্ঘটনায় পুড়ে গেছে ১৩ কোটি টাকা দামের ১০০ কোটি ঘনফুট (১ বিসিএফ) এবং দ্বিতীয় দুর্ঘটনায় পুড়েছে ২৬ কোটি টাকা মূল্যের ২০০ কোটি ঘনফুট (২ বিসিএফ) গ্যাস।

সারাদেশে নযীরবিহীন সিরিজ বোমা হামলা

গত ১৭ আগষ্ট বুধবার ৫ শতাধিক বোমা বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সারাদেশ। সকাল সাড়ে ১০-টা থেকে সাড়ে ১১-টার মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ ৬৩টি যেলায় বিকট শব্দে একের পর এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। একমাত্র মুন্সীগঞ্জ যেলায় কোন বোমা বিস্ফোরিত হয়নি। হামলার টার্গেট আদালত, সরকারী অফিস, শিক্ষাঙ্গন, বিমানবন্দর সহ জনবহুল এলাকা। দেশের মাত্র একটি যেলা বাদে সকল যেলা শহরে কোর্ট ভবন ও যেলা প্রশাসকের দফতরের সামনে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। পুলিশ বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৫টি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত ও বিস্ফোরিত সবগুলি বোমা প্রায় একই ধরনের। বোমাগুলির সবগুলিতে টাইম ডিভাইস লাগানো রয়েছে। তবে এগুলিতে স্পিলিন্টার ছিল না। বোমাগুলির অধিকাংশ বহন করা হয়েছে কাগজের প্যাকেটে। কোথাও আবার চটের ব্যাগেও নেয়া হয়। বিশ্বের ইতিহাসে নযীরবিহীন দেশব্যাপী এই সিরিজ বোমা হামলায় চাঁপাই নবাবগঞ্জের একজন রিকশাচালক এবং সাভারের ৮ বছরের বালক সালাম নিহত এবং দুই শতাধিক আহত হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১৮৯ জন।

আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেশ জুড়ে পাঁচ শতাধিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর এ কাজ একটি শক্তিশালী সংঘবদ্ধ চক্রের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, ব্যাপক প্রস্তুতি ও বিশাল নেটওয়ার্কের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন। তারা এ ধারণাও প্রকাশ করেছেন যে, আতংক ছড়িয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও ঘোলাটে করার জন্য কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী এটা করতে পারে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে সারা দেশে একযোগে এ ধরনের বোমা হামলা ঘটানো হ'তে পারে বলেও তারা আশংকা প্রকাশ করেছেন। ভয়াবহ এই বোমাবাজির রহস্য

উদঘাটন এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রকৃত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনে গ্রেফতারকৃত সকলকে ঢাকায় এনে জেআইসিতে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পুরো প্রক্রিয়া তদারকি ও মনিটরিং করার জন্য এসবির এডিশনাল আইজি (ভারপ্রাপ্ত) ফররুখ আহমাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিআইজি (ক্রাইম), পরিচালক (গোয়েন্দা) র‍্যাব, উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি) ঢাকা এমএম সিআইডি, ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য। কমিটি বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, বোমা হামলায় জড়িতদের চিহ্নিতকরণ, বোমা হামলার পরিকল্পনাকারীদের শনাক্তকরণ এবং ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করবে। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক যেলার এসপির নেতৃত্বে ৬৩ যেলায় গঠিত হয়েছে ৬৩টি কমিটি।

১৭ আগষ্ট সারাদেশে বোমা হামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। দেশব্যাপী চলছে গ্রেফতার অভিযান। সাতক্ষীরায় গ্রেফতারকৃত নাছিরুদ্দীন ও মনীরুযযামান মুন্না জেআইসিতে জিজ্ঞাসাবাদকালে জানিয়েছে, ঐদিন হামলায় ব্যবহৃত সব বোমা আনা হয় ভারত থেকে। সাতক্ষীরা ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বোমাগুলি আনা হয়।

জামা'আতুল মুজাহিদীনের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমানসহ ১৭ জনকে গ্রেফতারের জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এই ১৭ জন বিদেশে অবস্থান করছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চিত হয়েছে। তাদের ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা ইন্টারপোল সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে। ইন্টারপোল এদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে ১৮২টি দেশে রেড ওয়ারেন্ট জারি করেছে। এছাড়া ২০ জনের একটি তালিকা বিমানবন্দরসহ সীমান্ত চেকপোষ্টগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

এদিকে মার্কিন বোমা বিশেষজ্ঞ ডেলটন টেলফার ১৭ আগষ্টের বোমা হামলার তদন্তের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ২১ আগষ্ট বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি মূলতঃ বোমার ধরন, কোথায় তৈরী হয়েছে, কারা তৈরী করে থাকতে পারেন এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এর বাইরেও বোমাবাজির সাথে প্রকৃতপক্ষে কারা জড়িত, বাংলাদেশে কথিত জঙ্গীবাদের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কি-না তাও খতিয়ে দেখবেন বলে আরেকটি সূত্র জানায়।

জেআইসিতে যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তার মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ জন বোমা হামলায় তাদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এদের মধ্যে ৪ জন সাতক্ষীরার ও ২ জন কুষ্টিয়ার। তারা নিজেদেরকে জামা'আতুল মুজাহিদীন-এর কর্মী বলেই পরিচয় দিয়েছে।

সোনারগাঁওয়ে গ্যাসের সন্ধান

সোনারগাঁ উপযেলার মাঝের চর ও নোয়াদ্দা গ্রামে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে নলকূপ বসানোর সময় মাঝের চর গ্রামের জানে আলম খন্দকার ও নোয়াদ্দা গ্রামের যাকির হুসাইন বাবুর বাড়ীতে গ্যাসের সন্ধান মেলে। এই দু'টি গ্রামের মাঝে দূরত্ব দুই কিলোমিটার। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ আগষ্ট নোয়াদ্দা এবং ১৫ আগষ্ট মাঝের চর গ্রামে নলকূপ বসানোর সময় পাইপ ৭৪০ ফুট গভীরে পৌঁছলে তীব্র বেগে গ্যাস বেরিয়ে আসে। মাঝের চর গ্রামে গ্যাসের চাপে মাটির নীচ থেকে পাইপ উঠে এসে শামীম (২০) নামের এক শ্রমিক আহত হয়। নোয়াদ্দা গ্রামে পাইপের মাথায় লাগানো ৫ কেজি ওযনের একটি লোহার ঢাকনা গ্যাসের চাপে ৩০ ফুট উপরে উঠে যায়।

বিদেশ

ভারতীয় নৌবাহিনীর সমর পরিকল্পনা চুরি হয়ে গেছে

ভারতীয় নৌবাহিনীর সমর পরিকল্পনা চুরি হয়ে গেছে। দুর্ভেদ্য সামরিক স্থাপনা থেকে অজ্ঞাত কোন চোর এই অতি গোপনীয় ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত পরিকল্পনা চুরি করেছে তা এখনো জানা যায়নি। এ ব্যাপারে ভারতের 'দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ও 'ভাস্কর' জানিয়েছে যে, নৌযুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য নির্ধারিত সমর পরিকল্পনা চুরি হয়ে যাওয়ায় সেদেশের নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। এই পরিকল্পনা যে বিশেষ কম্পিউটারে রক্ষিত ছিল তার পাসওয়ার্ড ছিল অত্যন্ত গোপনীয় ও মাত্র ক'জনই তা জানতেন। কিন্তু যেকোনভাবেই হোক তা চুরি হয়ে যায়। উল্লেখ্য, যেকোন সমর পরিকল্পনা তৈরী হয় দীর্ঘ দিনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এতে থাকে প্রতিবেশীসহ যেকোন সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়ার খুঁটিনাটি বিষয়।

সাইপ্রাসে বিমান দুর্ঘটনায় ১২১ জন নিহত

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের উত্তরের পাহাড়ী এলাকায় ১২১ আরোহী নিয়ে সাইপ্রাসের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। আরোহীদের কেউই বেঁচে নেই। বিমানটি সাইপ্রাসের লার্নাকা শহর থেকে এথেন্স যাচ্ছিল। গ্রীসের বিমানের নির্দেশনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'টি যুদ্ধ বিমান পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার আগে পাইলটকে দেখা যায়নি এবং সহকারী পাইলটকে মাথা নীচু করা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে যুদ্ধ বিমানের কর্মীরা। গ্রীস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য মতে, বিমানের ভিতর অক্সিজেনের সরবরাহ এবং বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের ত্রুটির জন্য ঐ দুই পাইলট অসুস্থ হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হ'তে পারে।

বিদেশীরা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে ফ্লাইট পরিবর্তন করতে পারবে না

বিদেশী নাগরিকেরা যুক্তরাষ্ট্রে অবতরণের পর গন্তব্যে পৌঁছার জন্য এয়ারপোর্টে অবস্থান করেই ফ্লাইট পরিবর্তন করতে পারবে না। যদি কেউ করেন এবং সেই বিদেশীকে যদি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সাথে যুক্ত হিসাবে সন্দেহ হয় তবে তাকে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা যাবে এবং আটক থাকাবস্থায় এটর্নী কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেয়া দূরের কথা, ঘুমুতে দেওয়া হবে না এবং খাবারও প্রদান করা হবে না। ব্রুকলীন ফেডারেল কোর্টে কানাডীয় একজন নাগরিকের মামলার শুনানির সময় সরকারী আইনজীবী স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, সিরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মেহের আরার কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময় জেএফকে এয়ারপোর্টে ২০০২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয় 'আল-ক্বায়েদা'র সদস্য সন্দেহে। ২৪ ঘণ্টা রাখা হয় এয়ারপোর্ট পুলিশ ষ্টেশনে। সে সময় তাকে পায়খানা-প্রস্রাব করতে দেয়া হয়নি, খাদ্য-পানি পরিবেশন করা হয়নি, ফোন করতে দেয়া হয়নি পরিবারের কাছে কিংবা কানাডা কন্স্যুলেটে। এরপর রাখা হয় ব্রুকলীনে ডিটেনশন সেন্টারে। সে সময় তার উপর চলে অকথ্য নির্যাতন এমনি অবস্থায় তাকে গুরুতর একজন অপরাধী বিবেচনায় পাঠিয়ে দেয়া হয় সিরিয়ায় এবং সিরিয়া সরকারকে অনুরোধ করা হয় মেহের আরার (৩৫)-কে নির্যাতনের মাধ্যমে আল-ক্বায়েদা নেটওয়ার্কের সকল তথ্য উদঘাটনের জন্য। সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মার্কিন গোয়েন্দাদের সন্দেহ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। সিরিয়া সরকার তাকে মুক্তি দিয়েছে এবং তিনি কানাডায় ফিরে এসে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে মামলা করেছেন অহেতুক নির্যাতন-হয়রানি এবং অমানবিক আচরণের জন্য।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা.

শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আততায়ীর গুলীতে নিহত

শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্ষীয়ান জননেতা লক্ষণ কাদিরগামার কলম্বোতে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। গত ১২ আগষ্ট স্থানীয় সময় রাত ১১-টায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ৭৩ বছর বয়সী লক্ষণ কাদিরগামার একটি সরকারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টিত নিজ বাসভবনে ফেরার পর পরই গোপন অবস্থান থেকে আততায়ী তাঁর উপর গুলীবর্ষণ করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীলংকার রাজনীতিতে দীর্ঘ দিন ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লক্ষণ কাদিরগামার সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লেও তাঁর স্বদেশ প্রেম এবং দেশের ঐক্য-অখণ্ডতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এলটিটিই'র সাথে সরকারের যে শান্তি প্রক্রিয়া চলছে তিনি ছিলেন সেই প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি এবং প্রেসিডেন্টের এ সংক্রান্ত শীর্ষ উপদেষ্টা।

বৃটেনে মুসলিম বিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা

বৃটেনে দেড়শ' বেসরকারী মুসলিম বিদ্যালয়কে সে দেশের সরকারের তত্ত্বাবধানে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়কে 'স্বেচ্ছাসেবামূলক' প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হবে। গত মাসে লণ্ডনে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে বৃটিশ শিশুদের ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে হাযার হাযার মুসলিম শিশু এসব বেসরকারী ইসলামী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। এসব বিদ্যালয়ের অনেকগুলিতে খুবই বিশৃংখল পরিবেশে শিশুদের পাঠদান করা হয়। ইসলামী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের বৃটেনের মূলধারার শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ঐ পদক্ষেপ নেয়া হবে। আনুমানিক ১২০ থেকে ১৫০টি বেসরকারী মুসলিম বিদ্যালয়কে 'স্বেচ্ছাসেবামূলক' প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হবে। এর ফলে বৃটেনের ৬৮৫০টি রোমান ক্যাথলিক, চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও ইহুদী বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে মুসলিম বিদ্যালয়গুলিকে আনা হবে। নয়া পদক্ষেপের কারণে এসব বিদ্যালয়ের উপর স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ বিপদজ্জনক পর্যায়ে যাচ্ছে

আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ আরো বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক পর্যায় পৌঁছতে পারে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, বর্তমান নীতি বহাল থাকলে ২০২৫ সালে আফ্রিকায় অনাহারক্লিষ্ট শিশুর সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে আরো ৩৩ লাখ বৃদ্ধি পেতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সাব-সাহারান আফ্রিকায় অপুষ্টির শিকার লোকের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ৮ কোটি ৮০ লাখ। ১৯৯৯-২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০ কোটিতে দাঁড়ায়।

আফ্রিকায় অপুষ্টির শিকার লোকের সংখ্যা গত ৩০ বছরে বলতে গেলে অপরিবর্তিত থাকে। তবে আফ্রিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অপুষ্টি আক্রান্ত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 'ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্স ইনষ্টিটিউট' (আইএফপিআরআই)-এর রিপোর্টে আভাস দেয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে আরো ত্বরিত কোন পদক্ষেপ না নিলে ২০১৫ সালের মধ্যে আফ্রিকায় অপুষ্টির শিকার শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য ব্যর্থ হবে।

এতে বলা হয়েছে, অপুষ্টির শিকার শিশুর সংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ বর্তমানের ৩ কোটি ৮৬ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ১৯ লাখে দাঁড়াবে। এই অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার পরোক্ষ কারণের মধ্যে রয়েছে সুশাসনের অভাব, কৃষিখাতে বিনিয়োগের অভাব, অবকাঠামোর স্বল্পতা এবং বাজারে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা।

মুসলিম জাহান

বাদশাহ ফাহদের ইন্তেকাল

সঊদী আরবের বাদশাহ এবং পবিত্র মক্কা ও মদীনার হেফাযতকারী ফাহদ বিন আব্দুল আযীয গত ১ আগষ্ট সোমবার ভোরে রাজধানী রিয়াদস্থ কিং ফয়ছাল স্পেশালিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ২ আগষ্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭-টায় রিয়াযের 'আল-উদ' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর দাফন অনুষ্ঠান ছিল অনাড়ম্বর। একটি সাধারণ কবরে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। তাঁর কবরে কোন স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয়নি। পবিত্র কা'বা শরীফের ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয আলে শায়খ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। রাজপরিবারের সদস্যরা একটি অ্যাম্বুলেন্স থেকে বাদশাহ ফাহদের লাশ কাঁধে বহন করে ইমাম তুর্কী বিন আব্দুল আযীয মসজিদে নিয়ে যান। জানাযার ছালাত শেষে আবার তার লাশ একইভাবে কাঁধে করে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কাঠের একটি সাধারণ খাটিয়ায় তাঁর লাশ বহন করা হয়। হলুদ কাপড়ে লাশ আবৃত ছিল। তাঁকে যে গোরস্থানে দাফন করা হয় সেখানে তাঁর পূর্বসুরি বাদশাহ সঊদ, বাদশাহ ফায়ছাল ও বাদশাহ খালেদকে কবর দেয়া হয়। এ গোরস্থানে সাধারণ মানুষের কবরও রয়েছে। ৩৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ বাদশাহ ফাহদের জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

বাদশাহ ফাহদ ১৯২৩ সালে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন। ১৯৬২ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১৯৬৭ সালে উপ-প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে সঊদী আরবের যুবরাজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তিনি বাদশাহ খালেদের ইন্তেকালের পর ১৯৮২ সালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইরাক-ইরানের মধ্যে ৮ বছর ব্যাপী যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তীনের গাযা ও পশ্চিম তীরে সমাজসেবা কাজে ১০ কোটি ডলার সাহায্য ঘোষণা করেন। ১৯৯৫ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছিল না। মাঝে মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এর মধ্যেও তিনি পরম নিষ্ঠার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। শেষদিকে অবস্থা একটু বেশী খারাপ হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে রাজকীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয। সঊদী আরব ও দুই পবিত্র নগরীর উন্নয়ন, জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বাদশাহ ফাহদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নতুন বাদশাহ আব্দুল্লাহঃ

বাদশাহ ফাহ্দের ইন্তেকালের পরক্ষণে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয (৮১) উত্তরাধিকার সূত্রে নতুন বাদশাহ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নয়া বাদশাহ আব্দুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণ করেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আযীযকে নতুন যুবরাজ পদে নিয়োগ দেন। রাজপরিবার উভয় মনোনয়ন অনুমোদন করেছে।

পাকিস্তানের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

পাকিস্তান সফলভাবে তার প্রথম ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। পাকিস্তানের এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের নাম 'বাবর'। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচীতে এটি একটা 'উল্লেখযোগ্য মাইলফলক'। তিনি বলেন, পাকিস্তানের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এই সাফল্য আমাদের জাতীয় গর্বের বিষয়। পাকিস্তানের এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি পারমাণবিক ও প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম। ৫শ' কিলোমিটার (৩১০ মাইল) পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুর

উপর এই ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে পারবে।

উল্লেখ্য, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হ'ল স্বল্প উড্ডয়ন সহায়ক ক্ষেপণাস্ত্র, যা সাধারণত জেট বিমানগুলির ফ্লাইট স্থায়ী করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর বিশেষত্ব হ'ল- ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রাডারের মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় না এবং যেকোন নাশকতামূলক প্রতিরক্ষা ব্যূহে অনুপ্রবেশ করতে পারে। সামরিক মুখপাত্র মেজর জেনারেল শওকত সুলতান বলেন, এই উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র অর্জনকারী কয়েকটি দেশের মধ্যে সর্বশেষ পাকিস্তানও অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

নাইজারে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক পর্যায়ে লাখ লাখ শিশু অপুষ্টির শিকার

আফ্রিকার মুসলিম দেশ নাইজারে দুর্ভিক্ষ সংকটের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখানে অপুষ্টির শিকার হাযার হাযার শিশু এখন মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। এসব শিশুদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসা দাতা সংস্থা জানিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে ছাহারা মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তের নাইজার ও তার প্রতিবেশী দেশগুলি দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে পড়েছে। অপুষ্টি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগে এখানে অনূর্ধ্ব ৫ বছরের প্রতি চার জনের মধ্যে ১ জন মারা গেছে। সম্প্রতি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই। তাছাড়া গত ১৫ বছরের মধ্যে পঙ্গপালের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণে ফসল বিনষ্ট হয়ে পরিস্থিতি প্রকট করে তুলেছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর হিসাব মতে, নাইজারের ১ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক অনাহারের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে ১৬ লক্ষ লোকের জন্য অবিলম্বে সহায়তা প্রয়োজন, সংকট সেখানে ক্রমেই বাড়ছে। এছাড়া প্রতিবেশী মালি, মৌরিতানিয়া ও বুর্কিনাফাসোর আরো ১৫ লক্ষ লোকের জন্য খাদ্য সাহায্য প্রয়োজন। ইউনিসেফ জানিয়েছে, নাইজারের ১ লাখ ৯২ হাযার শিশু অপুষ্টির শিকার। শিশুদের জন্য যরূরী খাদ্য প্রয়োজন। এদের মধ্যে ৩২ হাযার মারাত্মক অপুষ্টির শিকার এবং তারা মৃত্যুর মুখোমুখি। অনেক এলাকার লোকজনকে জীবন ধারণের জন্য ঘাস-লতাপাতা খেতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ নাইজারের জন্য চলতি বছরের মার্চে ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের সাহায্যের আবেদন জানালে সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র ১০ লাখ ডলার।

ফিলিস্তীনীরা জেরুজালেমের এক ইঞ্চি ভূমির দাবীও ছাড়বে না

-কোরেই

ফিলিস্তীনী প্রধানমন্ত্রী আহমাদ কোরেই বলেছেন, গাযা উপত্যকা এবং পশ্চিমতীরের উত্তরাঞ্চল থেকে ইসরাঈলীদের প্রত্যাহার জেরুজালেমকে মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ। গাযা সিটিতে গত ৪ আগষ্ট ক্ষমতাসীন ফাতাহ পার্টি আয়োজিত সমাবেশে হাযার হাযার ফিলিস্তীনীকে তিনি বলেন, কোন ফিলিস্তীনী জেরুজালেমের এক ইঞ্চি ভূমি ত্যাগ করবে না। কোরেই বলেন, জেরুজালেমে না পৌঁছানো পর্যন্ত এবং সেখানে ও পশ্চিমতীরে স্বাধীনতা উৎসব পালন না করা পর্যন্ত আমাদের জাতীয় সংগ্রাম প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। কোরেই ইয়াসির আরাফাতের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে বলেন, আমরা এক বিজয় থেকে আরেক বিজয় পর্যন্ত পাড়ি দেব, যতক্ষণ না সেই বিজয় অর্জিত হয় যে বিজয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্যতম গোলাপ বা তারুণ্য পুরনো নগরীর (জেরুজালেম) দেয়ালে দেয়ালে এবং তার মিনারে ও গির্জায় ফিলিস্তীনী পতাকা উড়িয়ে দেব।

ইসরাঈলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমাদের ভূখণ্ড, আমাদের বাড়িঘর খালি করুন। আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মত থাকতে দিন। আমরা জানি আমাদের দেশকে কিভাবে গড়তে হবে। আপনারা শুধু চলে যান, আর আসবেন না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ফিলিস্তীন সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'ল পশ্চিমতীর, গাযা উপত্যকা ও জেরুজালেম থেকে ইসরাঈলীদের পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তুদের তাদের স্বদেশ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত 'জাতিসংঘ প্রস্তাব-১৯৪'-এর বাস্তবায়ন।

গাযা থেকে ইহুদী বসতি প্রত্যাহার সম্পন্ন

ইসরাঈল গত ২২ আগষ্ট গাযা ভূখণ্ড থেকে তথাকার ২১টি ইহুদী বসতির সবগুলি এবং পশ্চিম তীর থেকে ৪টি বসতি প্রত্যাহার সম্পন্ন করেছে। অবশিষ্ট একটি ইহুদী বসতি স্থাপনকারী পরিবার ঐ দিন গাযা ত্যাগ করার ফলে গত ১৬ আগষ্ট থেকে ইহুদী বসতি প্রত্যাহারের যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা শেষ হ'ল। উল্লেখ্য, ১৬ আগষ্ট ভোরেই ইসরাঈলী সৈন্যরা ভূমধ্য সাগরের বালুকাময় এই উপকূলীয় এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রায় সাড়ে ৮ হাযার ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের নোটিশ দিয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করে। প্রতিটি বসতি স্থাপনকারী পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দু'লাখ থেকে তিন লাখ ডলার প্রদান করা হয়েছে। আরব বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, শ্যারন গাযা ছাড়ছেন। কেননা এটি তুলনামূলকভাবে নির্জন ও সংকীর্ণ এলাকা। প্রায় ১৩ লাখ ফিলিস্তীনীর মধ্য থেকে এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও দুরূহ। এর মাধ্যমেই অপসারিত হ'ল মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রতিবন্ধক প্রাচীর। ইহুদীরা বসতি ত্যাগের পর সৈন্যরা গাযা উপত্যকার শেষ ইহুদী বসতির প্রতিটি বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন করে। প্রায় ৫৫ হাযার ইসরাঈলী সৈন্য ও পুলিশ এই প্রত্যাহার কাজে অংশ নেয়। আগামী ৪ অক্টোবর ইসরাঈলের সেনাবাহিনী গাযা ত্যাগ করবে। তবে ইসরাঈল গাযা থেকে বসতি প্রত্যাহার করলেও গাযার সীমান্ত, আকাশ এবং সাগর দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণেই থাকবে।

উল্লেখ্য, ভূমধ্যসাগর ও ইসরাঈলের মধ্যবর্তী উপকূলীয় ১৪০ বর্গমাইল এলাকা হ'ল গাযা। ১৯৬৭ সালে মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাঈল গাযা ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং সেখানে ইহুদী বসতি গড়ে তুলে। সাথে সাথে সেখানে বসবাসরত আড়াই লাখ ফিলিস্তীনীকে তাদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়।

উজবেক পার্লামেন্টে মার্কিন সৈন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন

উজবেকিস্তানের পার্লামেন্ট সেদেশ থেকে মার্কিন সৈন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। গত ২৯ জুলাই সরকার ৬ মাসের মধ্যে উজবেকিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য ও বিমান ঘাঁটি তুলে নেয়ার জন্য ওয়াশিংটনকে যে নির্দেশ দিয়েছিল ২৬ আগষ্ট পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের ৯৩ জন সিনেটর সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করেন। পার্লামেন্টে ভোটাভুটির পর কাসকাদারিয়া অঞ্চলের গভর্ণর নূরুদ্দীন যয়নাব বলেছেন, মার্কিন ঘাঁটি তার অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। পৃথিবীর যেখানেই মার্কিন ঘাঁটি থাকে সেখানেই হামলার আশংকা থাকে। আমরা কারো হামলার শিকার হ'তে চাই না। উজবেকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাদিক্ব সাফায়েভ বলেন, কাসকাদারিয়া অঞ্চলের জনগণ চেয়েছিল বলেই যুক্তরাষ্ট্রকে ঘাঁটি তুলে নিতে বলা হয়েছে। অপরদিকে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গত মে মাসে আন্দিজানে বিক্ষোভ দমনে উজবেক সরকারের শক্তি প্রয়োগের কড়া সমালোচনা এবং এর জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী তোলায় তাসখন্দ ওয়াশিংটনকে সৈন্য তুলে নিতে বলছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র উজবেকিস্তানে ঘাঁটি তৈরী করে।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরাময়ে ভেষজের সন্ধান

থাইল্যান্ডে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধক এক ধরনের ভেষজ খুঁজে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর নির্যাস মানবদেহে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরাময় ও প্রতিরোধে খুবই কার্যকর। বহুল প্রচারিত 'ব্যাংকক পোষ্ট' পত্রিকা গত ১৯ জুলাই এ খবর দিয়েছে। গবেষণাগারে সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানবদেহে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে এটি খুবই কার্যকর। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের একটি ওষুধের কারখানায় এই ভেষজ থেকে ওষুধ উৎপাদন শুরু হয়েছে। থাই মেডিকেল সাইন্সেস ডিপার্টমেন্টের প্রধান পাইচিত ওয়ারাচিতের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাংকক পোষ্ট বলেছে, ভেষজ থেকে উৎপাদিত এই ওষুধ ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে প্রচলিত যেকোন ওষুধের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। তিনি বলেন, ফাইটো- ১ নামের নতুন এ ওষুধটা ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরাময়ে ধন্বন্তরী বলা যায়। থাই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলেন, ভেষজ ওষুধটির মধ্যে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কোন পদার্থ পাওয়া যায়নি। এতে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত অন্য যেকোন ওষুধের থেকে এটি নিরাপদ ও অধিক কার্যকর।

হলুদ ম্যালেরিয়া নিরাময়ে সহায়ক

হলুদ ম্যালেরিয়া নিরাময়ে সহায়ক। একটি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ম্যালেরিয়া নিরোধ ও নিরাময়ের উদ্দেশ্যে হলুদ থেকে এক ধরনের ওষুধ উৎপাদন শুরু করেছে। বাঙ্গালোরে অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সাইন্স' (আইআইএস) গত ১১ আগষ্ট এই তথ্য দিয়েছে। 'আইআইএস'র বিজ্ঞানী ডঃ জি পদ্মোনাবান বলেন, হলুদে কারকিউমিন নামক একটি পদার্থ আছে, যা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংসে ১শ' ভাগ কার্যকর। কারকিউমিন থেকে উৎপাদিত ওষুধ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত বিভিন্ন পশুর উপর প্রয়োগ করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এ রোগের বিরুদ্ধে এই উপাদানটি শতকরা ১০০ ভাগ কার্যকর।

বার্ড ফ্লু প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন আবিষ্কার

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ঘাতক ব্যাধি বার্ড ফ্লু নিরাময়ে সক্ষম ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন শীর্ষ বিজ্ঞানী গত ৭ আগষ্ট এই তথ্য দিয়েছেন। মার্কিন 'জাতীয় এলার্জি ও সংক্রামক রোগপ্রতিরোধ কেন্দ্র' (এনআইএআইডি)'-এর পরিচালক ডঃ এন্থোনি ফাউচি বলেন, যাদের বয়স ৬৫ বছরের নীচে এমন ৪৫০ জন স্বাস্থ্যবান মানুষের দেহে সদ্য আবিষ্কৃত ভ্যাক্সিনটি প্রবেশ করিয়ে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা যাচাই করে অত্যন্ত সুফল পাওয়া গেছে। মুরগীর ডিম থেকে তৈরী ভ্যাক্সিনটি আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করালে তার শরীরে বার্ড ফ্লু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যার ফলে সে দ্রুত সেরে উঠে। ডঃ ফাউচি বলেন, এতে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ও বিস্তার রোধে এ পর্যন্ত পরীক্ষিত ওষুধগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর।

কৃত্রিম শুক্র বা ডিম ব্যবহার করে বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো যাবে

চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের বন্ধ্যাত্ব দূর করা এখন আর অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়। অবিশ্বাস্য হ'লেও ব্রিটিশ গবেষকরা এতদিন যা অসাধ্য মনে হ'ত তা সাধন করে ফেলেছেন। কৃত্রিম শুক্রকিট ও ডিম আবিষ্কারের মাধ্যমে বেহেরুজ আফ্লাতুনিয়ান এবং হ্যারি মূর নামের ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রফেসর চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। দীর্ঘ দিন গবেষণা করে দু'বিজ্ঞানী ভ্রূণের অবিকশিত কোষ থেকে আদিম জীবকোষ তৈরী করে পুরুষের অণ্ডকোষে অথবা স্ত্রীর ডিম্বাশয়ের মধ্যে কৃত্রিমভাবে তা প্রবেশ করিয়ে বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোর উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তারা বলেন, অবিবাহিত পুরুষের জিন নিয়ে কৃত্রিম শুক্র তৈরী করে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তা থেকে সন্তান উৎপাদন এবং একই পদ্ধতিতে মহিলাদের জিন নিয়ে ডিম তৈরী করে মানুষের বংশ বৃদ্ধি সম্ভব। আগামী ১০ বছরের মধ্যে ক্লিনিকে গিয়ে যে কোন মানুষ তা করতে পারবে বলে তারা উল্লেখ করেন।

কুমীরের রক্তে এইচআইভি বিনাশী উপাদান

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা উষ্ণমণ্ডলীয় উত্তরাঞ্চল থেকে কুমীরের শরীর হ'তে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এ থেকে তারা শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক তৈরী করতে পারবেন। যা দিয়ে মানব শরীরের জটিল রোগ নিরাময়ে কাজে লাগতে পারে। এর আগের এক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, সরীসৃপ প্রজাতির রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা মানব দেহের এইচআইভি ভাইরাস ধ্বংস করতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী থেকে এ খবর জানা গেছে। উল্লেখ্য, কুমীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা মানব দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থার তুলনায় অত্যধিক বেশী শক্তিশালী। উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা থেকে কুমীরের রক্ত সংগ্রহ করেছেন আমেরিকার বিজ্ঞানী মার্ক মার্চেন্ট। ১৯৯৮ সালে এ ব্যাপারে প্রাথমিক গবেষণা রিপোর্টে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, সরীসৃপের রক্তে এমন কিছু প্রোটিন (এন্টিবডি) রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী পেনিসিলিন প্রতিরোধক। অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী এ্যাডাম ব্রাইটন বলেন, এর মধ্যে মানব দেহের তুলনায় বেশী শক্তিশালী এইচআইভি ভাইরাস বিনাশকারী উপাদান রয়েছে।

সাগর তরঙ্গ থেকে বিদ্যুৎ

জাঞ্জিবারে ভারত মহাসাগরের সাগর তরঙ্গের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের ম্যানেজার সুলায়মান আলী জুমা দারুস সালামে সাংবাদিকদের বলেন, একটি ইসরাঈলী কোম্পানী এ ব্যাপারে সেপ্টেম্বর মাস থেকে সম্ভাব্যতা পরীক্ষা শুরু করবে। মুসলিম দেশ জাঞ্জিবার বর্তমানে তাপ বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। এই বিদ্যুৎ খুবই ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের অনুকূল নয়।

আয়ুবর্ধক হরমোন আবিষ্কার

টেক্সাস মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরনের হরমোন আবিষ্কার করেছেন যা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক মার্কিন সাময়িকী সায়েন্স অনলাইনে গত ২৬ আগষ্ট এই তথ্য দেয়া হয়। মাকুতো কুরোওর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ থেকে সংগৃহীত হরমোন নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে, এতে আয়ু বৃদ্ধিকারী এমন এক ধরনের পদার্থ রয়েছে যা মানব দেহেও আছে। তবে তার আগে এ ক্ষেত্রে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলেছেন। তারা বলেন, এই আবিষ্কার বার্ধক্যের কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি। বিজ্ঞানীরা প্রথমে ইঁদুরের উপর গবেষণাকালে ঐ হরমোনের সন্ধান পান। ভবিষ্যতে এর দ্বারা বার্ধক্যজনিত বহু রোগের চিকিৎসা করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

সংগঠন সংবাদ

দেশব্যাপী বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

রাজশাহী, ১৯ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী বোমা হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পূর্ব মিছিলটি রেলগেট থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে পুনরায় মিছিলটি জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে স্টেডিয়ামে এসে শেষ হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি জনাব শামসুল আলম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, সারাদেশে নযীরবিহীন সিরিজ বোমা হামলায় আমরা ক্ষুব্ধ, বিস্মিত। অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, দেশব্যাপী ৫ শতাধিক বোমা বিস্ফোরিত হ'ল অথচ আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এ সম্পর্কে আগাম কোন তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কোন মাশুল নেই। বক্তাগণ বলেন, দেশকে অকার্যকর ও জঙ্গীবাদী মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণিত করার হীন উদ্দেশ্যে এ বোমা হামলা চালানো হয়েছে। সারাবিশ্বে মুসলমানদের জঙ্গী ও সন্ত্রাসী প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর অশুভ শক্তিগুলি যে ভয়ংকর নীলনকশা এঁটেছে বাংলাদেশের এই সিরিজ বোমা হামলা সেই মহা ষড়যন্ত্রেরই অংশ। বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বোমাবাজি করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে না। বরং প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যেকোন নাশকতামূলক অপতৎপরতাকে তারা নাজায়েয বলে জানে। অথচ চিহ্নিত মহলের ষড়যন্ত্রে পত্র-পত্রিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে রাষ্ট্রবিরোধী গোষ্ঠীর সাথে একাকার করে ফেলার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। বক্তাগণ এ হামলার সুষ্ঠ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির জোর দাবী জানান।

ঢাকা ২৬ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ দেশব্যাপী ১৭ আগষ্টের সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে নগরীতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও বায়তুল মুকাররাম মসজিদের উত্তর গেটে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক ইসমাঈল হুসাইন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম প্রমুখ।

বক্তাগণ বোমা হামলাকারীদের দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করে বলেন, দেশবিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষী কোন বৃহৎ শক্তিই এই সিরিজ বোমা হামলার সাথে জড়িত। ইসলামপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক কোন ব্যক্তি ও দলের পক্ষে এ ধরনের ন্যক্কারজনক কর্ম সম্পাদন করার প্রশ্নই উঠে না। ইসলাম অস্ত্রবাজির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কুচক্রী মহল এ ধরনের নাশকতার সাথে কিছুসংখ্যক অজ্ঞাত মূর্খ মুসলিম নামধারী একটি গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করে হেয় করতে চাচ্ছে। বিশেষ করে আহলেহাদীছ জামা'আতকে কোণঠাসা করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সাথে সম্পৃক্ত বলে অপপ্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং ধরা পড়লেই অনায়াসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নাম বলার নীল নকশা অংকন করা হয়েছে। যা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এ দেশের একটি স্বচ্ছ, নির্ভেজাল ও দেশপ্রেমিক সংগঠন। দীর্ঘ ৩০ বছরের সাংগঠনিক জীবনে কেউ এ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে পারেনি। বক্তাগণ দেশবিরোধী যেকোন ষড়যন্ত্র মুকাবিলায় দল-মত নির্বিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং সারা দেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদের অযথা হয়রানি না করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জোর দাবী জানান।

ঢাকা ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বোমা হামলা ও নির্দোষ আলেম-ওলামা এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদের হয়রানির প্রতিবাদে বায়তুল মুকাররাম মসজিদের উত্তর গেটে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা শামসুল হক শিবলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, দেশব্যাপী বোমা হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু। 'জামাআতুল মুজাহিদীন' নামধারণ করে যেসব অর্বাচিন অজ্ঞ-মূর্খরা দেশে এই বিধ্বংসী অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তারা এবং তাদের দেশী-বিদেশী মদদদাতারা নিঃসন্দেহে এ দেশের এবং ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন। এই মুহূর্তে এদেরকে আইনের আশ্রয়ে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে না পারলে দেশ ও জাতির জন্য তা চরম ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। নেতৃবৃন্দ বলেন, জামা'আতুল মুজাহিদীন (জেএমবি) বা অন্য কোন জঙ্গী গোষ্ঠীর সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দূরতম কোন সংশ্লিষ্টতা কিংবা কোনরূপ সমর্থন নেই। ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে আটক জঙ্গীরা পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে প্রকৃত বোমা হামলাকারীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং নির্দোষ আলেম-ওলামা ও আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানান।

Contents

শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৯ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, বর্তমানে ক্ষমতাসীন ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার জোট সরকারের আমলে সারা দেশের ৬৩ যেলায় সংঘটিত সিরিজ বোমা হামলা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নযীরবিহীন ঘটনা। এদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এত বড় একটি ঘটনার কোনরূপ পূর্বাভাষ দিতে পারেনি। ফলে এ সরকারের প্রতি মানুষ ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তারা আরো বলেন, সরকার প্রকৃত জঙ্গীদের গ্রেফতার না করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করে একদিকে দাতাগোষ্ঠীকে দেখাচ্ছে আমরা দেশে জঙ্গী দমনে তৎপর। অন্যদিকে প্রকৃত জঙ্গী আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই এখনো গ্রেফতার হয়নি। জনগণ এটা কোনদিন মেনে নেবে না। নেতৃবৃন্দ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মুক্তি ও সকল হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

পরিশেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ সকলের সাথে পরামর্শ করে ২০০৫-২০০৭ সেশনের জন্য মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করেন। নবগঠিত কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর (পূর্ব) ১৫ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর দাউদপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে শিহাবুদ্দীন আহমাদ আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের দিকে নিঃস্বার্থভাবে আহ্বান করে, পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করে। তিনি বলেন, ইসলাম কখনো জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জঙ্গীবাদী আন্দোলন এবং তার নেতা ও কর্মীদের জঙ্গীবাদী আখ্যা দেওয়া চরম অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। বর্তমান সরকার জঙ্গী দমনের নামে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ন ও হয়রানি করছে। তিনি সকল স্তরের নেতা-কর্মীকে সরকারের এ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করেন। সমাবেশ শেষে নয় সদস্য বিশিষ্ট যেলা কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

ফুলতলা, পঞ্চগড় ২৫ জুন শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে স্থানীয় ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। শতাধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানকে সভাপতি, মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ সাঈদ আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। সমাবেশে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম।

জলাইডাঙ্গা, রংপুর ১২ জুলাই মঙ্গলবারঃ অদ্য জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। সমাবেশে মুহাম্মাদ আবুল আককাছকে সভাপতি, মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছকে সাধারণ সম্পাদক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘে'র যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান।

উক্ত সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন শফীকুল ইসলাম।

গাইবান্ধা (পশ্চিম), ২৮ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় নাকাইহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আউনুল মা'বূদ। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হায়দার আলী, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সুবহান এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবু হানীফ।

প্রশ্নোত্তর

?????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১)ঃ শাদ্দাদ কে ছিল? সে নাকি একটি বেহেশত তৈরী করেছিল। বেহেশত তৈরির সময় কিছু স্বর্ণ কম পড়লে এক বুড়ির নাতনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি অভিশাপ দেয় যে, আল্লাহ যেন শাদ্দাদকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দেন। অতঃপর কাজ সমাপ্ত হ'লে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে গিয়ে বেহেশতের দরজায় এক পা ও ভিতরে এক পা রাখা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। শাদ্দাদের তৈরী বেহেশত সহ নাকি আল্লাহ্ মোট ৮টি বেহেশত পূর্ণ করেছেন। এগুলির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দিদার বখশ
খানপুর বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আদ'-এর দুই পুত্র ছিল শাদীদ ও শাদ্দাদ। প্রথমে শাদীদ রাজা হয় এবং বহু দেশ জয় করে। শাদীদের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ রাজা হয়। সে আল্লাহ্র বেহেশতের বর্ণনা শ্রবণ করে অহংকার বশতঃ 'আদনের মরুভূমিতে অনুরূপ একটি বেহেশত নির্মাণ করে এবং 'ইরাম' নামে নামকরণ করে। অতঃপর দেখার জন্য সে তার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে যাত্রা করে। একদিন এক রাতের পথ বাকী থাকতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আকাশ হ'তে একটি বিকট শব্দ প্রেরণ করেন। ফলে তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাম তাল্লানী উক্ত গল্পটি উল্লেখ করে বলেন, ইহা ইহুদী সূত্র হ'তে প্রাপ্ত যা ভিত্তিহীন *(বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা ফজরের ৬ নং আয়াতের তাফসীরের হাশিয়া দ্রঃ)*।

অন্য মতে বলা হয়, শাদ্দাদ তার নির্মিত বেহেশতের দ্বারে উপনীত হয়ে ঘোড়া হ'তে অবতরণের জন্য যখন এক পা কেবল মাটিতে রেখেছে আর অপর পা ঘোড়ার রিকাবেই আছে তখন তার প্রাণ হরণের জন্য 'মালাকুল মঊত' (মৃত্যু) উপস্থিত হন। শাদ্দাদ বেহেশতে প্রবেশ করে এক মুহূর্ত দেখার সময় প্রার্থনা করলেও ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হরণ করেন। উপরোক্ত কাহিনীরও কোন ভিত্তি নেই *(মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, লুগাতুল কুরআন ১/৭১ পৃঃ, 'ইরাম' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রঃ; তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফজরের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩/৪৫৭ পৃঃ)*।

শাদ্দাদের বেহেশত নিয়ে আল্লাহ্র ৮টি বেহেশত পূর্ণ করা এবং বুড়ির নাতনীর কাছ থেকে স্বর্ণ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাটিও ভিত্তিহীন। মূল কথা হ'ল এ সমস্ত ঘটনা গালগল্প মাত্র। এগুলির আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২)ঃ বিছানায় ছালাত আদায় করা কি জায়েয? ছালাত আদায়ের সময় কপালে ধূলা বা ময়লা লাগলে ঝেড়ে ফেলা যাবে কি? ক্রমাগত প্রত্যেক ছালাতে একই আয়াত বা সূরা পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গালিব, ঢাকা।

উত্তরঃ বিছানা পবিত্র থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) নিজের বিছানায় ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করত *(ছহীহ বুখারী ১/১২৬ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিছানায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দু'খানা তাঁর ক্বিবলার দিকে থাকত। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আবার পা প্রসারিত করতাম *(ছহীহ বুখারী হা/৩৮২-৮৩, 'বিছানায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

ছালাতরত অবস্থায় কপালে কিংবা নাকে ধূলা-বালি বা ময়লা লাগলে ঝেড়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ এ সমস্ত কার্যাদি ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। এমনকি তাঁর কপালে কাদামাটির চিহ্নও লেগে থাকতে দেখেছি। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তাঁর উস্তায হুমায়দী (রহঃ) ছালাত শেষ হবার পূর্বে কপাল না মোছার পক্ষে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করতেন *(ছহীহ বুখারী হা/৮৩৬, 'ছালাতরত অবস্থায় কপাল ও নাকের ধূলা-বালি না মোছা' অনুচ্ছেদ)*।

কোন মুছল্লীর একটি আয়াত বা সূরা ছাড়া অন্য কোন আয়াত বা সূরা জানা না থাকলে তার দ্বারাই ক্রমাগত প্রত্যেক ছালাত আদায় করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য কুরআনের যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। তবে একাধিক সূরা বা আয়াত মুখস্থ থাকলে একাধিক পড়াই উত্তম। কারণবশতঃ একই ছালাতে প্রতি রাক'আতে একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র একটি আয়াত দ্বারা রাতের ছালাত শেষ করেন। সেটি হ'ল সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াত *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২০৫ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের দুই রাক'আতেই সূরা যিলযাল পড়েছেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৮১৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'দুই রাক'আতে একই সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৯১পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩)ঃ মানুষ জন্মসূত্রে মুসলমান, না অন্য কোন ধর্মাবলম্বী?

-আব্দুল বারী
শিফা মেডিকেল হল, রাজারবাগ, বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ সকল মানুষই জন্মসূত্রে মুসলমান। আবু হুরায়রা

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশুই 'ফিতরাতের' উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম বুখারী, হাফেয ইবনু কাছীর, ইবনু হাযম ও সালাফে ছালেহীন বলেন, উক্ত হাদীছে 'ফিতরাত' বলতে 'ইসলাম'কে বুঝানো হয়েছে। অন্য যে হাদীছে 'মিল্লাত' শব্দ এসেছে তা এ মতকেই শক্তিশালী করে। একটি হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার প্রভু বলেন, আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ সত্য পথাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান তাদেরকে দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ, ১/১৭৬ পৃঃ)*। কেউ বলেন, উক্ত হাদীছ ও সূরা রূমের ৩০নং আয়াতে বর্ণিত 'ফিতরাত' দ্বারা 'যোগ্যতা'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনা, তাঁকে মেনে চলা, দ্বীন ইসলাম কবুল করা এবং ভাল-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাই পরবর্তীতে যদি পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে তবে সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে না। মিশকাত শরীফের বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৭৫-৭৬ পৃঃ, হা/৯০-এর ভাষ্য দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪)ঃ মুসলমান রাজমিস্ত্রী অন্য কোন ধর্মের উপাসনালয় যেমন মন্দির, গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারবে কি?

-মাহফূয
লালগোলা (ললডহরী), মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মুসলিম শ্রমিকদের জন্য বিশেষত অমুসলিম উপাসনালয় তৈরী করা জায়েয হবে না। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, কোন মুসলমান শ্রমিক অমুসলিম মালিকের অধিনস্ত থেকে সেই কাজই করতে পারবে, যে কাজ তার মুসলমান হিসাবে সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত। যেহেতু অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলি শিরকের আড্ডাখানা সেহেতু মুসলমান হিসাবে তা নির্মাণ কার্যে শ্রম দেয়া জায়েয হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১/১৮৮ পৃঃ)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ন্যায় ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫)ঃ যেহরী ছালাতে ইমাম সিজদার আয়াত পাঠ করলে ছালাতের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী উভয়কেই কি সিজদা করতে হবে? ছালাতের বাইরে তেলাওয়াত করলেও কি সিজদা করতে হবে? এর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম আযাদ
বি,কম, পরীক্ষার্থী
সাতক্ষীরা দিবা নৈশ ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেহরী বা সেররী যেকোন ছালাতে ইমাম সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সিজদা করা সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯)*। আবু রাফে' বলেন, আমি আবু হুরায়রার পিছনে রাতের ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে সিজদা করলেন। আমি বললাম, এটা আবার কি? তিনি বললেন, এই সূরা পড়ার কারণে আমি রাসূলের পিছনে সিজদা করেছি ... *(ছহীহ বুখারী ১/৩২৯ পৃঃ, হা/১০৭৮ 'ছালাতে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করা' অনুচ্ছেদ)*। ছালাতের বাইরে তেলাওয়াতকারী বা শ্রবণকারী সকলকেই কেবল একটি করে সিজদা করতে হয়। এর জন্য ওযূ, ক্বিবলা বা সালাম শর্ত নয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছঃ), পৃঃ ৮৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজম তেলাওয়াতের সময় সিজদা করলে তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল *(ছহীহ বুখারী হা/১০৭১, মিশকাত হা/১০৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যায় কি?

-গালিব, ঢাকা

উত্তরঃ ইনজেকশন দ্বারা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য হ'লে, ছিয়াম অবস্থায় তা নেয়া যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০০ 'ছিয়াম' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম হা/৬৫০)*। তবে খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য হ'লে জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ আহার থেকে বিরত থাকার নাম। একান্ত প্রয়োজন হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করবে *(বাক্বারাহ ১৮৪; আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২২/১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কয়দিন পর্যন্ত জানাযা পড়া যাবে?

-আব্দুল হাদী
চন্দ্রপুকুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরকে সামনে রেখে যেকোন সময় জানাযা পড়া যায়। যদিও দাফনের পূর্বে জানাযা হয়ে থাকে। ওহোদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন ৮ বছর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জানাযা পড়েছিলেন *(বুখারী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪৯ ও ৪৬ পৃঃ 'শহীদদের উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ মসজিদে নববীর জনৈক ঝাড়ুদার মারা গেলে নবী করীম (ছাঃ) তার মৃত্যুর কথা জানতে না পেরে পরবর্তীতে উপস্থিত হয়ে তার কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়েন *(বুখারী হা/১৩৩৭ 'জানাযা' অধ্যায়, 'দাফন করার পর কবরের উপর জানাযা আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮)ঃ আযাযীল শয়তানের বংশ পরিচয়, নাম অর্থসহ এবং শয়তানের মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ইবলীস জিন জাতির পিতা। যেমন আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা। উল্লেখ্য, কেউ কেউ ইবলীসকে

মালায়িকা (ফেরেশতা)-এর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করলেও এমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাকে জিনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(কাহফ ৫০; তাফসীরে কুরতুবী ১/২০২ পৃঃ, বাক্বারাহ ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। ইবলীসের হায়াত ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত *(আ'রাফ ১৪-১৫)*। শয়তানের নাম ইবলীস ও আযাযীল। 'ইবলীস' অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ, বঞ্চিত। 'আযাযীল' অর্থ (عزازيل) পৃথক হওয়া, বিতাড়িত হওয়া। 'শয়তান' অর্থ দূরাচারী, কুমন্ত্রণা দাতা। ইবলীস শয়তানের উপর শরী'আতের বিধি বিধান আরোপিত হওয়ায় জিন ও মানুষের ন্যায় তাকেও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তবে তার মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯)ঃ মসজিদের ফাণ্ড হ'তে মক্তব নির্মাণ করা যাবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ আব্দুছ ছামাদ
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ফাণ্ড মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হবে। তবে তার উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা অর্থাৎ মসজিদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা মাদরাসা, মক্তব বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, 'যদি তোমার সম্প্রদায় জাহেলিয়াত হ'তে নতুন মুসলমান না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বার গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে দিতাম' *(মুসলিম, ইমাম শওকানী, আদ-দারারিউল মাযিয়্যাহ, পৃঃ ২৬৫)*। ওমর (রাঃ) কা'বা ঘরের ওয়াক্বফকৃত গেলাফ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অভাবের তাড়নায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পরিণতি সম্পর্কে জানতে চাই। অত্যন্ত দুর্বল বা রোগাক্রান্ত মহিলারা ঔষধ খেয়ে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া বন্ধ করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা দরিদ্রতার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' *(ইসরা ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে গোপন হত্যা বলে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। তবে যদি দুর্বল বা অসুখের কারণে কোন রমণীর সন্তান নেওয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে, তাহ'লে তার ব্যাপার স্বতন্ত্র। এমতাবস্থায় ঔষধ কিংবা অন্য যেকোন অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। তখন সেটা আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭)*। তবে বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে কবীরা গোনাহ হবে। কারণ সন্তান হত্যা করা কবীরা গোনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১)ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তন বা লিজ নেওয়া জমিতে ফসল হ'লে ওশর কাকে দিতে হবে? যে লিজ নিয়েছে তাকে, না জমির মালিককে?

-সাঈদ ইবনু এহসান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ নিছাব পরিমাণ ফসল হ'লে যে জমি লিজ নিয়েছে তাকেই ওশর দিতে হবে। কেননা লীজ গ্রহীতাই উৎপাদিত শস্যের মালিক। আর শস্যের মালিকের উপরেই ওশর ফরয *(আন'আম ১৪১)*। অন্যদিকে জমির মালিক যেহেতু টাকা নিয়েছে তাই তার টাকা যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের বা সাড়ে বাহান্ন তোলা টাকার সমপরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয় তাহ'লে তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩ ও ১৫৬৪; বুলুগুল মারাম তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী হা/৫৯২-৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫৩)ঃ মেয়েরা বাড়ীতে জুম'আর ছালাত একাকী পড়লে মোট কয় রাক'আত আদায় করবে?

-আহসান হাবীব
কাজিপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয়। তারা মসজিদে গিয়ে জুম'আ পড়তে চাইলে ইমামের সাথে দু'রাক'আতই আদায় করবে। আর বাড়ীতে পড়লে যোহর পড়বে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৯-৬০)*। জুম'আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ মুসলমানের উপরে জামা'আত সহ আদায় করা ফরযে আইন *(জুম'আ ৯)*। গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৫৯২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৪)ঃ প্রচলিত আছে, আদম (আঃ)-এর কোন এক সন্তানের বেহেশতের হূরের সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাদের ঘরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা আজ মুঘল, সৈয়দ ও পাঠানের বংশধর। এদের ঝি, বৌরা গোয়াল ঘরে গেলে নাকি গরু, ছাগল মারা যাবে। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছে এ ধরনের ঘটনার অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। আদম সন্তান যখন জান্নাতে যাবে তখনই তারা জান্নাতের হূর পাবে, এর পূর্বে নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৯, ৫৬৪৮ 'জান্নাতবাসী ও জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৬)ঃ একই মাসে দু'বার মাসিক হ'লে দ্বিতীয় মাসিকে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয কি?

- আমানুল্লাহ
হারগিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ একই মাসে দু'বার ঋতুস্রাব হ'লে উভয়টি হায়েয বা

মাসিক নয়। মাসের নির্ধারিত সময়ে যে রক্তস্রাব দেখা দেয় সেটিই কেবল মাসিক। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের আগে রক্তস্রাব দেখা দিলে তাকে মুস্তাহাযা বলা হয়। এই অবস্থায় গোসল করে প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করে ছালাত আদায় করা এবং সহবাস করা ইত্যাদি জায়েয *(আবুদাঊদ, দারেমী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৯ ও ৫৬০)*। অতএব প্রথমে যদি পূর্বের সময় অনুযায়ী মাসিক হয়ে থাকে, তাহ'লে দ্বিতীয়টি হবে মুস্তাহাযা। আর দ্বিতীয় হায়েয যদি পূর্বের মাসের সময় হয়ে থাকে তাহ'লে প্রথমটি হবে মুস্তাহাযা। আর এ অবস্থায় সহবাস জায়েয।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৭)ঃ বক, শালিক, বাবুই পাখি, পানকৌড়ী ইত্যাদি বন্দুক অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করে খাওয়া যাবে কি?

-মাহবূবা তাসনীম
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ যেসব পাখি পায়ের নখ দ্বারা শিকার করে খায়, সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। এসব ছাড়া অন্য সব পাখি বন্দুক দ্বারা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করে খাওয়া হালাল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫)*। উল্লেখ্য যে, বন্দুক, তীর বা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করলে সেটা 'বিসমিল্লাহ' বলে ছুড়তে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪, ৪০৬৬ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৫৮)ঃ একটি ছালাত শিক্ষা বইয়ে দেখলাম, ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জলতা কমে যাবে, যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রূযীর বরকত কমে যাবে, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শরীরে শক্তি কমে যাবে, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তান কোন কাজে আসবে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে ঘুমে তৃপ্তি হবে না। ছালাত পরিত্যাগকারী ৮০ হুক্বা জাহান্নামে থাকবে ইত্যাদি। এগুলির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি ছহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলি মানুষের তৈরি উদ্ভট কথা মাত্র। কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে তাকে ৮০ হুক্বা জাহান্নামে থাকতে হবে মর্মে প্রচলিত কথার প্রমাণেও কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী। এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৪; তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/৫৭৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এই তালাক কার্যকর হওয়া বা না হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এক্ষণে এর সঠিক সমাধান কি?

- আব্দুল জব্বার
পলাশ বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাতাল অবস্থায় তালাক হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় (৩) জ্ঞান হারা ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭০৩)*। তাই মাতাল হয়ে তালাক দিলে ঐ তালাক কার্যকর হবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৬১)ঃ পোষ্ট মর্টেম করা জায়েয কি?

- মুহাম্মাদ সেলিম রেযা
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃত দেহ কাটা-ছেঁড়া বা পোষ্ট মর্টেম করা জায়েয নয়। কারণ মৃত লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যরূরী। হাদীছে মৃত লাশের হাড্ডি ভাঙ্গাকে জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার সাথে তুলনা করা হয়েছে *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭১৪)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৬৩)ঃ অনেকে গোসলের পূর্বে শরীরে তেল ব্যবহার করে। রাসূল (ছাঃ) কি এভাবে তেল ব্যবহার করতেন?

- ফযলুর রহমান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শুধু তেল নয় প্রয়োজনে যেকোন পাক-পবিত্র বস্তু শরীরে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া তেল ব্যবহার করা সম্পর্কে হাদীছও রয়েছে। সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তম রূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, অতঃপর তেল হ'তে নিজের শরীরে কিছু তেল ব্যবহার করবে অথবা ঘরে খোশবু থাকলে কিছু খোশবু ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে রওয়ানা হবে এবং দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক রাখবে না এবং যতদূর সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। তৎপর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ করে শুনবে। নিশ্চয়ই এই জুম'আ ও পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/১২৯৯ 'পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬৪)ঃ আবুবকর (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে 'গারে ছওরে' অবস্থান করছিলেন, তখন নাকি কাফেররা তাঁদের মাথার উপরে উঠে গিয়েছিল। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেছেন, (হিজরতের সময়) আমরা যখন গুহার মধ্যে ছিলাম তখন আমাদের মাথার উপরে মুশরিকদের পা

দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তাহ'লে তো আমাদের দেখে ফেলবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তুমি এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করছ, যাদের তৃতীয় জন হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৬১৮ 'মু'জেযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬৫)ঃ অবৈধভাবে কোন মেয়ে অন্তসত্ত্বা হ'লে যেনাকারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া যাবে কি?

-সাজিদুল ইসলাম
চেতকাপ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যেনা জঘন্য অপরাধ। অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। এ ধরনের গর্হিত ঘটনা সংঘটিত হ'লে উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন করা যায়। তবে তাদের উভয়কে তওবা করতে হবে। অবিবাহিত যেনাকারীদের বিবাহের ব্যাপারে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তারা তওবা করে সংশোধন হ'লে বিবাহ দেওয়া যায়। আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, জাবের (রাঃ), সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, ইমাম যুহরী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, যেনাকার ও যেনাকারিণীর মধ্যে বিবাহ জায়েয। তাদের দলীল হ'ল, আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী, যা তিনি মাহরাম মহিলাদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ ব্যতীত যেকোন নারী তোমাদের জন্য হালাল' *(নিসা ২৩; নায়লুল আওত্বার ৬/১৪৫ পৃঃ 'যেনাকার যেনাকারিণীর বিবাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেনা হালাল সম্পর্ককে হারাম করতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/ ১৮৮১, ৬/ ২৮৭-৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬৬)ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কতদিন পর্যন্ত অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অলংকার ও রঙ্গিন কাপড় এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। উম্মু আত্বীয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সে রঙ্গীন কাপড় পরবে না এবং সুরমা লাগাবে না...' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩১; বাক্বারাহ ২৩৪)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা মহিলা (চার মাস দশ দিন) লাল রঙের কাপড় ও গয়না পরবে না। চুলে বা হাতে পায়ে মেহেদী এবং সুরমাও লাগাবে না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৩৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধুর সাথে যেনা করলে দারুল উলূম দেওবন্দ ও ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ঘোষণা করেছে, মহিলা স্বামীর বাড়ীতে থাকতে পারবে না এবং স্বামীর সঙ্গে মিলামেশা করতে পারবে না। এ ফৎওয়া কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ফৎওয়া সঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে হালালকে হারাম করা হয়েছে। ঐ মহিলাকে নিয়ে তার স্বামী ঘর-সংসার করতে পারবে। এক লোক শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ অবৈধ কর্ম তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করতে পারে না *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৮৮১)*। আলী (রাঃ) বলেন, 'হারাম কর্মকাণ্ড কখনো হালাল সম্পর্ককে হারাম করতে পারে না' *(ইরওয়া ২৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৮)ঃ রামাযান মাসে নিয়মিত ছালাত আদায় না করে শুধু ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে কি?

-তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯)*। ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। সুতরাং ছিয়াম পালনের ফরয আদায়ের সাথে সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে *(আত-তাহরীক মার্চ '৯৯, ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৯)ঃ মূর্দাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে ওযূ করানো সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।

-সুমন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মূর্দাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে ওযূ করানো সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে যয়নব মারা গেলে তাকে উম্মু সুলাইম গোসল করান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করাও তারপর তাকে গোসল দাও' *(ত্বাবারাণী, মির'আত ৫/৩৪২ পৃঃ 'মূর্দাকে গোসল ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৩৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৭০)ঃ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির অনেক সময় পূর্ণ লাশ পাওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন অঙ্গ পাওয়া গেলে গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযা পড়তে হবে কি?

-শাহাবুদ্দীন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মৃতের যেকোন অঙ্গ পাওয়া গেলে তার গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ব্যক্তিও জানাযা করেছেন, যার কোন অঙ্গই উপস্থিত নেই *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৭১)ঃ আমার স্ত্রীকে ১৯৮১ সালে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছিলাম। সেদিনই রাতে জনৈক ইমামের ফৎওয়া অনুযায়ী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেই এবং দীর্ঘদিন যাবৎ একত্রে সংসার করে আসছি। হঠাৎ সে তার বড় ভাইয়ের বাসায় যায় এবং এক বছর যাবৎ ফিরে আসে না। সে বলছে, আমার মুখ দেখলে নাকি গোনাহ হবে। কেননা তার মতে সে তালাক হয়ে গেছে। তার বক্তব্য হ'ল, আমি যখন তাকে এক সাথে তিন তালাক দেই, তখন নাকি 'তালাকে বায়েন' কথাটি আমি উল্লেখ করেছিলাম। অবশ্য একথা আমার স্মরণ নেই। এর দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কাযী ফযলুর রহমান
২৩৮, খান জাহান আলী রোড
মৌলভী পাড়া, খুলনা-৯১০০।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত এক সঙ্গে দেয়া তিন তালাক এক তালাকই গণ্য হয়েছে। তালাক হয়ে গেছে মর্মে উক্ত মহিলার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমনকি ঐ সময় তালাকে বায়েন কথাটি উল্লেখ করলেও *(মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯ পৃঃ)*। ইমামের ফৎওয়া মোতাবেক স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াও শরী'আত সম্মত হয়েছিল। অতএব দীর্ঘদিন যাবৎ পৃথক থাকলেও সে তার স্বামীর স্ত্রী হিসাবেই আছে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও অটুট রয়েছে। এক্ষণে একত্রিত হওয়ার জন্য পুনরায় নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত হিল্লা প্রথা সম্পূর্ণ হারাম *(তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৯৬; ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০ পৃঃ)*।

আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এতে সে দারুণভাবে মর্মাহত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাউদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯; বুলূগুল মারাম হা/১০৭৪, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ঐ, হাশিয়া মুবারকপুরী)*।

সুতরাং উক্ত মহিলা নিঃসন্দেহে তার স্বামীর বাড়ী ফিরে এসে স্বামীর স্ত্রী হিসাবে ঘর-সংসার করতে পারে। *[বিস্তারিত জানতে পড়ুন; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' বই]*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৭২)ঃ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ইশারা করে তালাক দিলে তালাক হবে কি? এমন তালাক কি তালাকে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

-আব্দুল্লাহ, খুলনা।

উত্তরঃ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ইশারা করে তালাক দিলে তালাক হবে না। কারণ শরী'আতে এভাবে তালাক দেওয়ার কোন বিধান নেই। কেনায়া বা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবুও তা মুখে উচ্চারিত হ'তে হবে এবং তাতে নিয়ত যরূরী। সুতরাং ইহা তালাকে কেনায়ারও অন্তর্ভুক্ত নয়। কেনায়া হ'ল- যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দেই' *(আহযাব ২৮)*। অত্র আয়াতে 'দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাওয়া' বলে তালাক্ব চাওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আলীয়া নামক এক স্ত্রীকে বলেছিলেন, اِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ 'তুমি তোমার পরিবার বা পিতার নিকট চলে যাও' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৮০)*। অত্র হাদীছে কেনায়া শব্দ মুখে উচ্চারণ করে তালাকের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাই কেবল অঙ্গভঙ্গি এসব তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৭৩)ঃ জনৈক হিন্দু লোক মুসলমান পরিচয় দিয়ে এক মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে এবং তার দু'টি সন্তান হয়। পরে লোকটি নিজের এলাকায় গিয়ে আরেক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে। হিন্দু-মুসলিম দুইজন স্ত্রী নিয়ে সে বর্তমানে সংসার করছে। এক্ষণে ঐ মুসলিম মহিলা এবং তার দুই মেয়ের পরকাল কেমন হবে?

-আব্দুল জব্বার মোল্লা
হরিশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার,
রাজার হাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ তাদের পরকাল কেমন হবে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। স্বামী হিন্দু প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে মিলামেশা যেনা হবে এবং তার সংসারে থাকা-খাওয়া হারাম হবে। কারণ কাফের আর মুসলমান পরস্পর উত্তরাধিকারী হয় না *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে যয়নবের বিবাহ হয়েছিল অমুসলিম অবস্থায়। তিনি যয়নবকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করলে যয়নবের স্বামী আবুল 'আছ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) যয়নব ও আবুল আছ-এর মধ্যে নতুন বিবাহ পড়িয়ে দেন *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০০৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর একজন মুসলমান ও অপরজন অমুসলিম হ'লে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, অজানা অবস্থায় মহিলার সম্পর্ক অব্যাহত থাকা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। তবে জানার পরে এক সাথে থাকলে পরকাল ভয়াবহ হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭৪)ঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের হাত রয়েছে কি? সে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর আকার ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামীমা আখতার
গুজিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে শয়তানেরই বেশী প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। প্রকৃত কথা হ'ল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন' *(ইসরা ৫৭)*। মানুষ কিংবা জিন শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় *(নাস)*। তবে যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা চলে না *(ছোয়াদ ৮৩; হিজর ৪০)*। শয়তান বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। তবে বিভ্রান্ত করার জন্য তাকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হবে এটা ঠিক নয়। শয়তান ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাকে বলেছেন, 'ঠিক আছে তোমাকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হ'ল' *(হিজর ৩৭-৩৮)*।

Contents

YEAR TABLE (8nd. Vol.) বর্ষসূচী-৮ Oct. 2004 to Sept. 2005

(৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৪ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত)

✪ সম্পাদকীয়ঃ

১. আত্মশুদ্ধির মাস রামাযান (অক্টোবর ২০০৪) ২. হ্যান্স তুমি ইসলাম কবুল কর (নভেম্বর ২০০৪) ৩. আরাফাত চলে গেলেন (ডিসেম্বর ২০০৪) ৪. ভারতীয় চেতনা বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা (জানুয়ারী ২০০৫) ৫. সুনামিঃ কেয়ামতের আগাম সংকেত (ফেব্রুয়ারী ২০০৫) ৬. মিথ্যাচার ও সাংবাদিকতা (মার্চ ২০০৫) ৭. আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ যুগে যুগে হক্বপন্থী মনীষীগণের চিরন্তন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (এপ্রিল ২০০৫) ৮. সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হৌক (মে ২০০৫) ৯. আহলেহাদীছ জামা'আতের উপরে এই অন্যায় নির্যাতনের শেষ কোথায়! (জুন ২০০৫) ১০. পলাশীর শিক্ষা ও স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ (জুলাই ২০০৫) ১১. লন্ডনে বোমা হামলাঃ টার্গেট মুসলিম বিশ্ব (আগষ্ট ২০০৫) ১২. দেশব্যাপী বোমা হামলাঃ বিপন্ন স্বাধীনতা, টার্গেট ইসলাম (সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

✪ দরসে কুরআন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. হস্তী বাহিনীর পরিণতি (অক্টোবর ২০০৪) ২. পরীক্ষাতেই পুরস্কার (মে ২০০৫)।

✪ প্রবন্ধঃ

অক্টোবর ২০০৪

১. ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি (৮/১,২) - *ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর* ২. ক্বিয়ামে রামাযান ও ই'তেকাফ -*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী* ৩. নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* ৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা -*লিলবর আল-বারাদী* ৫. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

নভেম্বর ২০০৪

৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (৮/২-৭)- *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ৭. গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি -*আখতারুল আমান* ৮. কবি ও কবিতা -*মাস'উদ আহমাদ* ৯. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ১০. যাকাত ও ছাদাক্বা -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

ডিসেম্বর ২০০৪

১১. তাফসীরুল কুরআন : কিছু কথা (৮/৩, ৪, ৫, ৬) -*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ১২. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ (৮/৩-১২)-*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ১৩. ইলমে নাহুৎ উৎপত্তি ও বিকাশ (৮/৩-৬) -*নূরুল ইসলাম*।

জানুয়ারী ২০০৫

১৪. কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

ফেব্রুয়ারী ২০০৫

১৫. ভারতে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা -*এস,এম, শামসুদ্দীন* ১৬. পাল্টে যাবে কি মধ্যপ্রাচ্য? -*ফিরোজ মাহবুব কামাল*।

মার্চ ২০০৫

১৭. বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনঃ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা -*সা'দ আহমাদ* ১৮. সুনামি -*ভাষান্তরঃ শাহাদত হোসেন খান*।

এপ্রিল ২০০৫

১৯. আহলেহাদীছের সংকট মুহূর্তে সংগঠনের সাথী ভাইদের প্রতি -*ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ইবনে শায়েখ* ২০. আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ সরকারের অদূরদর্শিতা ও জনগণের ধিক্কার-*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২১. ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান (৮/৭-১২)-*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ২২. আমার আব্বাকে কেন গ্রেফতার করা হ'ল -*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২৩. ইতিহাসের শিক্ষা -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ২৪. সন্ত্রাস ও ইসলামঃ সংবাদপত্রের ভূমিকা -*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান* ২৫. মিডিয়া সন্ত্রাস ও আমাদের করণীয় -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ২৬.. প্রফেসর ডঃ গালিবের গ্রেফতার ও কিছু কথা -এস, আলম ২৭. প্রসঙ্গঃ সালাম -*রফীক আহমাদ*।

মে ২০০৫

২৮. ডঃ গালিবের গ্রেফতারঃ সুযোগ সন্ধানীদের পিচ্ছিল পথে জোট সরকারের গাড়ী ছিটকে পড়েছে -*আতাউর রহমান নাদভী*।

জুন ২০০৫

২৯. উদাত্ত আহ্বান -*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ৩০. জুলেখা, বিভীষণ এবং মীরজাফরদের কবলে বাংলাদেশ -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৩১. বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ঃ একটি পর্যালোচনা -*মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান বিন মুছত্বফা* ৩২. আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ গালিব সম্পর্কে দু'টি কথা -*শিহাবুদ্দীন আহমাদ* ৩৩. ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান (৮/৯-১১) -*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*।

জুলাই ২০০৫

৩৪. মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও সরকারের দায়িত্বহীনতাঃ হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার আলেম সমাজ -*আহমাদ শরীফ* ৩৫. দশ যেখানে আল্লাহ কি সেখানে?-*যহুর বিন ওসমান*।

Contents

আগষ্ট ২০০৫

৩৬. পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি -*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ* ৩৭. দলীয় শাসনের স্বরূপঃ কতিপয় প্রস্তাবনা -*শামসুল আলম।*

সেপ্টেম্বর ২০০৫

৩৮. শবেবরাত -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৯. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক।*

✪ ছাহাবা চরিতঃ

১. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* (অক্টোবর, নভেম্বর ২০০৪)।

✪ মনীষী চরিতঃ

১. ইমাম তিরমিযী (রহঃ) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (ডিসেম্বর ২০০৪, ফেব্রুয়ারী ২০০৫)।* ২. মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) -*নূরুল ইসলাম* (মে ২০০৫)। ৩. আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) -*নূরুল ইসলম* (জুন, জুলাই , আগষ্ট ২০০৫)।

✪ অর্থনীতির পাতাঃ

১. সূদ হারামের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা (৮/২) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ২. ইসলামী ভোক্তার আচরণ (৮/৩) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩. সম্পদে ব্যক্তি মালিকানাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ (৮/৬) -*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান* ৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণের ভূমিকাঃ সমস্যা ও সমাধান (৮/১০) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৫. ইবনে খালদূনঃ আধুনিক অর্থনীতির পুরোধা (৮/৩) -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।*

✪ সাময়িক প্রসঙ্গঃ

১. আমরা কি সিকিমের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেব না -*মেজর জেনারেল (অবঃ) আ ল ম ফযলুর রহমান* (নভেম্বর ২০০৪) ২. বুশের জয় সারা বিশ্বের জন্যই বিভীষিকা -সিরাজুর রহমান (ডিসেম্বর ২০০৪) ৩. হত্যা, হন্তা, হতবাক -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* (জানুয়ারী ২০০৫) ৪. হে চির সত্যের অজেয় কাফেলা! তোমার সেই আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা কোথায়?-*মুযাফফর বিন মুহসিন* (মে ২০০৫)।

✪ নবীনদের পাতাঃ

১. বিচিত্র মানব মন (অক্টোবর ২০০৪) -*আব্দুর রাকীব,* ২. ধূমপানের কবলে যুবসমাজঃ উত্তরণের উপায় (নভেম্বর ২০০৪) -*মহিববুর রহমান বিন আবু তাহের* ৩. কতিপয় সামাজিক সমস্যা নিরসনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী (মার্চ ২০০৫) -*আব্দুল্লাহিল কাফী।*

✪ হাদীছের গল্পঃ

১. তাওবার অপূর্ব নিদর্শন (মে ২০০৫) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. ষড়যন্ত্রের অন্তরালে চিরন্তন সত্যের বিজয় (জুন ২০০৫) -*হাসিবুদ্দৌলা।*

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ

১. পাত্রী নির্বাচন --*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (ডিসেম্বর ২০০৪) ২. একজন দায়িত্বশীল অফিস প্রধান -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (জানুয়ারী ২০০৫) ৩. গুণবতী পুত্রবধূ -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (ফেব্রুয়ারী ২০০৫) ৪. জেগে ওঠা যুবক -*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ* (মার্চ ২০০৫)।

✪ চিকিৎসা জগৎঃ

১. মেছতার চিকিৎসা (ডিসেম্বর ২০০৪) ২. দুর্ঘটনায় দাঁত হারালে করণীয় (জানুয়ারী ২০০৫) ৩. মানব জীবনে আয়োডিনের প্রভাব (মে ২০০৫) ৪. অ্যাজমা রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার (জুন ২০০৫)।

✪ মহিলাদের পাতাঃ

১. স্মরণীয় ২২শে ফেব্রুয়ারীঃ একমাত্র সহায় আল্লাহ -*উম্মে মারইয়াম* (আগষ্ট ২০০৫)।

✪ দিশারীঃ

১. কতিপয় অপপ্রচারের জবাব (৮/১, ২) -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* ২. হে হক্ব পিয়াসী মুমিন! প্রতারণা হ'তে সাবধান -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (ডিসেম্বর '০৪-জানুয়ারী ২০০৫) ৩. 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইয়ের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব -*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* (এপ্রিল ২০০৫)।

✪ ক্ষেত-খামারঃ

১. আখ উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল (নভেম্বর ২০০৪) ২. খেজুরের পুষ্টিগুণ (জানুয়ারী ২০০৫) ৩. (ক) বিনা চাষে রসুন আবাদের আশাতীত সাফল্য (খ) ধান চাষে নতুন প্রযুক্তি ড্রাম সিডার পদ্ধতি (গ) জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের মত জটিল রোগ বাড়ছে (মার্চ ২০০৫)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

(১) সম্পাদকীয় ১২টি (২) দরসে কুরআন ২টি (৩) প্রবন্ধ ৩৯টি (৪) ছাহাবা চরিত ১টি (৫) মনীষী চরিত ৩টি (৬) অর্থনীতির পাতা ৫টি (৭) সাময়িক প্রসঙ্গ ৪টি (৮) নবীনদের পাতা ২টি (৯) হাদীছের গল্প ২টি (১০) গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪টি (১১) চিকিৎসা জগৎ ৪টি (১২) মহিলাদের পাতা ১টি (১৩) দিশারী ৩টি (১৪) ক্ষেত-খামার ৫টি (১৫) প্রশ্নোত্তর ৪৬৫টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৪ (৮/১)	মিলন আখতার, চোরকোল বাজার, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।	ঋণ নিয়ে কুরবানী করা এবং ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? ফক্বীর-মিসকীন কিভাবে ফিৎরা আদায় করবে?	(১/১)
"	মিম সু স্টোর, চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ব্যক্তিমালিকানাধীন ঈদগাহে ছালাত হবে কি?	(২/২)
"	আল-আমীন, পশ্চিম দুবলাই, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	ই'তেকাফকারীগণ শাওয়ালের চাঁদ দেখা দিলে এশার ছালাত আদায় করে কি বাড়ীতে চলে আসবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এই রাত্রে ঘরে ফিরে যেতেন, না ঈদের ছালাত আদায় করে ফিরতেন?	(৩/৩)
"	আবুল কালাম আযাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	সূরা বাক্বারাহর ১৮৭ নং আয়াতে কি রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে?	(৪/৪)
"	যাকারিয়া, সত্যজিৎপুর, রাজবাড়ী।	ছিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল পেস্ট দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?	(৫/৫)
"	মাহমূদা খাতুন, পাংশা, রাজবাড়ী।	৭৫ বছর বয়স্ক মহিলার ছিয়াম পালন করা খুবই কষ্টকর হ'লে এবং মিসকীন খাওয়ানোরও সামর্থ্য না থাকলে করণীয় কি?	(৬/৬)
"	আতিয়ার রহমান, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ওযূর সময় গড়গড়া সহ কুলি করা কি যরূরী?	(৭/৭)
"	বাবুল আখতার, গোবিন্দপুর, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	তারাবীহ্‌র ছালাত নিয়মিত আদায় না করলে পরিণাম কি হবে? তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি তারাবীহ না পড়ে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে কি? তারাবীহ্ কি নিয়মিত জামা'আতবদ্ধভাবেই পড়তে হবে?	(৮/৮)
"	বাবুল সরকার, যুপমাড়া, জয়পুরহাট।	তারাবীহ ছালাতে প্রতি দুই রাকা'আত পরপর ছানা পড়তে হবে কি? বিতরের কুনূত পড়ার নিয়ম কি?	(৯/৯)
"	এস,এম, মাযহারুল ইসলাম, মধুপুর, টাংগাইল।	বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত মাহে রামাযানের ক্যালেণ্ডারে সাহারী ও ইফতারের সময়ে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বলে উল্লিখিত ক্যালেণ্ডারে এত তারতম্যের কারণ কি? আত-তাহরীকে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডারে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঘড়ি 'বেলাল-৪' কি?	(১০/১০)
"	মীযানুর রহমান, ইসলামপুর, জামালপুর।	মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'আলা আরশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য কি তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেছিলেন?	(১১/১১)
"	মাহমূদ, মেরীগাছা, নাটোর।	রামাযান মাসে সাহারী রান্না করার জন্য আযান দিতে হবে, না মুখে ডাকাডাকি করতে হবে?	(১২/১২)
"	এফ.এম. নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম,গোপালগঞ্জ।	সাহারীর আযান কি সারা বছর দিতে হবে?	(১৩/১৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।	ঋতুবতী মেয়েদের রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম শাওয়ালের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করার পূর্বেই কি আদায় করতে হবে? ক্বাযা অথবা মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে আদায় করা যাবে কি?	(১৪/১৪)
"	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।	মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কি?	(১৫/১৫)
"	আকরাম, বড় বেলঘরিয়া, নাটোর।	খারাপ কাজের সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করলে পাপ হবে কি?	(১৬/১৬)
"	যহীরুল হক্ব, দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।	সাড়ে সাত ভরির কম ব্যবহৃত স্বর্ণ থাকলে তার যাকাত দিতে হবে কি?	(১৭/১৭)
"	শরীফুল ইসলাম, মহিষামুড়া, একডালা, সিরাজগঞ্জ।	ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্যকে দেওয়া টাকার যাকাত দিতে হবে কি?	(১৮/১৮)
"	আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, সিলেট।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ?	(১৯/১৯)
"	হাসান, আল-সূর ব্রিগেড, আল-জাহরা, কুয়েত।	তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ও ক্বিয়ামুল লায়ল-এর মধ্যে পার্থক্য কি?	(২০/২০)

Contents

"	দুররুল হুদা, হুগলী, পঃ বঙ্গ, ভারত।	ইফতারের দো'আ সংক্রান্ত মুরসাল হাদীছের প্রতি আমল করা যায় কি?	(২১/২১)
"	উম্মে লাবীব শাহীদা, দিগদানা, যশোর।	অসুস্থতার কারণে রামাযানের ছিয়াম ক্বাযা হ'লে এবং দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকলে কি করতে হবে?	(২২/২২)
"	আবুল কাসেম, আব্বাসীয়া, কুয়েত।	মাসিক বেতন যদি নেছাব পরিমাণ হয় তাহ'লে যাকাত দিয়ে হবে কি?	(২৩/২৩)
"	মনীরুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	হিন্দুরা নমস্কার করলে তার উত্তরে করণীয় কি?	(২৪/২৪)
"	লাবু, নবীনগর, খুলনা।	বাংলায় উচ্চারণ করে কুরআন পড়া জায়েয হবে কি?	(২৫/২৫)
"	মাহমূদ আকবর, গোবরচাকা, খুলনা।	শবে বরাত উপলক্ষে রান্না করা খাদ্য খাওয়া যাবে কি?	(২৬/২৬)
"	নাজমুল হোসাইন, খানসামার হাট, রংপুর।	বিড়ি,তামাক, জর্দা, সিগারেট প্রভৃতি বস্তু দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?	(২৭/২৭)
"	আমানুল্লাহ, জগতপুর, কুমিল্লা।	খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৮/২৮)
"	জিন্নাত রেহানা, দারুশা, রাজশাহী।	উত্তর বা দক্ষিণ দিকে চুলার মুখ রাখলে কি মুর্দার বুকে আগুন জ্বলে?	(২৯/২৯)
"	এনামুল হক, উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।	দান করে দেওয়া গয়না ফেরত নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৩০/৩২)
"	আমজাদ, বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।	স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে কি?	(৩১/৩১)
"	মিনহাজুল আবেদীন, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত সমূহ ইচ্ছামত ভোগ করা যাবে কি?	(৩২/৩২)
"	আব্দুর রহমান, জাগদহ, বৈদ্যপুর, নওগাঁ।	জুম'আর ছালাত এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পেলে এবং অপর রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরালে ছালাত হবে কি?	(৩৩/৩৩)
"	আবুবকর, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধ মাতা আসলে তিনি স্বীয় চাদর বিছিয়ে বসতে দিতেন কি?	(৩৪/৩৪)
"	শফীকুল ইসলাম, কাঁকনহাট, রাজশাহী।	হিন্দুদেরকে ঈদে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে দাওয়া করা এবং তাদের দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?	(৩৫/৩৫)
"	আসাদুযযামান, তাহেরপুর, রাজশাহী।	উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধভাষী ও মাসআলা কে জানতেন?	(৩৬/৩৬)
"	আব্দুল হাকীম, বখশীবাজার, ঢাকা।	আহমাদিয়া সম্প্রদায় মুসলিম না অমুসলিম?	(৩৭/৩৭)
"	মোস্তফা, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	ব্যবসায়ে ওযনে কম দিলে পরিণতি কি হবে?	(৩৮/৩৮)
"	মুজীবুর রহমান, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।	মুসাফির জুম'আ না পড়ে শুধু যোহর ক্বছর করতে পারে কি?	(৩৯/৩৯)
"	আব্দুল্লাহ, কুলবাড়ী, মেহেরপুর।	'ইমামের জন্য দু'টি সাকতা রয়েছে। এ দু'টিতে তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ গ্রহণ কর' হাদীছটি কি ছহীহ?	(৪০/৪০)
		***	
নভেম্বর ২০০৪ (৮/২)	রশীদা বিনতু আব্দুল মতীন, ড্রিম হাউজ, ঢাকা।	স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের প্রকৃত হক্বদার কে?	(১/৪১)
"	বযলুর রহমান, চরবয়ড়া, জামালপুর।	আয়াতুল কুরসী পড়ার আগে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' পড়তে হবে কি?	(২/৪২)
"	আব্দুর রব, চাঁদবিল, আমঝুপি, মেহেরপুর।	শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতে হবে, কি সব ছালাতেই?	(৩/৪৩)
"	আশরাফুল ইসলাম, সাহারবাটি, মেহেরপুর।	পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে বর্তমান স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ বৈধ হবে কি?	(৪/৪৪)
"	এফ,এম, নাছরুল্লাহ ও কামাল, কাঠিগ্রাম গোপালগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান রেখে মারা গেলে তার স্ত্রী আপন ভাসুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর্তমান স্বামীর ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং পূর্বের স্বামীর তিন কন্যা রয়েছে। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করতে হবে?	(৫/৪৫)
"	আব্দুছ ছামাদ, চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট' যারা এই নির্দেশ দেয় এবং যারা পালন করে তাদের পরিণাম কি হবে?	(৬/৪৬)

Contents

"	মুশাররফ, বাড্ডা, ঢাকা।	মালামাল সহ দোকান ভাড়া দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় মালামাল সহ ফিরিয়ে নেওয়া শরী'আত সম্মত কি?	(৭/৪৭)
"	শহীদুল ইসলাম, প্রভাষক, বান্দাইখাড়া কলেজ, আত্রাই, নওগাঁ।	জনৈক ব্যক্তির ৬০/৭০ হাযার টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে এবং ১২/১৩ বিঘা জমিও আছে। ঐ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কি?	(৮/৪৮)
"	হাফেয আবুল কালাম আযাদ, হাড়গিলা, জামালপুর।	কবরের বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে কাটা যাবে কি?	(৯/৪৯)
"	ছাদিকুল ইসলাম, নারায়ণপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	আযানের পর ইমাম খুৎবা আরম্ভ করার পূর্বে তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি আসলে তাঁর মাধ্যমে খুৎবা দেওয়ানো যাবে কি?	(১০/৫০)
"	মাহবূব আলম, পোষ্ট বক্স নং- ৪২৪, কোড নং-০১০০৬, আল-জাহরা, কুয়েত।	أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ- উক্ত দো'আর ফযীলত সংক্রান্ত বর্ণনা ছহীহ কি?	(১১/৫১)
"	সোলায়মান, বোয়ালকান্দী, সিরাজগঞ্জ।	খ্রীষ্টানদের দ্বারা মাদরাসা তৈরী করা কি শরী'আত সম্মত?	(১২/৫২)
"	আবু মূসা, আনন্দনগর, নওগাঁ।	ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও কি বসে ছালাত পড়বে?	(১৩/৫৩)
"	ইমরান, খয়েরসূতী, পাবনা।	তাফসীর ইবনে কাছীরে সূরা বুরূজ-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(১৪/৫৪)
"	আব্দুর রহমান, চাঁদবিল, মেহেরপুর।	জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের সাথে মুক্তাদী কিভাবে সালাম ফিরাবে?	(১৫/৫৫)
"	জাহিদুল ইসলাম, মাহুৎটুলী, ঢাকা।	দাড়ি রাখার উপকারিতা কি? দাড়ি রেখে কেটে ফেলা এবং সাইজ করা জায়েয কি?	(১৬/৫৬)
"	মুজাহিদুল ইসলাম, রসূলপুর, নওগাঁ।	জনৈক আলেম মাযহাবের প্রমাণে নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেন। বনু কুরায়যার যুদ্ধে ছাহাবীদের পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, সকলেই কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে আছরের ছালাত আদায় করবে। ছাহাবীগণ রওয়ানা হ'লে রাস্তায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে যায়। কতিপয় ছাহাবী পথেই ছালাত আদায় করেন এবং কিছু ছাহাবী বনু কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে ছালাত আদায় করেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করা হ'লে তিনি উভয় দলকেই সঠিক বলেন। তখন থেকেই নাকি মাযহাব শুরু হয়। এটা কি সত্য?	(১৭/৫৭)
"	এনামুল হক, শঠিবাড়ী, মিঠপুকুর, রংপুর।	জনৈক শিক্ষক চার প্রকার নারীর বিবরণ দিয়ে বলেন, নূহ (আঃ)-এর একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটিকে বিবাহ করার জন্য চারটি ছেলে প্রস্তাব দেয়। চারটি ছেলেই ছিল নূহ (আঃ)-এর পসন্দনীয়। একদা মেয়েটি ঘরে অবস্থান কালে ১টি বিড়াল, ১টি কুকুর ও ১টি বানর প্রবেশ করে। অতঃপর নূহ (আঃ) সে ঘরে প্রবেশ করে ৪টি মেয়ে দেখতে পান। এই ৪টি মেয়ের সাথে তিনি চারটি ছেলের বিবাহ দেন। এ ঘটনা কি সত্য?	(১৮/৫৮)
"	ফাতেমা, বলরামপুর, লালগোলা, ভারত।	পর্দা করে মেয়েদের সাইকেল চালানো কি বৈধ?	(১৯/৫৯)
"	হেলালুদ্দীন, গাবতলী, বগুড়া।	মসজিদ স্থানান্তরকৃত স্থানে কবরস্থান করা যায় কি?	(২০/৬০)
"	রেখা, টি.ভি.আই, লালপুর, নাটোর।	১৪ কিংবা ২১-এর দিন আক্বীক্বা দেওয়ার হাদীছটি কি ছহীহ?	(২১/৬১)
"	আব্দুল আহাদ, কালাই, জয়পুরহাট।	এক দামে জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি?	(২২/৬২)
"	শু'আইব, আশরাফ, ইমরান ও জাহিদা, মান্দা, নওগাঁ।	১৪ হাযার টাকায় কলার বাগান বিক্রয় হয়েছে। এতে কত টাকা ওশর দিতে হবে?	(২৩/৬৩)
"	আবু জা'ফর খান, রাইফেল্স ট্রেনিং স্কুল, চট্টগ্রাম।	সৈনিকদের বুট পরা অবস্থায় অসুবিধার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করা কি জায়েয?	(২৪/৬৪)
"	এলাহী বক্স, গোবিনপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।	উপঢৌকন দিয়ে সাঁওতালের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি?	(২৫/৬৫)
"	সৈনিক (অবঃ) মাহবূব, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি ও শারাফত আলী, মেলান্দহ, জামালপুর।	কুকুর হাঁস-মুরগী খেয়ে ফেললে তাকে প্রহার বা হত্যা করা যাবে কি? 'বাড়ীতে কুকুর থাকলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' হাদীছের তাৎপর্য কি?	(২৬/৬৬)
"	ইসহাক মুনশী, বিরামপুর, দিনাজপুর।	পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৭/৬৭)
"	যিল্লুর রহমান, বিরামপুর, দিনাজপুর।	আযান দিলে সে ইমামতি করতে পারবে না। এটা কি সঠিক?	(২৮/৬৮)
"	ফরহাদ, তেজপুর, কালিহাতী, টাংগাইল।	কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ লাগলে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হবে কি?	(২৯/৬৯)

Contents

"	শরীফা খাতুন, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	(ক) ঝিনাইদহের আব্দুস সুবহান নামের এক পুলিশ কনেষ্টবলের কাছে দৈনিক হাযার হাযার লোক যাচ্ছে বিভিন্ন রোগ আরোগ্যের আশায়। দু'বছর পূর্বে রাজশাহী শহরের এক বাড়ীতে এক মহিলার নিকটে বিনা অস্ত্রে অপারেশন, ডায়াবেটিস সহ যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় দৈনিক অসংখ্য লোক জমা হ'ত ও তাদের কাছে থেকে ঐ মহিলা অসংখ্য টাকা লুটে নিত। এসব কি শরী'আত সম্মত?	(৩০/৭০)
	ফরীদা বেগম, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।	(খ) গাছের শিকড় তাবীযের মধ্যে ঢুকিয়ে বিক্রি করা কি শরী'আত সম্মত?	
"	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সারাংপুর, রাজশাহী।	মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করা অর্থ সংসারে খরচ করা যাবে কি?	(৩১/৭১)
"	আতাউর রহমান, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	জানাযা ছালাত শেষে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানো যথেষ্ট কি?	(৩২/৭২)
"	মুখলেছুর রহমান, দূর্গাপুর উত্তরপাড়া, রংপুর।	জুম'আর ছালাত শেষে দান সংগ্রহের জন্য কৌটা চালু করা কি বিদ'আত?	(৩৩/৭৩)
"	শহীদুল ইসলাম, কেশরগঞ্জ, মেহেরপুর।	মাতৃগর্ভে সন্তানের মাংসপিণ্ড নষ্ট করা কতটুকু অপরাধ হবে?	(৩৪/৭৪)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরে মশা-মাছি বসা কি নিষিদ্ধ ছিল এবং তাঁর কি ছায়া ছিল?	(৩৫/৭৫)
"	মুহাম্মাদ সবুজ, পাচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ।	বিভিন্ন দিনে ও রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কারণে সন্তানও কি বিভিন্ন স্বভাবের হয়?	(৩৬/৭৬)
"	আব্দুল্লাহ আল-হাদী, পাঁচরুখী মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।	বিনা ওযরে জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিলে এক দীনার স্বর্ণ কাফফারা দিতে হবে কি?	(৩৭/৭৭)
"	নাজমা আখতার, ৪২৫৪ ওয়েষ্ট-নর্থ গেইট ড্রাইভ, এপার্টমেন্ট নং ২৯৬, আরভিং, টেক্সাস-৭৫০৬২, আমেরিকা।	সূদে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে অর্থ সাহায্য করা কি শরী'আত সম্মত হবে?	(৩৮/৭৮)
"	নওশাদ, মুশরীভুজা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	নিম্নের হাদীছ দ্বারা কি মসজিদে শোয়া হারাম? সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি মসজিদে শুয়েছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি কংকর মারল। জেগে দেখি তিনি ওমর (রাঃ)। তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাদেরকে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। ওমর (রাঃ) তাদের বললেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা ত্বায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ'তে তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে স্বর উচ্চ করছ (বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৪ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)।	(৩৯/৭৯)
"	সুলতান আহমাদ, আমনুরা, নবাবগঞ্জ।	মসজিদে মাইক না থাকায় পার্শ্ববর্তী পাকা বাড়ীর ছাদ হ'তে আযান দেয়া যাবে কি?	(৪০/৮০)
		***	
ডিসেম্বর ২০০৪ (৮/৩)	লুৎফর রহমান, পশ্চিম দৌলতপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	জিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তা'বীয ব্যবহার করা যাবে কি?	(১/৮১)
"	মুহাম্মাদ সাব্বির উদ্দীন, রাঙ্গামাটিয়া, হাকিমপুর, দিনাজপুর।	কালেমা শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর উচ্চারণ 'আশহাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এরূপ করা কি ঠিক?	(২/৮২)
"	মানছূরুর রহমান, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	এক লোক সর্বদা মদ পান করত। তার মা তাকে নিষেধ করলে সে বলত, তুমি তো শুধু গাধার মত চিৎকার কর। একদা আছরের সময় তার মৃত্যু হ'লে প্রতিদিন আছরের পর তার কবর থেকে গাধার আওয়াজ শুনা যায়। এরূপ ঘটনা কি সত্য?	(৩/৮৩)
"	আফসার বিন ইমামুদ্দীন, প্রসাদপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য মিনায় ১টি পশু দম দিতে হয়। এছাড়া আরেকটি পশু কুরবানী করতে হয়। তাহ'লে কি মিনায় ২টি কুরবানী করতে হবে?	(৪/৮৪)
"	মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আযীযাবাদ, মেহেরপুর।	মুসাফিরকে দেওয়ার জন্য প্রদত্ত ৫০ টাকা হ'তে ২৫ টাকা এক মুসাফিরকে দিয়ে এবং ২৫ টাকা মুসাফির হিসাবে নিজে গ্রহণ করা কি শরী'আত সম্মত?	(৫/৮৫)
"	ইসমত আরা বেগম, মণ্ডল সেন, ময়মনসিংহ।	আক্বীক্বা করে নাম রাখার পর তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা যাবে কি?	(৬/৮৬)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন, বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।	ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ দাতাকে খুঁজে না পেলে কি করতে হবে?	(৭/৮৭)
"	মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, খড়িবিলা, সাতক্ষীরা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যখন আমাকে সালাম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই'। এই সালামের শব্দগুলি কি এবং পাঠানোর পদ্ধতি কি?	(৮/৮৮)
"	এম.এম.এ. হালীম, রূপসা, খুলনা।	বাচ্চাদেরকে অভিভাবকদের পাশে জামা'আতে শামিল করা যাবে কি?	(৯/৮৯)

Contents

"	ফারূক্ব আহমাদ, আটরশি, ফরিদপুর।	কুরআন মাজীদের আয়াত, দরূদ, কালেমা ইত্যাদি হেলান দিয়ে পড়া যাবে কি?	(১০/৯০)
"	পারুল আখতার, আটরশি, ফরিদপুর।	পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে হাদীছ আছে কি?	(১১/৯১)
"	মুহাম্মাদ আরিফ, হাতেম খাঁ, রাজশাহী।	প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াক্বি'আহ পাঠ করলে রূযীর কষ্ট হবে না-এ কথা কি সত্য?	(১২/৯২)
"	মুহাম্মাদ লিয়াকত, মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।	সার, বিষ ইত্যাদি বাকী ক্রয় করে জমির আবাদ করলে। উৎপাদিত ফসল থেকে বাকী টাকা পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত ফসলের ওশর দিতে হবে, না সমস্ত ফসল হ'তে ওশর দিতে হবে?	(১৩/৯৩)
"	ক্বামারুযযামান, ইসলামপুর, জামালপুর।	ওযনে কম দানকারীর পরিণাম কি?	(১৪/৯৪)
"	রাশীদা খাতুন, আমনুরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জাদু-টোনা বলে কিছু আছে কি? এর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা যায় কি?	(১৫/৯৫)
"	যিয়াউর রহমান, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও আব্দুল্লাহ, মেহেরপুর।	মহিলাদের জন্য স্বর্ণের হার পরিধান করা কি নাজায়েয?	(১৬/৯৬)
"	ডাঃ ক্বামারুদ্দীন, ফাতেমা ক্লিনিক, নওগাঁ।	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পেনশনের টাকা নিলে কি সূদ হবে?	(১৭/৯৭)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, বুড়িচং, কুমিল্লা।	টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলা কি ঠিক?	(১৮/৯৮)
"	লাকি, ভাটকান্দি উত্তরপাড়া, বগুড়া।	যাকাত দেওয়া কখন ফরয হয়, তার শর্ত কি?	(১৯/৯৯)
"	মুযযাম্মেল হক্ব, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, চট্টগ্রাম।	অসুস্থতার কারণে ছুটে যাওয়া ছালাত কি মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছদেরকে ক্বাযা করতে হবে?	(২০/১০০)
"	ওবায়দুল্লাহ, বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।	সূরা ছফফাতের ৭৯ এবং ১৩০ নং আয়াত পাঠ করলে সাপে দংশন করে না, সাপের ভয় থাকে না এবং সাপ সেখান থেকে চলে যায়। একথা কি ঠিক?	(২১/১০১)
"	হযরতুল্লাহ, যোগীশো, তানোর, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তি তার জন্য ক্রন্দনকারী ও কবর যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে কি?	(২২/১০২)
"	ডাঃ রাহাতুল্লাহ বিশ্বাস, মেহেরপুর।	মহিলাদের গোপনস্থানে বা স্তনে রোগ হ'লে করণীয় কি?	(২৩/১০৩)
"	শিহাবুদ্দীন, দহগ্রাম, লালমণিরহাট।	মৃত ব্যক্তির নাভির নীচের লোম ছাফ করতে হবে কি?	(২৪/১০৪)
"	আব্দুল হামীদ, হারাগাছ, রংপুর।	জান্নাত-জাহান্নাম কি আলেম দ্বারা উদ্বোধন করা হবে?	(২৫/১০৫)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, হারাগাছ, রংপুর।	তামাকের ব্যবসা কি বৈধ?	(২৬/১০৬)
"	শরীফুন নেসা ডেজী, ঢাকা ও সুরুজ মিয়াঁ, নরসিংদী।	মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা যায় কি?	(২৭/১০৭)
"	আযহারুল ইসলাম ও যয়নুল হক, পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	ঈদের ছালাত না পেয়ে রাগের বশবর্তী হয়ে ঈদগাহ পৃথক করা এবং সামনে গোরস্থান রেখে পিছনের জমিতে ঈদগাহ বানানো যাবে কি?	(২৮/১০৮)
"	আব্দুর রশীদ, বুড়ীমারী বাজার, লালমণিরহাট।	আলেম ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে গেলে ৪০ দিনের কবর আযাব মাফ হয় কি?	(২৯/১০৯)
"	শেখ আব্দুল আউয়াল, আনতা, ঢাকা।	অর্থ আত্মসাতের পর পরিশোধের লক্ষ্যে মালিককে না পাওয়া গেলে করণীয় কি?	(৩০/১১০)
"	শামসুল হুদা, সারাংপুর, রাজশাহী।	মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত জামা'আত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে পর্দার মধ্যে মেয়েরা থাকে বলে তাদের সম্মুখস্থ প্রথম কাতারের মহিলা বরাবর অংশটি খালি রেখে পুরুষদের দাঁড়ান ঠিক হবে কি?	(৩১/১১১)
"	নূরুল ইসলাম, নজরমামুন, পীরগাছা, রংপুর।	স্বামীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে উক্ত মজলিসেই মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যাবে কি?	(৩২/১১২)
"	হাসীবুল ইসলাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	মানুষকে বাঘে খেলে বা কবর দেওয়া না হ'লে তাদের শাস্তি বা শান্তি কোথায় হয়?	(৩৩/১১৩)
"	শেখ আবদুর রঊফ, দক্ষিণ বারহা, ঢাকা।	১০/১৫ বছর পূর্বের কবর সহ জমি ক্রয় করে সেখানে ঘর বাঁধা যাবে কি?	(৩৪/১১৪)
"	মুহাম্মাদ মমিনুল ইসলাম, শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	খুৎবার আযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতারা নেকী লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যে মসজিদে এক আযান হয়, সেখানে আযানের সাথেই খুৎবা শুরু হয় তাহ'লে কিভাবে উক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে?	(৩৫/১১৫)
"	আরিফ আহমাদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	ইসলামে আদৌ কোন ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে কি? বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলি সূদী ব্যাংকের সাথে	(৩৬/১১৬)

Contents

		সম্পৃক্ত। তাই সংরক্ষণের জন্য টাকা পয়সা সূদী ব্যাংকে রাখা যাবে কি?	
"	মোয়াযযেম, জগন্নাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কোন বালেগা মহিলা প্রকৃত অভিভাবককে বাদ দিয়ে বিবাহ করলে বিবাহ কি জায়েয হবে?	(৩৭/১১৭)
"	হাফেয আব্দুছ ছামাদ চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আযানের সময় 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ডানে একবার বামে একবার অনুরূপভাবে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' ডানে একবার ও বামে একবার বলা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৮/১১৮)
"	মুহাম্মাদ ইউনুস, কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।	৩০ ও ৩৩ বছরের কম-বেশী বয়সী নারী-পুরুষ জান্নাতবাসী হবে কি?	(৩৯/১১৯)
"	আবুল হুসাইন, রিয়ায, সঊদী আরব।	আদম (আঃ) আরশের পায়ায় লেখা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মুহাম্মাদ নামের অসীলায় মাফ চাইলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন- একথা কি ঠিক?	(৪০/১২০)
		***	
জানুঃ ২০০৫ (৮/৪)	মাহবুবুর রহমান, গাছবাড়ী, সিলেট।	পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা কিংবা এদেশে মক্কা শরীফের সাথে মিলিয়ে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যাবে কি?	(১/১২১)
"	মাস'উদ রেযা, করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেহেরপুর।	স্কুলে পতাকাকে সালাম জানানো এবং জাতীয় সংগীত গাওয়া শরী'আত সম্মত কি?	(২/১২২)
"	ইদ্রীস, মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।	ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে এক রাক'আত পেলে অথবা শেষ বৈঠকে মুক্তাদী জামা'আতে শরীক হ'লে বাকি রাক'আতগুলিতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, না এক বা দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা মিলাতে হবে?	(৩/১২৩)
"	খাজির উদ্দীন, নোনাগ্রাম, দিনাজপুর।	ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদের বারান্দায় রেডিওর খবর শুনা এবং খবরের কাগজ পড়া যাবে কি?	(৪/১২৪)
"	আব্দুল লতীফ, রাজপুর, সাতক্ষীরা।	মানুষের মৃত্যু হওয়ার আগে পরে শিয়রে বসে কুরআন পড়া যাবে কি?	(৫/১২৫)
"	আলহাজ্জ আকবর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	হিন্দু মহিলাকে দিয়ে গাভীর দুধ দোহন করে নেওয়া বৈধ হবে কি?	(৬/১২৬)
"	রূহুল আমীন, প্রেমতলী ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।	খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণ এবং দোকানপাট করে ব্যবসা করা যাবে কি?	(৭/১২৭)
"	গোলাম রহমান বিশ্বাস, বাঁটরা, সাতক্ষীরা।	সেচ ও বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের ওশর কিভাবে বের করতে হবে?	(৮/১২১৮)
"	আবুল কালাম আযাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	মহিষ কুরবানী দেওয়া যাবে কি? পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হ'লে কুরবানীর গোশত ফকীর-মিসকীনকে না দিয়ে খাওয়া যাবে কি?	(৯/১২৯)
"	ইবরাহীম, দিয়াড় মানিক চক, নবাবগঞ্জ।	কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে কি?	(১০/১৩০)
"	রেযাউল করীম, রেলবাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ওযূর অঙ্গের ক্ষত স্থানে পট্টি লাগান থাকলে কিভাবে ওযূ করতে হবে?	(১১/১৩১)
"	আব্দুল জব্বার, গাবতলী, বগুড়া ও আব্দুল্লাহ মথুরা, নওহাটা, রাজশাহী।	কুরবানীর গোশত কত দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে? কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করে ৭ ভাগ নিজে রেখে একভাগ সমাজে বিতরণ করা বৈধ হবে কি?	(১২/১৩২)
"	মুহাম্মাদ শু'আইব, দুবইল, মান্দা, নওগাঁ।	কুরবানীর পশুর মাথাগুলি যবেহকারী ইমাম ছাহেব নিতে পারেন কি?	(১৩/১৩৩)
"	মুহাম্মাদ আলতাফ, এ,বি, ব্যাংক, নওগাঁ ও হাবীবুর রহমান, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	সামর্থ্য না থাকলেও ধার করে কুরবানী করতে হবে কি? একই পরিবারের সদস্যগণ পৃথকভাবে আয় করলে, সবাই মিলে কি ১টি কুরবানী করবে?	(১৪/১৩৪)
"	আতাউর রহমান, বড়কুড়া, সিরাজগঞ্জ ও আব্দুল বারী, জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।	ঈদুল আযহার চাঁদ উঠলে সকলের জন্য কি নখ ও চুল কাটা নিষেধ, না শুধু কুরবানীদাতার জন্য? যারা কুরবানী দিতে অপারগ এমন ব্যক্তি সেদিন মুরগী যবেহ করতে পারবে কি?	(১৫/১৩৫)
"	আতাউর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা কি ঠিক?	(১৬/১৩৬)
"	সুলতান মাহমূদ, মূলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট ও আশরাফ আলী, হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?	(১৭/১৩৭)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ ও ছাদেকুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া এবং যবহের পূর্বে কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা যাবে কি?	(১৮/১৩৮)
"	হাসীনুর রহমান, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ঈদের তাকবীর কমবেশী হয়ে গেলে সহো সিজদা লাগবে কি?	(১৯/১৩৯)

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

"	মুহাম্মাদ মুছত্বফা, কাঁঠালপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?	(২০/১৪০)
"	মুহাম্মাদ মাহবূব, উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।	স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করার পদ্ধতি কি?	(২১/১৪১)
"	রফীকুল হক, সাতক্ষীরা ও মিসেস সালমা, রাজশাহী।	কোন মহিলা পর পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে সন্তান ধারণ করতে পারে কি?	(২২/১৪২)
"	আব্দুর রহমান, জয়ন্তীবাড়ী, বগুড়া।	তাকবীরে তাহরীমা'র পর বাইদ বায়নী.. পড়া উত্তম না সুবহানাকা... পড়া উত্তম?	(২৩/১৪৩)
"	আব্দুর রশীদ, দিনাজপুর।	ঈমান নষ্ট হওয়ার মত কাজ করার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে?	(২৪/১৪৪)
"	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	মানুষ মারা যাওয়ার পর মাথা উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে রেখে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হবে না কিবলামুখী করে রাখতে হবে?	(২৫/১৪৫)
"	নাছিরুদ্দীন, বাউসা হেদাতী পাড়া, রাজশাহী।	১০০টি কবর খননকারী কি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে?	(২৬/১৪৬)
"	মুযাফফর রহমান, শান্তি ফার্মেসী, সাতক্ষীরা।	বিদেশী এনজিওগুলির আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে কি?	(২৭/১৪৭)
"	ফযলুর রহমান, উত্তর কাটিয়া, সাতক্ষীরা।	ইস্রাফীল (আঃ)-এর কপালে লিখিত কুরআনের কোন দলীল আছে কি?	(২৮/১৪৮)
"	মুহাম্মাদ ফরহাদ মাহমূদ, গুবিরপাড়া, তানোর, রাজশাহী।	রাগের মাথায় স্ত্রীকে যদি বলা হয় যে, তুই আমার গায়ে হাত দিলে আমি তোর বাবা। তাহ'লে কি 'যিহার' সাব্যস্ত হবে?	(২৯/১৪৯)
"	মুহাম্মাদ আবু মূসা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	মুসলমানদের দোকানঘর অমুসলিমরা ভাড়া নিয়ে সেখানে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করলে যে পাপ হবে তা কি জায়গাওয়ালার উপর বর্তাবে?	(৩০/১৫০)
"	শরীফুল ইসলাম, দেইলপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	হিন্দুদের লাশ পোড়ানোর শ্মশানে মুসলমানদের কবরস্থান বানানো যাবে কি?	(৩১/১৫১)
"	ফরহাদ, আমীরপুর, খুলনা।	বাগদাদে কি কবরের আযাব মাফ? ওয়ায়েস কুরনী কোন যুগের মানুষ ছিলেন?	(৩২/১৫২)
"	এনামুল হক্ব, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।	তাশাহহুদ অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?	(৩৩/১৫৩)
"	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	একই ছালাত মসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে কি?	(৩৪/১৫৪)
"	আব্বাস আলী গাযী, সোনাতন কাটি, শার্শা, যশোর।	নিজে জমি চাষ না করে বর্গা বা ভাগে দিলে কিভাবে ওশর বের করতে হবে?	(৩৫/১৫৫)
"	আনারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ক্বায়েদা পড়া শেষে কুরআন শুরু করার সময় ছাত্রদের কাছ থেকে মিষ্টি খাওয়াতে বলা কি ঠিক?	(৩৬/১৫৬)
"	ইদরীস, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।	ঘুমের কারণে ফজরের ছালাতের সময় পার হওয়ার উপক্রম হ'লে এবং বিতর বাকী থাকলে কোন ছালাত আদায় করতে হবে?	(৩৭/১৫৭)
"	মুহাম্মাদ নাজমুল, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	ইয়াওমুল আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কি? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়?	(৩৮/১৫৮)
"	হারূণুর রশীদ, বায়তুল ইয্যত, চট্টগ্রাম।	কোন রূপার আংটি নিম্নলিখিত গুণের অধিকারী হ'তে পারে কি? (১) জিন হ'তে হেফাযত থাকবে (২) কোন জাদুটোনা কাজে আসবে না (৩) কোন খারাপ তাবীয কাজে আসবে না (৪) মাথা ব্যথা হবে না।	(৩৯/১৫৯)
"	মুহাম্মাদ মুছত্বফা, বরইতলা, সিরাজগঞ্জ।	গোলাম মুছত্বফা অর্থ কি মুছত্বফার বান্দা, না সম্মানিত বান্দা?	(৪০/১৬০)
		***	
ফেব্রুঃ ২০০৫ (৮/৫)	মাওলানা আব্দুর রায্যাক, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	এক্বামতের শেষে আল্লাহু আকবর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা এবং 'আখেরী মোনাজাত' করার শারঈ বিধান কি?	(১/১৬১)
"	মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।	'বেহেশতী জেওর' ৪র্থ খণ্ডের ১৭ নং মাসআলায় উল্লেখ আছে, রাতের অন্ধকারে স্ত্রী মনে করে কন্যা বা শ্বাশুড়ীর শরীর স্পর্শ করলে, সে পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। কথাটি কি সঠিক?	(২/১৬২)
"	মাহবূবুল হক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	সমাজে প্রচলিত মৃত ব্যক্তির নামে প্রচলিত অনুষ্ঠান সমূহের বিপরীতে মৃত ব্যক্তির আখেরাতের কল্যাণের জন্য আমরা কি করতে পারি?	(৩/১৬৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	তিনটি ক্ষেত্রে নাকি চুল-দাড়ি কলপ করা জায়েয। (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে বার্ধক্য লুকানোর জন্য (২) স্ত্রী যদি যুবতী হয় এবং স্বামীর পাকা চুল-দাড়ি দেখে যদি	(৪/১৬৪)

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

		নাখোশ হয়, সে ক্ষেত্রে (৩) অকালপক্কতা দেখা দিলে। এ কথা কি ঠিক?	
"	মুহাম্মাদ সায়েদুল ইসলাম, সিপাইপাড়া, রাজশাহী।	মাযার ভিত্তিক গড়ে উঠা মাদরাসা ও মসজিদগুলিতে শিক্ষা গ্রহণ বা ছালাত আদায় করা, সেখানে আর্থিক সহায়তা করা শরী'আত সম্মত কি?	(৫/১৬৫)
"	শরীফুল ইসলাম, চরমোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় কোন কোন সুন্নাত পড়েছেন?	(৬/১৬৬)
"	মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ, নওহাটা, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করে ফেলল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এজন্য শাস্তি কামনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করনি? অতঃপর ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে আয়াত নাযিল হ'ল 'আপনি দিনের দু'অংশে এবং রাতের কিছু অংশে ছালাত প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই সৎকর্ম সমূহ গোনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়'। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কে ছিলেন?	(৭/১৬৭)
"	প্রকৌশলী নাছীরুদ্দীন, ৪৬ লাইস সুপার মার্কেট, সিলেট।	নিলামে বিক্রির সময় দামের উপর দাম করার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(৮/১৬৮)
"	আশরাফ, পোঃ বক্স নং ৩০৪, খামিছ মোশায়েত, সঊদী আরব।	যৌথ পরিবারে তিন ভাই। কেউ উপার্জন করে, কেউ করে না। যারা উপার্জন করে তারা সবার ভরণ-পোষণ দেয়। কিন্তু যারা উপার্জন করে না তারাও কি উপার্জনকারীদের ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে সমান অধিকারী হবে?	(৯/১৬৯)
"	আব্দুল আযীয, শান্তি ফার্মেসী, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।	জনৈক ইমাম জুম'আর খুৎবায় 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন তার দেহ কালো বর্ণ ছিল। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের দো'আ কবুল করেন এবং প্রতি চান্দ্র মাসের এই তিন দিন তাকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। ফলে তখন থেকে আদম (আঃ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হ'তে লাগল। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১০/১৭০)
"	মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম, বহেড়া, নওগাঁ।	তাকবীরে তাহরীমার সাথে জামা'আত ধরতে না পারলে ছানা পড়তে হবে কি?	(১১/১৭১)
"	নাজমুন নাহার, দেবনগর, সাতক্ষীরা।	নিজ গৃহের অভ্যন্তরে মহিলাদের ওড়না বিহীন ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১২/১৭২)
"	সাঈদুর রহমান চৌধুরী, চৌধুরী লেন, বরিশাল।	ইমাম দো'আ কুনূত পাঠ করলে মুক্তাদীগণের আমীন আমীন বলার পক্ষে প্রমাণ আছে কি?	(১৩/১৭৩)
"	বি, জামান, রণজিতপুর, কাবিলপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	স্বর্ণের সাথে অন্য কোন ধাতু মেশানো থাকলে সে জিনিসের যাকাত দিতে হবে কি?	(১৪/১৭৪)
"	আবুল খায়ের, রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।	রুকূতে গেলে পেশাব বের হয়ে যায়। চিকিৎসা করেও ফল পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে কি?	(১৫/১৭৫)
"	মাস'ঊদ আহমাদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।	বিবাহিতা হিন্দু মেয়েদের মাথায় সিঁদুর ব্যবহারের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনার কোন সংশ্লিষ্টতা আছে কি?	(১৬/১৭৬)
"	মুহাম্মাদ মুর্তযা, রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।	কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, যেদিন তোমাকে বিয়ে করব সেদিনই তুমি তালাক। অতঃপর সে তাকে রাত্রি কালে বিয়ে করল, তাহ'লে সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে কি?	(১৭/১৭৭)
"	সুমন, তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	কোন হালাল পশু যবহের সময় মাথা আলাদা হ'লে খাওয়া জায়েয হবে কি?	(১৮/১৭৮)
"	আব্দুল মতীন, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	কিছু মহিলা আপত্তিকর পোষাক পরিধান করে বেহায়ার মত চলা-ফেরা করে ও চাকুরীস্থলে থাকে ফলে কর্মস্থলে থাকাবস্থায় দৃষ্টি এড়ানো কষ্টসাধ্য হয়। এথেকে বাঁচার উপায় কি?	(১৯/১৭৯)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঝাওয়াইল, টাংগাইল।	পাপ কাজের উৎস তৈরী করে মারা গেলে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মত তার পাপও কি জারী থাকবে?	(২০/১৮০)
"	মঈনুদ্দীন, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه এই দো'আটি কি ছহীহ না যঈফ?	(২১/১৮১)
"	আব্দুর রঊফ, যাকেরপুর, বরপেটা, আসাম, ভারত।	ব্যবসায়ী মালের সঠিক হিসাব করতে না পারলে অনুমান ভিত্তিক যাকাত দেওয়া যাবে কি?	(২২/১৮২)
"	আব্দুর রশীদ, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	কা'বা গৃহ ও মসজিদুল আক্বছার নির্মাণ কালের ব্যবধান কত এবং পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে?	(২৩/১৮৩)

Contents

"	মুযযাম্মেল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক্ব বা সত্যবাদী এবং ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে শহীদ বলেছিলেন, একথা কি সত্য?	(২৪/১৮৪)
"	আবুবকর ছিদ্দীক্ব, সচিব, বিটিএমসি, ঢাকা।	'আ'রাফ' সম্পর্কে জানতে চাই।	(২৫/১৮৫)
"	নাজমুল হাসান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	নবীগণ কি স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন?	(২৬/১৮৬)
"	মাস'উদ, নতুনপাড়া, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	দিন মজুরের পারিশ্রমিক বাকী রাখা যায় কি?	(২৭/১৮৭)
"	আব্দুর রহমান, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	মুখে মারা যাবে কি?	(২৮/১৮৮)
"	আব্দুর রহমান, বড় পাথার, বগুড়া।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু রোকানা নামক একজন ছাহাবীর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৯/১৮৯)
"	আরীফা, কোরপাই, কুমিল্লা।	প্রচলিত তাবলীগ জামাতের 'ফাযায়েলে আমল' বইটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য?	(৩০/১৯০)
"	রোকেয়া, মিরপুর, ঢাকা।	স্বামীর অনুপস্থিতিতে মহিলারা হাটবাজার ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে কি?	(৩১/১৯১)
"	সৈয়দা সাওদা ফেরদৌসী, বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি?	(৩২/১৯২)
"	নীলুফা পারভীন, প্যারামেডিকেল পাড়া, রাজশাহী।	আমার মেয়ের নাম খায়রুন নাঈমা মনি। এই নামটি কি সঠিক?	(৩৩/১৯৩)
"	আবু সাঈদ, নওহাটা, রাজশাহী।	বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়ার সময় হাত উঠানোর দলীল জানতে চাই।	(৩৪/১৯৪)
"	পারভীন সুলতানা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	মাসিক অবস্থায় কুরআন মুখস্থ করলে কাফফারা দিতে হবে কি?	(৩৫/১৯৫)
"	শফীকুর রহমান, বাসা নং ৫৩, রোড-৭/ই, মিরপুর, ঢাকা।	জামা'আত চলাকালীন সময়ে কোন লোক অজ্ঞান হয়ে গেলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে তার সেবা করতে হবে কি?	(৩৬/১৯৬)
"	শাকিল, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	নারী নেতৃত্ব কি বৈধ?	(৩৭/১৯৭)
"	নাছীর, নয়াটোলা, ঢাকা।	কা'বা ঘর নির্মাণের পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে অতিরিক্ত সুরকিগুলি ছুড়ে মারলে উড়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে। ঐ সুরকিগুলি যে স্থানে পড়েছে সেখানে একটি করে মসজিদ গড়ে উঠেছে। এ ঘটনা কি সত্য?	(৩৮/১৯৮)
"	আব্দুর রাকীব, পীরগঞ্জ, রংপুর।	জমি চাষের কঠিন দায়িত্ব গরু নিজেই গ্রহণ করেছে। এ কথা কি ঠিক?	(৩৯/১৯৯)
"	আযহারুদ্দীন, দৌতলপুর, কুষ্টিয়া।	আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করাতে মঊত ব্যতীত কোন বাঁধা থাকে না মর্মে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি কি যঈফ?	(৪০/২০০)
		***	
মার্চ ২০০৫ (৮/৬)	কবীর, ফকীরহাট, বাগেরহাট।	আমার পিতা সূদে টাকা নিয়ে মাছ চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। তার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে আমি দায়ী হব কি-না এবং আমার ইবাদত কবুল হবে কি-না।	(১/২০১)
"	শাহাদাত, ভাটপাড়া, আড়ানী, রাজশাহী।	সন্তান প্রসবের পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে এক্বামত দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২/২০২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কোন ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে, তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?	(৩/২০৩)
"	মাহফূয, নলডহরী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	আমাদের কলেজের শিক্ষকরা সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে পূজার জন্য চাঁদা তোলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও চাঁদা দিতে হয়। এতে কি গোনাহ হবে?	(৪/২০৪)
"	সায়ফুল্লাহ বিন আফযাল, উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাতের আশায় ইবাদত করতে হবে না, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য ইবাদত করতে হবে?	(৫/২০৫)
"	সুমন, হাট দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।	জনৈকা বৃদ্ধা ১৬ বৎসর যাবৎ রোগাক্রান্ত থেকে মারা যাওয়ায় তার ১৬ মাসের রামাযানের ছিয়াম কাযা হয়। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরও ফিদইয়া দেয়নি। এখন কি কোন করণীয় আছে?	(৬/২০৬)
"	পারুল সুলতানা, কলারোয়া মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা।	বিয়ের সময় কবুল না বলে শুধু স্বাক্ষর করলে বিয়ে হবে কি?	(৭/২০৭)
"	আবুল মুহসিন ফারুকী, মহাস্থান, বগুড়া।	আত্তাহিইয়াতু পড়ার সময় بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ শব্দ দু'টি প্রথমে মিলিয়ে পড়ার হাদীছটি কি ছহীহ?	(৮/২০৮)

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

"	মুসলিমুদ্দীন, শিবপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।	মসজিদের পূর্ব দিকের দরজার উপর কা'বা শরীফের ছবি থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি?	(৯/২০৯)
"	মানিক মাহমূদ, বনগড়ুপাড়া, দিনাজপুর।	দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়া কি শরী'আত সম্মত?	(১০/২১০)
"	লুৎফর রহমান, পশ্চিম দৌলতপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	কোন ব্যক্তির পক্ষে কেউ পরীক্ষা দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিতে পারবে কি?	(১১/২১১)
"	মুহাম্মাদ রিপন, ববি ষ্টোর, জয়পুরহাট।	শরী'আত মতে শতকরা কত ভাগ লাভ করা যায়?	(১২/২১২)
"	সুমন, কোটা (পদ্মপুকুর), পায়রাহাট, অভয়নগর, যশোর।	সমস্ত খরচ বর্গা গ্রহীতা বহন করলে বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে কি ওশর দিতে হবে?	(১৩/২১৩)
"	মুহাম্মদ বাবুল কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	আলু চাষের জন্য কাউকে তিন মাসের জন্য একশত টাকা দরে আলু ক্রয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া জায়েয হবে কি?	(১৪/২১৪)
"	আশরাফ, নতুন আড়বেতাই, দেবগ্রাম, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	দ্রুত সন্তান প্রসব হবে এই ধারণায় প্রসবের সময় মহিলার উরুতে কুরআনের আয়াত কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া কি বৈধ?	(১৫/২১৫)
"	তসিকুল ইসলাম, চরমোহনপুর, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মনের অজান্তে স্বপ্নদোষ অবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করার পর স্বপ্নদোষের আলামত পেলে কি করতে হবে?	(১৬/২১৬)
"	আশরাফ হুসাইন, ধকুবা, বরপেটা, আসাম, ভারত।	একজন মুসলমান যুবকের সাথে হিন্দু মেয়ের বিবাহ জায়েয হবে কি?	(১৭/২১৭)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	অসুস্থাবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৮/২১৮)
"	শেখ সেতাবুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দেখা যায়। কিন্তু কোন আরবী আয়াতের শেষে তা নেই কেন?	(১৯/২১৯)
"	মুহসিন, মুজমদারী, সিলেট।	আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে দেখলেন। ছালাত শেষে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম দিকে এরূপ করতেন, পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন'। এ বর্ণনাটি কি ছহীহ?	(২০/২২০)
"	আকরাম হুসাইন, বনবেল ঘড়িয়া, নাটোর।	ইউসুফ (আঃ) কি পরে জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন?	(২১/২২১)
"	সৈয়দ কায়েস, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	হাফেযদেরকে কি পরকালে এক এক তলা উপরে উঠতে বলা হবে?	(২২/২২২)
"	এম,এ, আকন্দ, কালাই, জয়পুরহাট।	পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা কি জায়েয?	(২৩/২২৩)
"	নাছিরুদ্দীন, বাউসা মাঝপাড়া, রাজশাহী।	'একতাদাইতো বিহা-যাল ইমাম' কথাটি কবে থেকে চালু হয়েছে?	(২৪/২২৪)
"	মুহাম্মাদ আনছার, দাউদপুর, দিনাজপুর।	নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আব্বা ও আম্মা কি জান্নাতী?	(২৫/২২৫)
"	মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	মসজিদ নির্মাণের সময় মানুষের মাথা ও হাড়-হাড্ডি পাওয়া গেলে তা অন্যত্র পুঁতে দিয়ে ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?	(২৬/২২৬)
"	হারুনুর রশীদ, তালাইমারী, রাজশাহী।	জিহাদ কাদের উপরে ফরয?	(২৭/২২৭)
"	সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	কবরের গভীরতার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশ আছে কি?	(২৮/২২৮)
"	আব্দুর রহীম, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।	বিবাহের শুধু রেজিষ্ট্রীর পরে কি বর-কনে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মেলামেশা করতে পারে?	(২৯/২২৯)
"	মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	কুরবানীর গোশত বিক্রি বা বিয়েতে উক্ত গোশত খাওয়ানো যাবে কি?	(৩০/২৩০)
"	মুহাম্মাদ আযাদ আলী, কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। তাহ'লে আস্ত মুরগী আগুনে ভুনা করা এবং শিক কাবাব বানানো যাবে কি?	(৩১/২৩১)
"	মুহাম্মাদ আবুবকর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	দশ বছরের জন্য জায়গা-জমি লীজ দিতে পারবে কি?	(৩২/২৩২)
"	আব্দুল লতীফ, মুহিষকুণ্ডি বাজার, কুষ্টিয়া।	'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র মধ্যে পার্থক্য কি?	(৩৩/২৩৩)

Contents

"	মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।	ঈদ মোবারক লেখা ব্যানার নিয়ে হোণ্ডায় চড়ে প্রদর্শনী ও ঈদ শেষে কোলাকুলি করা যাবে কি?	(৩৪/২৩৪)
"	যামীরুল ইসলাম, জামতলা বাজার, শার্শা, যশোর।	মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা কোন আত্মীয়-স্বজন স্বপ্নে দেখলে দান না করা পর্যন্ত শাস্তি অব্যাহত থাকে এ বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৫/২৩৫)
"	মুশফিকুর রহমান, ইসলামপুর, জামালপুর।	আরবদেরকে তিন কারণে ভালবাসাতে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/২৩৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঝাউতলী, কুমিল্লা।	স্ত্রী স্বামীকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৭/২৩৭)
"	মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ওশর বিক্রি করে টাকা বন্টন করা যাবে কি?	(৩৮/২৩৮)
"	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মলমূত্র কি পাক ছিল?	(৩৯/২৩৯)
"	মুসলিম, বেড়ুঞ্জ, দুপচাচিয়া, বগুড়া।	খেলাফত, মুলূকিয়াত ও জুমহূরিয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?	(৪০/২৪০)
		***	
এপ্রিল ২০০৫ (৮/৭)	মুহাম্মাদ আফছার, বেনীচক, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	নবুঅতের কত বছর পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়? এর আগে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ফরয ছিল কি? ফরয থাকলে নিয়ম কি ছিল এবং কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ফরয ছিল?	(১/২৪১)
"	আব্দুস সাত্তার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সূদ কি শুধু সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়, নাকি জাতীয় জিনিসের মধ্যেও হয়।	(২/২৪২)
"	মুস্তা'ছিম, চুপিনগর, মাঝিরা, বগুড়া।	দাড়ি না রাখলে ছালাত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে কি?	(৩/২৪৩)
"	মুহাম্মাদ কামাল, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কুরআন-হাদীছের আলোকে ভূমিকম্পের কারণ জানতে চাই।	(৪/২৪৪)
"	আফ্ফানুল্লাহ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	পিছনে হাত বেঁধে পথ চলা কি জাহান্নামী ব্যক্তিদের চিহ্ন?	(৫/২৪৫)
"	ইকবাল, গার্জিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।	জমি, গরু-ছাগল, আসবাবপত্র ইত্যাদি বন্ধক রাখার বিধান কি?	(৬/২৪৬)
"	ইবরাহীম খলীল, চান্দিনা, কুমিল্লা।	অসুস্থতার কারণে কোন ভাবেই ছালাত আদায় করতে না পারলে তার করণীয় কি?	(৭/২৪৭)
"	সোহেল রানা, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	কোন হিন্দু ব্যক্তির সাথে মুছাফাহা করলে পাপ হবে কি?	(৮/২৪৮)
"	আরীফা, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	তাহাজ্জুদের ছালাত একবার শুরু করলে নিয়মিত আদায় করতে হবে কি?	(৯/২৪৯)
"	আবু সাঈদ, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	সূরা 'ক্বাফ'-এর ৪০ নং আয়াত দ্বারা কি ফরয ছালাতের পরে প্রশংসামূলক তাসবীহ পড়ার নির্দেশ এবং সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াত দ্বারা কি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয প্রমাণিত হয়?	(১০/২৫০)
"	ফযলুল করীম, টবর, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।	চাঁদ উঠেছে এই ধারণায় ছিয়াম রাখার পর যদি জানা যায় যে, চাঁদ উঠেনি তাহ'লে ছিয়াম হবে কি?	(১১/২৫১)
"	ফযলুল করীম, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।	হিন্দু লোকের দান মসজিদের নির্মাণ কাজে লাগানো যাবে কি?	(১২/২৫২)
"	আব্দুছ ছবূর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে আল্লাহ কি মাযহাব মানার নির্দেশ দিয়েছেন?	(১৩/২৫৩)
"	আব্দুল্লাহ বিন ফয়েয, সাপাহার, নওগাঁ।	আমি নিঃসন্তান। আমরা চার ভাই দুই বোন। তারা সবাই বেঁচে থাকা সত্ত্বেও দুই জন ভাতিজী ও একজন ভাগিনাকে আমি সন্তান হিসাবে লালন-পালন করছি। আমার সম্পত্তি ভাই-বোনকে না দিয়ে পালক ভাতিজী ও ভাগিনার মাঝে বন্টন করে দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?	(১৪/২৫৪)
"	আল-মাহমূদ, ফকিরহাট, বাগেরহাট।	বিক্রি করে দেওয়া মহিলাদেরকে ক্রয় করে দাসী রূপে ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৫/২৫৫)
"	আব্দুল হাসীব, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	৯৯ বছর বয়সের জনৈক বৃদ্ধ কর্তৃক কোন যুবতীকে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত?	(১৬/২৫৬)
"	শফীকুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	বিষপানে আত্মহত্যাকারীর জানাযার হুকুম কি?	(১৭/২৫৭)
"	সেকান্দার আলী, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	মাগরিবের ছালাত ছুটে গেলে এবং এশার জামা'আত আরম্ভ হ'লে কোন ছালাত আগে আদায় করতে হবে?	(১৮/২৫৮)
"	খুরশেদ আলম, মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।	আল্লাহ মানুষকে না জিনকে আগে সৃষ্টি করেছেন?	(১৯/২৫৯)

Contents

"	মীযানুর রহমান, দুর্গাপুর, আদিতমারী, লালমণিরহাট।	স্বামী স্ত্রীকে দুই তুহুরে দুই তালাক দিয়েছে। ৩য় তালাক দেওয়ার নিয়ত করেছে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেনি। এক্ষণে সে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে কি?	(২০/২৬০)
"	আব্দুল গাফফার, হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।	ইয়া'জূজ-মা'জূজ কি আল্লাহ্র বান্দা?	(২১/২৬১)
"	ইয়াহইয়া, ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	গণকের কাছে যাওয়া ও তার কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?	(২২/২৬২)
"	রবীউল ইসলাম, চন্দনপুর, জামালপুর।	ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে, কথাটি কি সঠিক?	(২৩/২৬৩)
"	আসলাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে শরীরের অসুখের জন্য ফুঁক দেওয়া যাবে কি?	(২৪/২৬৪)
"	ইমামুদ্দীন, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	বিবাহের ওলীমার ন্যায় আক্বীক্বার দাওয়াত দেওয়া যাবে কি?	(২৫/২৬৫)
"	আজমাল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দিলে কি ক্বিয়ামতের দিন গর্দান উঁচু হবে?	(২৬/২৬৬)
"	আব্দুল হামীদ, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় জিহ্বা কি বিপরীত সাক্ষ্য দিবে?	(২৭/২৬৭)
"	আব্দুল কাফী, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।	ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারলে দিনে পড়া যাবে কি?	(২৮/২৬৮)
"	আলমগীর, বিরামপুর, দিনাজপুর।	আমার পীঠের ডান সাইডে কিছু লোম আছে সেগুলি তুলা যাবে কি?	(২৯/২৬৯)
"	মুহাম্মাদ জাবের, কালীগঞ্জহাট, রাজশাহী।	হাফসা (রাঃ)-এর পাতলা ওড়না আয়েশা (রাঃ) ছিঁড়ে ফেলেছিলেন মর্মে কথাটি কি সত্য?	(৩০/২৭০)
"	আব্দুল হান্নান, বহরমপুর, রাজশাহী।	ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া নাকি উচিৎ নয়? একথা কি হাদীছে আছে?	(৩১/২৭১)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মধ্যস্থানে ছিলেন। এটা কি ছহীহ হাদীছ?	(৩২/২৭২)
"	এনামুল হক, চুয়া মল্লিক পাড়া, কুষ্টিয়া।	মুরব্বীদের অন্যায় কর্মের প্রতিকার করতে কি ভয় করা ঠিক হবে?	(৩৩/২৭৩)
"	রফীকুল ইসলাম, নিজপাড়া, দিনাজপুর।	আবুদাউদে বর্ণিত একটি হাদীছে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। আমরা পিতার কসম খেতে পারব কি?	(৩৪/২৭৪)
"	আব্দুল হক্ব, দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।	ক্বিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে যে, ৫০ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ হবে, ব্যভিচার চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে। এটি কোন হাদীছ কি?	(৩৫/২৭৫)
"	শহীদুল ইসলাম, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	একজন ব্যক্তি কত মাইল অতিক্রম করার পর মুসাফির হয়?	(৩৬/২৭৬)
"	এফ.এম. নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।	মধ্যবয়সী সুস্থ মহিলারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হওয়ার পরও অধিক আয়ের লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা নির্বাহের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। এদেরকে ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?	(৩৭/২৭৭)
"	মুখতার, কাছিকাটা বাজার, নাটোর।	মহান আল্লাহ কি পৃথিবীতে ১৮০০০ মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন কি?	(৩৮/২৭৮)
"	রুহুল আমীন, রাধাকানাই, ফুরকানাবাদ, ময়মনসিংহ।	উভয় পক্ষের অলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ করে বিবাহ পড়ানো কি বৈধ? খাদীজা (রাঃ) ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহে কি কোন অলী ছিল?	(৩৯/২৭৯)
"	আযীযুল হক্ব, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।	طلب العلم فريضة على كل مسلم উল্লিখিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৪০/২৮০)
		***	
মে, ২০০৫ (৮/৮)	এরফান আলী, সালামতপুর, যশোর।	ছালাতে দাঁড়িয়ে মুক্তাদীগণ পিছনে কি করছে রাসূল (ছাঃ) কি দেখতে পেতেন?	(১/২৮১)
"	আব্দুছ ছামাদ, তানোর, রাজশাহী।	শয়তান জিন কি মানুষকে কষ্ট দিতে পারে? জিনের সাথে মানুষের কি মিলন সম্ভব?	(২/২৮২)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভারত।	প্রেমকে পবিত্র মনে করা কি ঠিক?	(৩/২৮৩)
"	আসিয়া খাতুন, ধর্মদহ, কুষ্টিয়া।	জান্নাতীরা জান্নাতে কি কি ভোগ করবে?	(৪/২৮৪)
"	শফীকুর রহমান, বাসা ৫৫, রোড ৭/ই, মিরপুর, ঢাকা।	খোলা তালাক দেয়ার পর কোন মহিলা পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?	(৫/২৮৫)

Contents

"	আমজাদ, বালিজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কি খেজুরের ডালের ছিল?	(৬/২৮৬)
"	মুনীরুযযামান, সুলতানগঞ্জ করিডোর গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ডাক্তারগণ বলেন, ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু এ রোগ সম্পূর্ণ রূপে ভাল হয় না। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(৭/২৮৭)
"	আতাউর রহমান, কালাইবাড়ী, নওগাঁ।	'খবরে ওয়াহেদ' এবং 'হাদীছে গরীব' এর মধ্যে প্রার্থক্য?	(৮/২৮৮)
"	মুয্যাম্মিল হক, মোবারকপুর, নবাবগঞ্জ।	যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্ত্রীর সাথে তার মেলামেশা করা হারাম হবে কি?	(৯/২৮৯)
"	এমাজুদ্দীন মোল্লা, মির্জাপুর, রাজশাহী।	তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?	(১০/২৯০)
"	আলমগীর, বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।	বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান দেওয়া যাবে কি?	(১১/২৯১)
"	নাজমা খাতুন, বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।	যুবতী মেয়েরা পাতলা ওড়না ব্যবহার করতে পারবে কি?	(১২/২৯২)
"	আব্দুল বারী আনছারী, ধর্মগুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ কি নিষিদ্ধ?	(১৩/২৯৩)
"	মুহাম্মাদ নুরুজ্জ মিয়া, শনির দিয়াড়, পাবনা।	অন্য ছেলেদের অসন্তুষ্টিতে পিতা ছোট ছেলেকে জমি বেশী দিতে পারে কি?	(১৪/২৯৪)
"	ছিদ্দীকুর রহমান, নাজিরা বাজার, ঢাকা।	মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন?	(১৫/২৯৫)
"	ইমদাদ, চিতলমারী, বাগেরহাট।	ছালাতে রুকূ থেকে উঠে হাত বুকে বাঁধবে না ছেড়ে দিবে?	(১৬/২৯৬)
"	আবু তালেব মোড়ল, গোবরচাকা, খুলনা।	অর্ধ ছা' পরিমাণ ফিৎরা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(১৭/২৯৭)
"	শামীমা নাসরীন, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।	ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় হায়েয অবস্থায় কুরআন-হাদীছ ইত্যাদি পড়তে পারবে কি?	(১৮/২৯৮)
"	শাহিন, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	গুপ্তস্থানের লোম চেছে ফেলতে হবে, না ছোট করতে হবে?	(১৯/২৯৯)
"	বকুল, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	মোযার উপরে মাসাহ করার নিয়ম কি?	(২০/৩০০)
"	মকবূল, বালিতিতা, লালপুর, নাটোর।	জনৈক ব্যক্তি দু'স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করে না। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ লোক কি মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে বাধা প্রদান করতে পারে?	(২১/৩০১)
"	মুহাম্মাদ, শামপুর, বাংগাবাড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হাদীছে আছে ফজর ও আছরের ছালাতের সময় ফেরেশতা পরিবর্তন হয়। ফেরেশতারা কতক্ষণ অবস্থান করেন? মসজিদে প্রথম জামা'আত যারা পেল না তারা কি বাদ পড়ে যায়?	(২২/৩০২)
"	আখতারুযযামান, মহারাজপুর, নাটোর।	সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ সরবে পড়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি যঈফ?	(২৩/৩০৩)
"	রাযিয়া সুলতানা, হাট শ্যামগঞ্জ, দিনাজপুর।	পুরুষের পোষাক মেয়েদের পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আছে কি?	(২৪/৩০৪)
"	রশীদুল ইসলাম ও মুরজেম, মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর।	ঘরে টেলিভিশন রাখা যাবে কি এবং তা দেখা কি পাপ? যে ঘরে টেলিভিশন থাকে, সে ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৫/৩০৫)
"	শাহাদত, তোল্লাতলা, গাবতলী, বগুড়া।	অপবিত্র অবস্থায় কোন পবিত্র কাপড় স্পর্শ করলে তা কি অপবিত্র হয়ে যাবে?	(২৬/৩০৬)
"	আব্দুল হান্নান, মুন্সিরহাট, ময়মনসিংহ।	একজনের পুঁজি ও অন্যজনের শ্রমের বিনিময়ে কোন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা উভয়ের মধ্যে অর্ধার্ধি বণ্টিত হওয়ার শর্তে ব্যবসা করা কি বৈধ?	(২৭/৩০৭)
"	আবু হাসান, পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।	মেয়েদের নাকফুল ও কানের দুল থাকার কারণে ওযূর সময় যথাযথভাবে নাকে ও কানে পানি না ঢুকলে করণীয় কি?	(২৮/৩০৮)
"	মুহাম্মাদ আফসার, বেনীচক, নবাবগঞ্জ।	মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত ফরয নয়, তবুও তারা পড়তে পারবে কি?	(২৯/৩০৯)
"	বয়নাল আবেদীন, বেতিল খামার, সিরাজগঞ্জ।	হানাফীদের বিদ্রূপের কারণে 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করলে ক্ষতি হবে কি?	(৩০/৩১০)
"	এনামুল হক, আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।	অপবিত্র অবস্থায় অন্যকে স্পর্শ করা যাবে কি?	(৩১/৩১১)

Contents

"	আহমাদ, কদমতলা, সাতক্ষীরা।	আল্লাহ্র যিকির কি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম?	(৩২/৩১২)
"	আব্দুল মান্নান, গোপালপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	জানাযার ছালাতের কাতার কি কমপক্ষে তিনটি হ'তে হবে? প্রথম কাতার সবচেয়ে বড় তারপর ধারাবাহিকভাবে ছোট হবে। একথা কি সঠিক?	(৩৩/৩১৩)
"	একরাম, হালিশহর, চট্টগ্রাম।	ব্যবসার টাকার যাকাত প্রদানের সময় মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়ের যাকাত দিতে হবে কি?	(৩৪/৩১৪)
"	শরীফা বেগম, ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী।	স্বামীর প্রহারে স্ত্রী মারা গেলে সেক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৫/৩১৫)
"	আবুল কালাম আযাদ, ভাবনচুর, নীলফামারী।	ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় 'ওয়া বারাকা-তুহু' শব্দটি বেশী করা কি জায়েয?	(৩৬/৩১৬)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।	যোহরের ৪ রাক'আত ছালাতের স্থলে ইমাম ভুলবশতঃ ৫ রাক'আত আদায় করে সহো সিজদা করেছেন। এটা ঠিক হয়েছে কি?	(৩৭/৩১৭)
"	হাফীযুর রহমান, অমরপুর, বাঘা, রাজশাহী।	দো'আ চাওয়ার জন্য মাযারে যাওয়া কি ঠিক?	(৩৮/৩১৮)
"	জসীমুদ্দীন, নবীয়াবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	ভোট প্রার্থীর নিকট থেকে টাকা নিয়ে নির্মিত মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?	(৩৯/৩১৯)
"	তাওহীদুর রহমান, দস্তানাবাদ, নাটোর।	কুরআন শরীফের প্রথমে যুক্ত ফযীলত সম্পর্কে হাদীছগুলি কি ছহীহ? ***	(৪০/৩২০)
জুনঃ ২০০৫ (৮/৯)	আনারুল ইসলাম, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।	কুরবানীর গোশত বন্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি?	(১/৩২১)
"	মুনীরুল ইসলাম, বিলকৃষ্ণপুর, নওগাঁ।	হজ্জের সময় জামরায় কংকর মারার ক্ষেত্রে কিরূপ নিয়ত করতে হবে?	(২/৩২২)
"	আবুল কালাম আযাদ, ইসলামপুর, জামালপুর।	তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম করা কি বিদ'আত?	(৩/৩২৩)
"	ইউসুফ, নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যু কখন কোন্ প্রেক্ষিতে হয়েছিল? তাঁকে কি বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল?	(৪/৩২৪)
"	আব্দুল্লাহ, শ্যামপুর, কালীগঞ্জ নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	প্রথমা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিৎনা বেড়ে যাওয়ার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা কি বৈধ? এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে কি?	(৫/৩২৫)
"	মুহাম্মাদ মাকছুদুর রহমান, রহমান মেডিকেল সেন্টার, হারাগাছ, রংপুর।	ছালাতের জন্য মাইকে আযান হওয়া সত্ত্বেও মুছল্লী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনরায় মাইকে ডাকাডাকি করা এবং আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে ফর্সা হ'লে জামা'আত করা কি শরী'আত সম্মত?	(৬/৩২৬)
"	মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।	ইমামের ক্বিরাআতে প্রচুর ভুল থাকলে একাকী ছালাত আদায় করা কি ঠিক?	(৭/৩২৭)
"	মোশাররফ, আজমপুর, দিনাজপুর।	ইছালে ছওয়াব ও ওরস শরীফ পালন করা কি শরী'আত সম্মত?	(৮/৩২৮)
"	এফ.এম.লিটন, কাঠিগ্রাম, গোপালগঞ্জ।	ভয়ভীতি থেকে অবসানের উদ্দেশ্যে সূতা পড়ে দেওয়া কি তা'বীযের অন্তর্ভুক্ত?	(৯/৩২৯)
"	সাইফুল্লাহ, উত্তর হিন্দুকান্দি, বগুড়া।	বাংলা নববর্ষকে বরণ করার জন্য বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং পান্তাভাত খাওয়ার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(১০/৩৩০)
"	আব্দুল গফূর তালুকদার, কালাই, জয়পুরহাট।	সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'দিন পরে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?	(১১/৩৩১)
"	ক্বামারুযযামান, মানিকদিয়া, গাংণী, মেহেরপুর।	কোন জিনিস এক হাযার টাকায় ক্রয় করে ছয় মাস বা এক বছরের কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এক হাযার দুই শত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?	(১২/৩৩২)
"	আব্দুল হান্নান, রুদ্রনগর, উজলপুর, মেহেরপুর।	জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে গন্ধম খেতে নিষেধ করেছিলেন বটে কিন্তু গন্ধমকেও নাকি বলেছিলেন আদমকে ছেড় না। গন্ধম কি?	(১৩/৩৩৩)
"	নাহিদ আখতার, পাঁচরুখী, নররায়ণগঞ্জ।	আবু হানীফা (রহঃ) কি তাঁর প্রধান শিষ্যদেরকে মাসআলা লিখতে বলতেন?	(১৪/৩৩৪)
"	রহীমা, জগদিশপুর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার গোসল কি ফরয গোসলের মতই?	(১৫/৩৩৫)
"	ইসমাঈল, পোষ্ট বক্স নং-১৯৫৫৭	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেবর থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। যৌথ পরিবারে থেকে বিয়ে হ'লে	(১৬/৩৩৬)

Contents

	রিয়াদ, সঊদী আরব।	দেবরের সাথে দেখা বা কথা হওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	
"	মাসুম, ২৩ হাজী আব্দুর রশীদ লেন, বংশাল, ঢাকা।	মুসলমান ও হিন্দু যৌথভাবে শেয়ারে ব্যবসা করতে পারে কি?	(১৭/৩৩৭)
"	মাঈনুল ইসলাম, আলাদীপুর মাদরাসা সাপাহার, নওগাঁ।	চাপের মুখে জমির মালিক মসজিদের নামে জমি ওয়াক্ফ করে দিলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি? উক্ত জমি বিক্রি কিংবা বিনিময় করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি?	(১৮/৩৩৮)
"	নাজমুল হাসান, ছোট শালঘর, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে এবং ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটলে ওযূ থাকবে কি?	(১৯/৩৩৯)
"	ছিফাতুল্লাহ, কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।	ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু নিঃস্বরণ হ'লে ছালাত হয়ে যাবে কি?	(২০/৩৪০)
"	আলফাযুদ্দীন, নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।	নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলতে কি বুঝায়?	(২১/৩৪১)
"	কামাল, কাথুলী রোড, বড়বাজার, মেহেরপুর।	হাদীছে আছে, মানুষের চলাফেরা, বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া অবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেকটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। ক্বিয়ামত হওয়ার সময় মানুষ কি জীবিত থাকবে, নাকি সকল মানুষ মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে?	(২২/৩৪২)
"	রুহুল আমীন, হোটেল রংধনু, নবাবগঞ্জ।	ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত পড়ার সময় কুরআন মজীদের তারতীব অনুযায়ী পড়তে হবে কি?	(২৩/৩৪৩)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেরার নামক মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন কি?	(২৪/৩৪৪)
"	আবেদ আলী, নাযিরাবাজার, ঢাকা।	নারী-পুরুষের মধ্যে ছালাতের পার্থক্য সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে বললেন, 'যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন তোমাদের নিতম্বের কিছু অংশ মাটিতে লাগাবে। কেননা এ ব্যাপারে নারী পুরুষের মত নয়' (বায়হাক্বী)।	(২৫/৩৪৫)
"	মুহাম্মাদ ফুরক্বান, ফুলবাড়িয়া, মেহেরপুর।	ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে ফিলিস্তীনে বসবাস করবে, এ বক্তব্য কি সঠিক?	(২৬/৩৪৬)
"	ছিবগাতুল্লাহ, তানোর, রাজশাহী।	কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটা যায় কি?	(২৭/৩৪৭)
"	মুহাম্মাদ, কদমতলা, সাতক্ষীরা।	মানুষ মারা যাওয়ার পরপরই তার মুখমণ্ডল পশ্চিম দিকে করা যায় কি?	(২৮/৩৪৮)
"	সুমন, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।	মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?	(২৯/৩৪৯)
"	মুহাম্মাদ দুররুল হুদা, সারাংপুর, রাজশাহী।	মসজিদের ছাদের উপর মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা যাবে কি?	(৩০/৩৫০)
"	মুহাম্মাদ সাইফুদ্দীন, হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জামা'আত চলাকালীন তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বেঁধে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় যেতে হবে, নাকি বুকে হাত না বেঁধে শুধু মুখে তাকবীর বলে সরাসরি ইমামের সাথে যোগ দিবে?	(৩১/৩৫১)
"	আহসান আলী, মহল সাতমরা, পঞ্চগড়।	সোনা বা রূপা কোন্টির দাম ধরে টাকার যাকাত বের করতে হবে?	(৩২/৩৫২)
"	আব্দুল্লাহ আল-মামূন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মরা শংকর মাছ খাওয়া যাবে কি?	(৩৩/৩৫৩)
"	আব্দুল ক্বাদের, পীরগাছা, রংপুর।	মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে গোসল দিতে হবে?	(৩৪/৩৫৪)
"	একরামুল হক, চণ্ডিপুর, বাগরামা, রাজশাহী।	সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের শানে নুযূল বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রকম লিখা আছে। বায়'আত সম্পর্কে নাযিল হওয়া উক্ত আয়াতের বায়'আতের নাম কি ছিল?	(৩৫/৩৫৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	গাজা বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহকারী মুছল্লীর ইবাদত কবুল হবে কি?	(৩৬/৩৫৬)
"	আবু হানীফ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	ছালাতে ক্বিরা'আত পড়ার সময় ইমাম কাঁদলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(৩৭/৩৫৭)
"	শরাফত আলী, কোরপাই, কুমিল্লা।	জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?	(৩৮/৩৫৮)
"	মুহাম্মাদ ছায়েম, আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।	শুধু রামাযানের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়তে হবে না অন্য মাসের দেখলেও দো'আ পড়তে হবে?	(৩৯/৩৫৯)
"	যোবাইর, কেশরগঞ্জ, মুজিব নগর, মেহেরপুর।	জনৈক ব্যক্তি আমার জমির মধ্যে প্রায় ১ হাত ভিতর দিয়ে আইল দিয়েছে। তার শাস্তি কি হবে?	(৪০/৩৬০)

***

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

জুলাইঃ ২০০৫ (৮/১০)	হাসান মাহমূদ, ঝিলটুলী, ফরিদপুর।	যারা বলে, 'কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা, এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।তাই কুরআনের তাফসীর রচনা করার কিংবা হাদীছ মানার প্রয়োজন নেই। মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৩০০ বছর পর হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা সন্দেহযুক্ত বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান আনতে হয় নেতৃত্বের কাছে শপথের মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কেউ ঈমানদার নয়' তাদের ঈমান থাকবে কি? তাকে মুসলমান বলা যাবে কি?	(১/৩৬১)
"	আশরাফ; ধকুবা, বরপেটা, আসাম, ভারত।	মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কবর খনন করার বিনিময়ে টাকা নেওয়া বৈধ কি?	(২/৩৬২)
"	বযলুর রশীদ, যশোর।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছিলেন?	(৩/৩৬৩)
"	জাহাঙ্গীর, প্রতিনিধি, দৈনিক আমার দেশ কুমিল্লা।	মসজিদের টাকা শর্ত ভিত্তিক বিনিয়োগ করা যাবে কি? মসজিদের নগদ টাকা রাখার পদ্ধতি কি?	(৪/৩৬৪)
"	সখিনা বেগম, কাজলা, রাজশাহী।	ঋতু অবস্থায় ছালাত ছুটে গেলে পরবর্তীতে আদায় করতে হবে কি?	(৫/৩৬৫)
"	হুমায়ুন কবীর, কদমডাঙ্গা সালাফিয়া মাদরাসা, নওগাঁ।	'আখেরী চাহারশম্বা' কাকে বলে?	(৬/৩৬৬)
"	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, ডাক বাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় ১৭/৯৭ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ইহা সূদ হবে না'। সরকার পেনশন হোল্ডারদের জন্য ১১% লাভে একটি সঞ্চয়পত্র ছেড়েছে। সরকার প্রদত্ত এরূপ মুনাফা গ্রহণ করা কি সূদ হিসাবে গণ্য হবে?	(৭/৩৬৭)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।	মোহরানা কি? বিয়ের সময় স্বামী মোহরানা না দিলে করণীয় কি?	(৮/৩৬৮)
"	রুহুল আমীন, হোটেল রংধনু, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	শুধু ডানে সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সহো করে পুনরায় আত্তাহিইয়াতু পড়ে সালাম ফিরানো কি সঠিক?	(৯/৩৬৯)
"	আব্দুল্লাহ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	ছালাতে ক্বিরাআত ছুটে গেলে বা ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(১০/৩৭০)
"	মুহাম্মাদ রেযওয়ান, প্রভাষক, জামদই বতিউল্লাহ্ আলিম মাদরাসা, বৈদ্যপুর, নওগাঁ।	জনৈক মহিলার তিনটি কন্যা। তার দ্বিতীয় কন্যার সাথে শিশুকালে অন্য এক ছেলেও দুধপান করেছে। ঐ ছেলে তার তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দুধমাতা ও দুধবোন কাকে বলে?	(১১/৩৭১)
"	সুলতান মাহমূদ, মুলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।	মাতা মরার পর নানী মারা গেছেন। নানীর জমি থেকে নাতি-নাত্নী শরী'আত মোতাবেক কোন অংশ পাবে কি?	(১২/৩৭২)
"	আনোয়ারুল ইসলাম, জোড়পুকুরিয়া, মেহেরপুর।	জনৈক মহিলা স্বামীর অসুখের মিথ্যা খবর শুনে আজীবন বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছিয়াম পালন করার মানত করে। পরবর্তীতে এভাবে ছিয়াম পালন করায় ঐ মহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক্ষণে তার করণীয় কি?	(১৩/৩৭৩)
"	মুহাম্মাদ কবীর, ফুলবাড়িয়া, মেহেরপুর।	জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে যান কথাটি কি সত্য?	(১৪/৩৭৪)
"	আবুল কালাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	জিন-ইনসানের মত পশু-পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদিও কি আল্লাহ্র প্রশংসা করে?	(১৫/৩৭৫)
"	ইবরাহীম, মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।	ক্বিয়ামতের দিন কাকে সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠানো হবে?	(১৬/৩৭৬)
"	আমানুল্লাহ, বোহাইল, বগুড়া।	জনৈকা মহিলা বিবাহের কিছুদিন পর স্বামীর ভাত খেতে না চাইলে অভিভাবক জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করে। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?	(১৭/৩৭৭)
"	মশিউর রহমান, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।	কাপড় না থাকায় ছালাতের সময় শুধু গামছা মাথায় দিয়ে খালি শরীরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৮/৩৭৮)
"	সিরাজুল ইসলাম, চিনাটোলা, যশোর।	চাশতের ছালাতের ফযীলত কি? এবং এ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কত?	(১৯/৩৭৯)
"	আবুবকর, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	রাগ হ'লে বসে কিংবা শুয়ে যেতে হয়, একথা কি ঠিক?	(২০/৩৮০)
"	মাহমূদ, কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।	ধনীরা আগে জান্নাতে যাবে, না গরীবেরা?	(২১/৩৮১)
"	মীযানুর রহমান, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	বাদ মাগরিব ২০ রাক'আত ছালাত পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(২২/৩৮২)
"	আবুল হাসনাত, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	ছালাত নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কি ছালাত পড়া যাবে?	(২৩/৩৮৩)
"	আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।	হজ্জ না করে ওমরাহ করা যায় কি?	(২৪/৩৮৪)

Contents

"	আরিফুল ইসলাম, হালসা, কুষ্টিয়া।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধেছিলেন কথাটি কি সঠিক?	(২৫/৩৮৫)
"	আব্দুর রাযযাক, বাড়ই পাড়া, বগুড়া।	সামনে জায়গা না থাকলে ইমামকে মুক্তাদী হ'তে অর্ধ হাত সামনে দাঁড়াতে হবে কি?	(২৬/৩৮৬)
"	কামাল, প্রতাপ জয়সেন, পীরগাছা, রংপুর।	ফরয ছালাত পড়ার পর সুন্নাতের জন্য জায়গা পরিবর্তন করতে হবে কি?	(২৭/৩৮৭)
"	আযীযুল হক, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	তায়াম্মুমকারী ইমামের পিছনে অযূকারী মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?	(২৮/৩৮৮)
"	আব্দুল হামীদ, কেশবপুর, যশোর।	জুম'আর খুৎবার মাঝখানে বসার ব্যাপারে কোন হাদীছ আছে কি?	(২৯/৩৮৯)
"	বযলুর রশীদ, কেশবপুর, যশোর।	ঈদের দিনে পরস্পরের সাক্ষাতে 'ঈদ মোবারক' বলা, নববর্ষের প্রথম দিনে 'শুভ ইয়ার', 'হ্যাপী নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' বলে অভিনন্দন জানানো এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি?	(৩০/৩৯০)
"	আব্দুল হাকীম, কেশবপুর, যশোর।	হাদীছে আছে, জুম'আর ছালাত দীর্ঘ এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু সাধারণত খুৎবা দীর্ঘ এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত হয়। এর ব্যাখ্যা কি?	(৩১/৩৯১)
"	আব্দুল ওয়াদূদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মুসলমান হিজড়া মারা গেলে জানাযার সময় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন?	(৩২/৩৯২)
"	আব্দুল ক্বাইয়ূম, ওয়াবদা বাজার, লালমণির হাট।	মানতের খাদ্য ধনী-গরীব সহ মসজিদের সকল মুছল্লী খেতে পারবে কি?	(৩৩/৩৯৩)
"	আখতারা খাতুন, খানপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	কালো চুলকে আরো বেশী কালো করার জন্য বিভিন্ন তেল ব্যবহার করা যাবে কি?	(৩৪/৩৯৪)
"	তামান্না, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি?	(৩৫/৩৯৫)
"	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।	কখন ও কার মাধ্যমে খাৎনার প্রচলন হয়? এটি কি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ?	(৩৬/৩৯৬)
"	আবুল হোসাইন, আত্রাই, নওগাঁ।	মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নিচে প্যান্ট থাকলে ছালাত হবে কি?	(৩৭/৩৯৭)
"	সুরাইয়া আখতার, কাঁটাবাড়ী হাঁড়পুর, পত্নীতলা, নওগাঁ।	বিভিন্ন স্থানে ডান পার্শ্বে 'আল্লাহ' ও বাম পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লেখা কি?	(৩৮/৩৯৮)
"	জাহাঙ্গীর, বিক্রমপুর বস্ত্র বিতান কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বাগেরহাট।	পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার কারণে পার্শ্বের কোন সরকারী ঘরে জুম'আর ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?	(৩৯/৩৯৯)
"	আব্দুর রহমান, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ভেঙ্গে ফেললে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে কি?	(৪০/৪০০)
		***	
আগষ্ট ২০০৫ (৮/১১)	সাইফুল্লাহ, উত্তর হিন্দুকান্দি, বগুড়া।	সালাফী তরীক্বা ছূফী (বাতেনী) ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীক্বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, একথা কি সত্য?	(১/৪০১)
"	বকুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	কোন হিন্দু মেয়ে মুসলিম যুবককে পাবার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে কি মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে? উক্ত বিবাহে মেয়ের অভিভাবক কে হবেন?	(২/৪০২)
"	মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, ললডুহুরী, লালগোলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	হাদীছে আছে, 'আল্লাহ তা'আলা রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন'। কিন্তু যখন ভারতের রাত্রির শেষাংশ তখন সঊদীতে, আমেরিকাতে বা অন্য কোথাও রাতের দ্বিতীয়াংশ বা প্রথমাংশে। তাহ'লে কোন দেশের সময় অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা শেষ আসমানে নেমে আসেন?	(৩/৪০৩)
"	মুছল্লীবৃন্দ, মণ্ডলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	মসজিদের পিছনে চতুর্দিকে ঘেরা প্রায় দুইশ' বছর পূর্বের ১টি কবর ছিল। মুছল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সেটি মসজিদের মাঝে কাতারের সামনে পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় কবরটি স্থানান্তরিত করা যাবে কি?	(৪/৪০৪)
"	খলীলুর রহমান, জলঢাকা, নীলফামারী।	কোন্ পাঁচটি রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না?	(৫/৪০৫)
"	আবুল হোসাইন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা ঠিক নয়। এ ধারণা কি ঠিক?	(৬/৪০৬)
"	ইমরান, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলো ও অন্ধকারে সমান দেখতে পেতেন কি?	(৭/৪০৭)
"	শামীম আরা শিউলী ও বিউটি, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে কি ধরনের পাপ হবে?	(৮/৪০৮)
"	মুশফিকুর রহমান, কমরপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	জিবরীল (আঃ) নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন একটি বিশেষ খানা খাইয়েছিলেন, যার ফলে তাকে ৪০ জন পুরুষের চেয়েও বেশী শক্তি প্রদান করা হয়েছিল।	(৯/৪০৯)

Contents

"	মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।	মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হয় কি?	(১০/৪১০)
"	মুহাম্মাদ আফসার আলী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হেরা গুহায় একই সাথে ১২ বছর ধ্যান করেছিলেন?	(১১/৪১১)
"	আশরাফ, জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।	মৃত স্বামীকে তার স্ত্রী কিংবা মৃত স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি?	(১২/৪১২)
"	মুহাম্মাদ ছফিউর রহমান, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।	বাড়ী থেকে বের হয়ে কতদূর গেলে ছালাত ক্বছর করা যায়?	(১৩/৪১৩)
"	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	বাড়ীর ভিতরে প্রাচীরের মধ্যে বহুদিন পূর্বের কবর আছে কিন্তু কোন চিহ্ন না থাকলে ঐ জায়গায় বসবাস ব্যতীত প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জন্য কোন গোডাউন তৈরী করা যাবে কি?	(১৪/৪১৪)
"	মুহাম্মাদ এরশাদ, চক গোবিন্দ, মান্দা, নওগাঁ।	'ইয়া বিনতা হাওয়া কুল রব্বীয়াল্লাহ, দ্বীনিয়াল ইসলাম...'। এরূপ বলে মৃত ব্যক্তিকে তালক্বীন করানো কি শরী'আত সম্মত?	(১৫/৪১৫)
"	নো'মান, মাক্তাপুর, নাচোল।	আদায়কৃত জরিমানার টাকা মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় প্রদান করা যায় কি?	(১৬/৪১৬)
"	বদরুল ইসলাম, হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বে পিতা তার দু'ছেলেকে সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে গেছেন। এক্ষণে মা ঐ দুই ছেলেকে তার সম্পত্তি না দিলে কি পাপ হবে?	(১৭/৪১৭)
"	আব্দুর রাযযাক, কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	সূরা ত্বারিক্বের ১৫, ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত পাঠ করলে কি কুকুর বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?	(১৮/৪১৮)
"	শেখ যায়েদুর রহমান, ছোটনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্য 'তুলা রাশি' ব্যক্তি দ্বারা বাটি চালান দেওয়া জায়েয কি?	(১৯/৪১৯)
"	আব্দুল ওয়ারেছ, রাণীবাজার, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি ভাড়া ঠিক না করে রিক্সায় উঠে নামার সময় চালক বেশী ভাড়া চাওয়ায় কয়েকটি থাপ্পড় মারে। পরে সে খুব অনুতপ্ত হয়। কিন্তু চালককে খুঁজে না পেলে তার করণীয় কি?	(২০/৪২০)
"	মুনীরুল ইসলাম, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি?	(২১/৪২১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।	স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত, স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে স্ত্রী জান্নাতী, একথা সত্য কি?	(২২/৪২২)
"	তরীকুল ইসলাম, বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।	সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে কি মামাতো বোনকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে?	(২৩/৪২৩)
"	মুযযাম্মেল, সিপাইপাড়া, রাজশাহী।	আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) জুতা পরে আরশে আরোহণ করেছিলেন, তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না ইত্যাদি কথা যারা প্রচার করে, তারা মুসলমান থেকে খারিজ?	(২৪/৪২৪)
"	শহীদুল ইসলাম, নীলফামারী।	মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আত হ'লে নেকী ২৭ গুণ বেশী পাওয়া যাবে কি?	(২৫/৪২৫)
"	খায়রুল হক, সাদিয়ালের কুটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	মুয়াযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলেন তখন কি বলতে হবে?	(২৬/৪২৬)
"	মাহবুবুর রহমান, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	'আহলেহাদীছ' হ'তে হ'লে কি কমপক্ষে ৪০টি হাদীছ মুখস্থ থাকতে হবে?	(২৭/৪২৭)
"	মীযানুর রহমান, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	দাজ্জাল কি আমাদের মত কথা বলবে? তার আকার-আকৃতি কি আমাদের মত হবে?	(২৮/৪২৮)
"	আব্দুল ক্বাইয়ূম, শেখপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	দাঁত উঠে গেলে কিংবা পড়ে গেলে পুনরায় দাঁত লাগানো যায় কি?	(২৯/৪২৯)
"	আফযাল হোসাইন, পাঁজর ভাঙ্গা, নওগাঁ।	জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে নিক্ষেপ করে পোড়ানো যাবে কি?	(৩০/৪৩০)
"	আশরাফ, ধকুবা, আসাম, ভারত।	রাসূল (ছাঃ) কত বছর বয়সে মানুষের ছাগল চরাতেন?	(৩১/৪৩১)
"	আব্দুল্লাহিল কাফী, চরকোল, ঝিনাইদহ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি পেয়েছিলেন?	(৩২/৪৩২)
"	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	মসজিদ ও মক্তবের অর্থ দ্বারা জমি বন্ধক রেখে তা থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?	(৩৩/৪৩৩)
"	আবু সাঈদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৪/৪৩৪)
"	মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ জায়েয কি?	(৩৫/৪৩৫)

Contents

"	সুমন, মতিয়াবিল হাই স্কুল, পবা, রাজশাহী।	মুছল্লীর সামনে 'সুতরা' না থাকলে কতদূর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া যাবে?	(৩৬/৪৩৬)
"	আবুবকর ছিদ্দীক্ব, মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	স্ত্রীকে এক বছর পরপর তিনবার তালাক দেয়ার পর পুনরায় ঐ স্ত্রী গ্রহণ করা কি বৈধ?	(৩৭/৪৩৭)
"	মা'রূফ আহমাদ চৌধুরী, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি আমাদের টুপির মত টুপি পরতেন? টুপি-পাগড়ী উভয়টিই কি এক সাথে পরতে হবে?	(৩৮/৪৩৮)
"	কামরুল হাসান, মেলান্দী, রাজশাহী।	বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি?	(৩৯/৪৩৯)
"	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	মানব মন কত প্রকার? খারাপ মন থেকে বাঁচতে হ'লে কি করতে হবে?	(৪০/৪৪০)
		***	
সেপ্টেম্বর ২০০৫ (৮/১২)	মুহাম্মাদ দিদার বখশ খানপুর বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।	শাদ্দাদ কে ছিল? সে কি একটি বেহেশত তৈরী করেছিল? কোন অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। শাদ্দাদের তৈরী বেহেশত সহ কি আল্লাহ্ ৮টি বেহেশত পূর্ণ করেছেন?	(১/৪৪১)
"	গালিব, ঢাকা।	বিছানায় ছালাত পড়া কি জায়েয? ছালাত পড়ার সময় কপালে ধূলা বা ময়লা লাগলে ঝেড়ে ফেলা যাবে কি? ক্রমাগত প্রত্যেক ছালাতে একই আয়াত বা সূরা পড়া যাবে কি?	(২/৪৪২)
"	আব্দুল বারী, রাজারবাগ, বাসাবো, ঢাকা।	মানুষ জন্মসূত্রে মুসলমান, না অন্য কোন ধর্মাবলম্বী?	(৩/৪৪৩)
"	মাহফূয , লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	মুসলমান রাজমিস্ত্রী অন্য কোন ধর্মের উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে কি?	(৪/৪৪৪)
"	আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা দিবা, নৈশ ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা।	যেহরী ছালাতে ইমাম সিজদার আয়াত পাঠ করলে ছালাতের মধ্যে সকলকেই কি সিজদা করতে হবে? ছালাতের বাইরে তেলাওয়াত করলেও কি সিজদা করতে হবে? এর পদ্ধতি কি?	(৫/৪৪৫)
"	গালিব, ঢাকা	ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যায় কি?	(৬/৪৪৬)
"	আব্দুল হাদী, চন্দ্রপুকুর, পবা, রাজশাহী।	মৃতকে দাফন করার পর কয়দিন পর্যন্ত জানাযা পড়া যাবে?	(৭/৪৪৭)
"	মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	শয়তানের নাম ও বংশ পরিচয় কি? তার মৃত্যু যন্ত্রণা হবে কি?	(৮/৪৪৮)
"	আলহাজ্জ আব্দুছ ছামাদ মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	মসজিদের ফাণ্ড হ'তে মক্তব নির্মাণ করা যাবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৪৪৯)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিরাজগঞ্জ।	ইচ্ছাকৃতভাবে বা অভাবের তাড়নায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পরিণতি কি হবে? অত্যন্ত দুর্বল বা রোগাক্রান্ত মহিলারা ঔষধ খেয়ে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া বন্ধ করতে পারবে কি?	(১০/৪৫০)
"	সাঈদ ইবনু এহসান, কালাই, জয়পুরহাট।	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তন বা লিজ নেওয়া জমিতে ফসল হ'লে ওশর কে দেবে, লিজ গ্রহীতা না জমির মালিক?	(১১/৪৫১)
"	আহসান হাবীব, কাজিপুর, মেহেরপুর।	মেয়েরা বাড়ীতে জুম'আর ছালাত একাকী পড়লে মোট কয় রাক'আত পড়বে?	(১২/৪৫৩)
"	নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	প্রচলিত আছে, আদম (আঃ)-এর কোন এক সন্তানের বেহেশতের হুরের সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাদের সন্তানরা আজ মুঘল, সৈয়দ ও পাঠানের বংশধর। এদের ঝি, বৌরা গোয়াল ঘরে গেলে নাকি গরু, ছাগল মারা যাবে। এ ঘটনা কি সত্য?	(১৩/৪৫৪)
"	আমানুল্লাহ, হাড়গিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।	একই মাসে দু'বার মাসিক হ'লে দ্বিতীয় মাসিকে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয কি?	(১৪/৪৫৬)
"	মাহবূবা তাসনীম, রাণীনগর, নওগাঁ।	বক, শালিক, বাবুই পাখি, পানকৌড়ী ইত্যাদি শিকার করে খাওয়া যাবে কি?	(১৫/৪৫৭)
"	আব্দুছ ছামাদ, তানোর, রাজশাহী।	ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জ্বলতা কমে যাবে, যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রুযীর বরকত কমে যাবে, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শরীরে শক্তি কমে যাবে, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তান কোন কাজে আসবে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে ঘুমে তৃপ্তি হবে না। ছালাত পরিত্যাগকারী ৮০ হুক্ববা জাহান্নামে থাকবে। এগুলি কি সত্য?	(১৬/৪৫৮)

Contents

"	আব্দুল জব্বার, পলাশ বাজার, নরসিংদী।	মদ খেয়ে মাতাল হয়ে স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিলে তা কার্যকর হবে কি?	(১৭/৪৬০)
"	মুহাম্মাদ সেলিম রেযা, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	পোষ্ট মর্টেম করা জায়েয কি?	(১৮/৪৬১)
"	ফযলুর রহমান, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	গোসলের পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কি শরীরে তেল ব্যবহার করতেন?	(১৯/৪৬৩)
"	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আবুবকর (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গারে ছওরে অবস্থানকালে কাফিররা কি তাঁদের মাথার উপরে উঠে গিয়েছিল?	(২০/৪৬৪)
"	সাজ্জিদুল ইসলাম, চেতকাপ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	অবৈধভাবে কোন মেয়ে অন্তসত্ত্বা হ'লে যেনাকারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া যাবে কি?	(২১/৪৬৫)
"	নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, গোপালগঞ্জ।	স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কতদিন পর্যন্ত অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না?	(২২/৪৬৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধূর সাথে যেনা করে। ঐ মহিলা স্বামীর বাড়ীতে থাকতে এবং স্বামীর সঙ্গে মিলামেশা করতে পারবে কি?	(২৩/৪৬৭)
"	তরীকুল ইসলাম, বর্ণাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	রামাযান মাসে নিয়মিত ছালাত আদায় না করে শুধু ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে কি?	(২৪/৪৬৮)
"	সুমন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে ওযূ করাতে হবে কি?	(২৫/৪৬৯)
"	শাহাবুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের পূর্ণ লাশ পাওয়া না গেলে গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযা পড়াতে হবে কি?	(২৬/৪৭০)
"	কাযী ফযলুর রহমান, মৌলভী পাড়া, খুলনা।	স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়ে সেদিনই ফিরিয়ে নিলে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় থাকবে কি?	(২৭/৪৭১)
"	আব্দুল্লাহ, খুলনা।	অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ইশারা করে তালাক দিলে তালাক হবে কি? এমন তালাক কি তালাকে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২৮/৪৭২)
"	আব্দুল জব্বার মোল্লা, হরিশ্বর তালুক, কুড়িগ্রাম।	অজানা অবস্থায় কোন হিন্দু লোকের সাথে মুসলিম মেয়ের বিয়ে হ'লে এবং জানার পরও তারা একত্রে থাকলে ঐ মুসলিম মহিলার পরকাল কি হবে?	(২৯/৪৭৩)
"	শামীমা আখতার, গুজিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।	মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের হাত রয়েছে কি? সে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর আকার ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কি?	(৩০/৪৭৪)

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০৫

তারিখঃ ২৯ ও ৩০শে সেপ্টেম্বর, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫; মোবাঃ ০১৭১-৫৭৮০৫৭, ০১৭৬-২৬৭২৭১।

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর

যে সমস্ত মহিলার সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাঁদের হতাশার কারণ নেই। এখানে বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হয়। সন্তানহীনা বহু মহিলা এখানে মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করতে সক্ষম হন। সন্তানহীনারা আসুন, সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

২৪ বছরের অভিজ্ঞ

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা), রেজিঃ নং- ৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, বিরামপুর, পোষ্ট ও থানা- বিরামপুর, যেলা- দিনাজপুর।
(বিরামপুর রেল ষ্টেশন ও বাসষ্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণে কলেজ বাজার অবস্থিত)
বিঃদ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬; বাসাঃ ৭৭৩০৪২